Contents

ত্রয়োদশ বর্ষ

চতুর্থ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

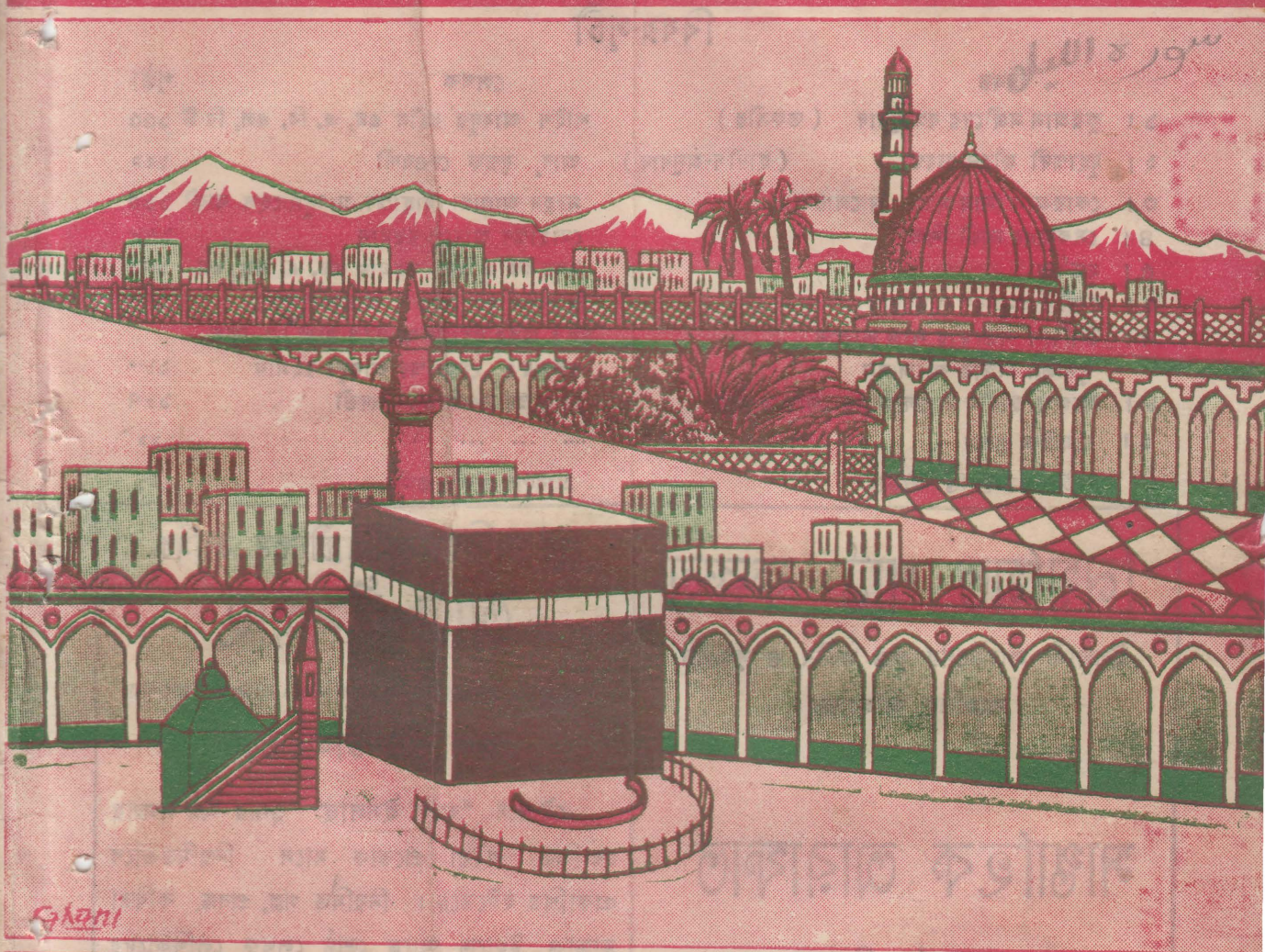

সম্পাদক

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬'৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

ত্রয়োদশ বর্ষ—চতুর্থ সংখ্যা

শ্রাবণ-ভাদ্র—১৩৭৩ বাং　　জুলাই-আগষ্ট—১৯৬৬ ইং

জমাদিউল আউয়াল—১৩৮৬ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের বঙ্গানুবাদ (তফসীর)	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি টি	১৫৫
২।	মুহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা (হাদীস-অনুবাদ)	আবূ য়ূসুফ দেওবন্দী	১৫৯
৩।	কোরআন (নাম সম্বন্ধে আলোচনা)	মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী	১৬৩
৪।	সেকালের নারী শিক্ষা	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	১৬৮
৫।	মুগ্ধচিত্ত	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান এম, এ, এম, এম	১৭১
৬।	হাদীস অনুসরণ ও মযহাব	অধ্যাপক শামসুলক (আলমাহ্মূদ)	১৭৬
৭।	উনবিংশ শতাব্দীর পাক ভারতে মুসলিম সংস্কার আন্দোলন	মূল : ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল বারী ডি, ফিল অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুর রহমান	১৮০
৮।	আহলে হাদীস আন্দোলনের গোড়ার কথা	মোহাম্মদ মওলা বখশ নদভী	১৮৭
৯।	সাময়িক প্রসঙ্গ	....	১৯৯
১০।	জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	২০১

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৯ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬·৫০　ষান্মাষিক : ৩·৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৪শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুলহাদীস

(মাসিক)

আহলেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ স্থল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

ত্রয়োদশ বর্ষ	শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৭৩ বংগাব্দ ; জমাদিউল আউয়াল ১৩৮৬ হিঃ জুলাই-আগষ্ট ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দ ;	চতুর্থ সংখ্যা

تفسير القران العظيم

কুর্‌আন-মজীদের ভাষ্য

আম পারার তফসীর

সূরা আল্-লাইল

শাইখ আবদুর রহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سُوْرَةُ اللَّيْلِ

সূরা আল্-লাইল্

এই সূরার প্রথমে আল্-লাইল শব্দ থাকায় ইহার নাম 'আল্-লাইল' সূরা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতার নামে।

۱ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۝

১। কসম রাত্রির, যখন উহা আচ্ছন্ন করে ; ১

۲ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۝

২। কসম দিবাভাগের, যখন উহা উজ্জ্বল হয় ;

۳ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۝

৩। এবং তিনি যে পুং জাতি ও স্ত্রী জাতি সৃজন করিয়াছেন উহার কসম,

۴ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى

৪। ইহা নিশ্চিত যে, তোমাদের চেষ্টা-যত্ন সত্য-সত্যই বিভিন্ন। ২

۵ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۝

৫। অনন্তর, যে ব্যক্তি দান করে ও পাপ হইতে বাঁচিয়া চলে,

۶ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۝

৬। এবং অত্যুত্তমকে মানিয়া চলে, ৩

۷ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۝

৭। তাহার জন্য আমি শীঘ্রই স্বচ্ছন্দকে সুলভ করিয়া দিব।

১। রাত্রি কাহাকে বা কোন্ বস্তুকে আচ্ছন্ন করে তাহা এই আয়াতে উল্লেখ করা হয় নাই। কাজেই আচ্ছন্ন বস্তুর তাৎপর্য সূর্য (শাম্স্ : ৪), দিবাভাগ (আ'রাফ : ৫৪), এবং পৃথিবীর সব কিছু (ফলক : ৩) হইতে পারে।

২। ইহা কসমের প্রতিপাদ্য বিষয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেমন দিবা ও রাত্রির এবং পুরুষ ও স্ত্রীর প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন করিয়া পয়দা করিয়াছেন সেইরূপ তিনি মানুষকেও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি দিয়া পয়দা করিয়াছেন। ফলে কেহ আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান রাখে, কেহ কুফর করে ; কেহ সৎ কাজে ও পরোপকারে লিপ্ত থাকে, কেহ অন্যায় কাজ ও পরের ক্ষতি করিতে আনন্দ পায়। এই সূরাটি মূলতঃ হযরত আবু বকর রাঃ-র ঈমান ও তাঁহার বদান্যতা এবং উমাইয়া ইবন খলফের কুফর ও তাহার বখীলীকে উদ্দেশ্য করিয়া নাযিল হইলেও বস্তুতঃ ইহা সকল মানুষের প্রতি প্রযোজ্য।

৩। এখানে 'অত্যুত্তমকে মানিয়া চলা' বলিতে কলেমা তাইয়েবা—লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ তথা আল্লাহ তা'আলার তওহীদ ও রসূলুল্লাহ সঃ-র নবুওতের প্রতি ঈমান, শরী'আতের যাবতীয় বিধানের যথার্থতায় বিশ্বাস রাখিয়া তৎসমুদয় পালন, আল্লাহ তা'আলার প্রতিদান দিবার ওয়াদার যথার্থতায় বিশ্বাস, পরকালের প্রতিদানে বিশ্বাস প্রভৃতি বুঝায়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৮। আর যে ব্যক্তি বখীলী করে ও নিজেকে অভাবহীন জ্ঞান করে

৮ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۝

৯। এবং অত্যুত্তমকে অমান্য করিয়া চলে,

৯ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۝

১০। তাহার জন্য আমি শীঘ্রই অস্বস্তিকে সুলভ করিয়া দিব।

১০ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ۝

১১। আর সে যখন বিনাশে নিপতিত হইবে তখন তাহার ধন সম্পদ তাহার কোন উপকারে আসিবে না।

১১ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۝

১২। ইহা নিশ্চিত যে, আমার করণীয় হইতেছে পথ বলিয়া দেওয়া ; ৪

১২ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ۝

১৩। আর ইহাও নিশ্চিত যে, শেষ জগৎ ও প্রথম জগৎ উভয়ই একমাত্র আমারই অধিকারে।

১৩ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ۝

৪। ৫ হইতে ১০ ও ১২ আয়াতের তাৎপর্য এই যে; আল্লাহ কাহাকেও ঈমান আনিতে বা কুফর করিতে বাধ্য করেন না। মানুষ যখন স্বেচ্ছায় নিজ ক্ষমতাবলে সৎ পথের দিকে অগ্রসর হয় তখন আল্লাহ ত'আলা তাহাকে সৎ কাজের তওফীক দিয়া থাকেন। আর মানুষ যখন অসৎ পথের দিকে অগ্রসর হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে তাহার অভীষ্ট লাভে বাধা দেন না। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ সঃ-র একটি হাদীস এই :—

'আলী রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ একদা বলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই যাহার স্থান জাহান্নামে অথবা জান্নাতে হওয়া লিপিবদ্ধ করা হয় নাই।" সাহাবীগণ বলেন, "আল্লার রসূল, তবে কি আমরা আমাদের ঐ লিখনের উপর ভরসা করিয়া আমল ত্যাগ করিতে পারি না?" রসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "তোমরা আমল করিতে থাক ; কেননা যাহার জন্য যাহাকে পয়দা করা হইয়াছে তাহাকে সেই ধরণের কাজই যোগান হইবে। সে যদি ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে সৌভাগ্য লাভের কাজ যোগান হইবে। আর সে যদি দুরদৃষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে দুর্ভাগ্যের কাজ যোগান হইবে। ইহা বলিবার পরে রসূলুল্লাহ সঃ ইহার সমর্থনে সূরা আল-লাইলের ৫ হইতে ১০ আয়াতগুলি পাঠ করেন।—বুখারী ও মুসলিম।

www.ahlehadeethbd.org

١٤ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى •

১৪। এই কারণে আমি তোমাদিগকে প্রখররূপে প্রজ্জ্বলিত ঐ হুতাশন সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিলাম—

١٥ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى •

১৫। যাহার মধ্যে ঐ অতি-দুর্ভাগা ছাড়া আর কেহই স্থায়ীভাবে থাকিবে না—

١٦ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى •

১৬। যে দুর্ভাগা [অত্যুত্তমকে] অস্বীকার করতঃ উহার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া চলিয়া যায়।

١٧ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى •

১৭। পক্ষান্তরে ঐ হুতাশন হইতে সরাইয়া রাখা হইবে ঐ ধার্মিক প্রবরকে—

١٨ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى •

১৮। যে নিজে পরিশুদ্ধ হইবার জন্য নিজ ধন সম্পদ দান করিয়া থাকে,

١٩ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى

১৯। তাহার প্রতি কাহারও এমন কোন দান নাই যে, উহার প্রতিদান দিতে গিয়া সে দান করে ;

٢٠ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى

২০। বরং নিজ অতি-মহান রব্বের সন্তুষ্টির আকাঙ্খায় (সে দান করে)।

٢١ وَلَسَوْفَ يَرْضَى •

২১। এবং তিনি অনতিবিলম্বে সন্তুষ্ট হইবেন। ৫

৫। অর্থাৎ আবু বকর তাঁহার রব্বের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান খয়রাত করেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রতি অচিরেই সন্তুষ্ট হইবেন।

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদী জীবন ব্যবস্থা

বুলুগুল মারামের বঙ্গানুবাদ

॥ আবু য়ুসুফ দেওবন্দী ॥

باب الادب

শিষ্টাচার অধ্যায়

৫৬৬। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ، إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ •

"প্রত্যেক মুসলিমের উপরে যে কোন মুসলিমের ছয়টি হক রহিয়াছে। (১) তুমি যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ কর তখন তাহাকে সালাম কর। (২) সে যখন তোমাকে ডাকে তখন তুমি তাহার ডাকে হাযির হও। (৩) সে যখন তোমার নিকট পরামর্শ চায় তখন তুমি তাহার মঙ্গলজনক পরামর্শ দাও। (৪) সে হাঁচি দিয়া যখন 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলে, তখন তুমি তাহার উদ্দেশ্যে 'য়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন) বল। (৫) সে যখন পীড়িত হয় তখন তুমি তাহাকে দেখিতে যাও। এবং (৬) সে যখন ইনতিকাল করে তখন তুমি তাহার জানাযায় হাযির হও।"—মুসলিম। ১

৫৬৭। আবূ হুরাইয়া রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন;

انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ •

"(পার্থিব সম্পদে) যে ব্যক্তি তোমার চেয়ে হীন অবস্থায় আছে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত কর; কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার চেয়ে উচ্চে রহিয়াছে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিও না। কারণ, তোমার প্রতি আল্লার যে নি'মাত রহিয়াছে তাহাকে তুমি যাহাতে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া না বস তাহার জন্য ইহাই উপযুক্ত ব্যবস্থা।"২—বুখারী ও মুসলিম।

১। অন্য হাদীসে আর একটি হকের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহা এই যে, শরী'আত-সম্মত কোন কাজ করিবার জন্য কেহ যদি তোমাকে কসম দিয়া অনুরোধ করে তবে ঐ কাজ সম্পাদন করা।

২। দীনী ব্যাপারে উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে নিজের চেয়ে উত্তম লোকের দিকে লক্ষ্য করা নিষিদ্ধ নয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৫৬৮। নাওওয়াস্ ইব্ন সাম্'আন রাঃ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সঃ-কে পুণ্য ও পাপ (নেকী ও গুনাহ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে রসূলুল্লাহ সঃ বলেন,

البِرُّ حُسْنُ الخُلُقِ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ •

"সৎ স্বভাব ও সুন্দর আচরণই পুন্য। আর যে ব্যাপার সম্পর্কে তোমার মনে খট্কা বাধে ও লোকসমাজে যাহা প্রকাশ হওয়া তুমি অপসন্দ কর তাহাই পাপ।"৩—মুসলিম।

৫৬৯। ইবন মস'উদ রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ •

"তোমরা যখন তিন জন এক সঙ্গে থাক তখন তোমাদের এক জনকে বাদ দিয়া বাকী দুই জন যেন চুপে চুপে কোন কথা না বলে। কেননা ইহা তৃতীয় ব্যক্তিকে চিন্তান্বিত করিয়া তুলে। হাঁ, তোমাদের দুই জনের সহিত যদি অপর লোকেরা পরামর্শে মিলিত হয় তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে তোমরা দুই জন তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়া গোপনে পরামর্শ করিতে পার।"—বুখারী ও মুসলিম, ভাষা মুসলিম হইতে গৃহীত।

৫৭০। ইব্ন 'উমর রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا •

"কোন লোককে তাহার বসিবার স্থান হইতে উঠাইয়া দিয়া কেহ যেন নিজে সেখানে না বসে। বরং তোমরা মজলিসের পরিধি প্রসারিত করিয়া স্বচ্ছন্দে বস।" ৪—বুখারী ও মুসলিম।

৫৭১। ইব্ন আব্বাস রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا •

৩। শরী'আতে যে সকল কাজকে পাপ বলিয়া স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিই পাপ। শরী'আতে যে সকল কাজ স্পষ্টভাবে পাপ বলিয়া বর্ণিত হয় নাই সেই সকল কাজের মধ্যে যে যে কাজ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত শর্ত দুইটি পাওয়া যায় তাহাকেও পাপ বলিয়া গণ্য করিবার নির্দ্দেশ এই হাদীসে দেওয়া হইয়াছে।

৪। প্রায়ই দেখা যায় যে, লোকে মজলিসের পুরোভাগে বসিবার জন্য ভিড় করে এবং ঠাসাঠাসি করিয়া বসে। রসূলুল্লাহ সঃ-র মজলিসে এইরূপ অবস্থা দেখা দিলে আল্লাহ তা'আলা সূরা 'আল্-মুজাদিলাহ্' এর একাদশ আয়াতযোগে মু'মিনদেরে এই নির্দ্দেশ দেন যে, তাহাদিগকে মজলিসের পরিধি বিস্তারিত করিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"তোমাদের কেহ যখন কোন খাদ্য খাইবে তখন সে তাহার হাত নিজে না চাটিয়া অথবা কাহাকেও না চাটাইয়া যেন মুছিয়া না ফেলে।৫—বুখারী ও মুসলিম।

৫৭২। (ক) আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لِيُسَلِّمِ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ •

"যে ব্যক্তি বয়সে ছোট সে বয়সে বড় ব্যক্তিকে সালাম করিবে। পথচারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক লোকের দল অধিক সংখ্যক লোকের দলকে সালাম করিবে।"—বুখারী ও মুসলিম।

মুসলিমের অপর এক রেওয়াতে আছে, "আর আরোহী ব্যক্তি পথচারীকে সালাম করিবে।"

(খ) 'আলী রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ اِذَا مَرُّوْا اَنْ يُّسَلِّمَ اَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ اَنْ يَّرُدَّ اَحَدُهُمْ •

"যখন কোন দল পথ চলিতে থাকে তখন তাহাদের কোন এক জন সালাম করিলেই উহা সম্পূর্ণ দলের পক্ষ হইতে যথেষ্ট হইবে। আর কোন দলের এক জন লোক সালামের জওয়াব দিলে উহা সম্পূর্ণ দলের পক্ষ হইতে যথেষ্ট হইবে।—আহমদ ও বাইহাকী।

(গ) 'আলী রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لَا تَبْدَؤُا الْيَهُوْدَ وَلَا النَّصَارٰى بِالسَّلَامِ، وَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فِيْ طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوْهُمْ اِلٰى اَضْيَقِهِ •

বসিতে বলা হইলে তাহারা যেন উহা করে। নবাগত কোন লোকের স্থান সঙ্কুলানের জন্য ঐ ব্যবস্থাই গ্রহণ করিবার জন্য এই হাদীসে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ নবাগত ব্যক্তি মজলিস হইতে কাহাকেও উঠাইয়া দিয়া যেন তাহার স্থানে না বসে। হাঁ, মজলিসের প্রধান যিনি, তিনি সঙ্গত মনে করিলে কাহাকেও তাহার স্থান হইতে সরাইয়া অপরকে সেখানে বসাইতে পারেন—এই নির্দেশও ঐ আয়াতেই দেওয়া হইয়াছে।

৫। অপর এক হাদীসে আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন, "তোমরা জান না খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত রহিয়াছে।" উহার পরিপ্রেক্ষিতেই আহার শেষে হাত চাটিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা নবী সঃ-এর সুন্নাত। ইহাকে শরাফত ও ভদ্রতার খিলাফ মনে করা প্রকারান্তরে নবী সঃ-র সুন্নাতকে অবজ্ঞা করার শামিল হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, নবী সঃ-র সুন্নাতই প্রকৃত শরাফত ও আদত ভদ্রতা।

www.ahlehadeethbd.org

"য়াহূদী ও খৃষ্টানদিগকে তোমরা প্রথমে সালাম করিওনা। আর পথে তাহাদের সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ হইলে তোমরা তাহাদিগকে পথের এক পার্শ্ব দিয়া চলিতে বাধ্য করিবে।" ৬

—মুসলিম।

৫৭৩। 'আলী রাঃ বলেন, নবী সঃ বলিয়াছেন,

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ·

"তোমাদের কেহ যখন হাঁচিবে তখন সে 'আল্হামদু লিল্লাহ' (আল্লার জন্য প্রশংসা) বলিবে। আর তাহার ভাই তাহার উদ্দেশ্যে বলিবে, 'য়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন)। অনন্তর যে ব্যক্তি হাঁচি দিয়াছিল সে য়ারহামুকাল্লাহ উক্তিকারীর উদ্দেশ্যে বলিবে 'য়াহ্দীকুমুল্লাহ অ য়ুস্লিহু বালাকুম' (আল্লাহ তোমাকে সুপথে রাখুন এবং তোমার অবস্থা ভাল রাখুন)।—বুখারী।

৫৭৪। (ক) 'আলী রাঃ বালেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا

"তোমাদের কেহ কিছুতেই দাঁড়াইয়া পান করিবে না।" মুসলিম।

৫৭৫। (ক) আলী রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِيْنِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ

'তোমাদের কেহ যখন জুতা পরিবে তখন সে যেন ডান পা দিয়া আরম্ভ করে এবং সে যখন জুতা খুলিবে তখন সে যেন বাম পা দিয়া আরম্ভ করে। ডান পা জুতা পরিবার সময়ে প্রথম ও জুতা খুলিবার সময় শেষ হওয়া চাই।" বুখারী ও মুসলিম।

(খ) 'আলী রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلْيَنْعَلْهُمَا جَمِيْعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيْعًا ·

"তোমাদের কেহ যেন এক পায়ে জুতা পরিয়া না চলে। হয় সে উভয় পায়েই জুতা পরিবে অথবা সে উভয় জুতাই খুলিয়া রাখিবে।"

—বুখারী ও মুসলিম।

৫৭৬। ইবন 'উমর রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ

(১৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

৬। আলিমদের অভিমত এই যে, প্রয়োজনবোধে ইহার ব্যতিক্রম করা চলিবে।

www.ahlehadeethbd.org

সংকলন

কোরআন

(নাম সম্বন্ধে আলোচনা)

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রমাণ স্বরূপ আমরা কতিপয় বিখ্যাত পণ্ডিতের উক্তি উদ্ধৃত করিলাম

১। ان قتادة وجه معني القرآن الى الجمع

অর্থৎ হজরত কাতাদা কোরআন অর্থ সমন্বয় করণ এবং পূর্ণতাসাধন বলিয়াছেন। (১)

২। قال ابو اسحاق الزجاج فى تفسيره معنى القرآن الجمع

অর্থাৎ যাজ্জাজ তাঁহার তফসীর গ্রন্থে বলিয়াছেন :—কোরআন শব্দের অর্থ সমন্বয়। (২)

৩। قال الزجاج وابو عبيد :— انه ماخوذ من القرء وهو الجمع

যাজ্জাজ এবং আবু ওবায়দা বলিয়াছেন : কোরআন শব্দ 'কারউন' হইতে গৃহীত,—অর্থ সমন্বয় এবং পূর্ণ করণ। (৩)

৪। قال ابن الا ثير :—الاصل فى هذه اللفظة الجمع

এবনে আসির বলিয়াছেন : এই শব্দের (কোরআনের) প্রকৃত অর্থ সমন্বয়। (৪)

৫। قال الراغب الاصفهانى :— انما سمى قرآنا لكونه جمعا

রাগেব এসফেহানী বলিয়াছেন :— কোরআন সমুদয় বিষয়ের সমন্বয় করিয়াছে বলিয়া উহাকে কোরআন বলা হয়। (৫)

৬। قال الامام البغوى :— واصل القرء الجمع

এমাম বাগাভী বলিয়াছেন :—কারউনের মূল অর্থ সমন্বয়। (৬)

কোরআন শব্দের অর্থ কি ? উপরোক্ত উক্তি সমূহের দ্বারা যদিও তাহা আমরা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি,—কিন্তু আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, কোরআন তাহার অর্থ ব্যাখ্যার

---

(১) তফসীর ইবনে জরীর ২৯শ খণ্ড ১০৩ পৃষ্ঠা।
(২) 'তাজুল আরূস' ১ম খণ্ড ১০৩ পৃষ্ঠা
(৩) 'তফসীর কবীর' ১ম খণ্ড ১৮৩ পৃষ্ঠা।
(৪) 'নেহায়া লি ইবনিল আসির' ৩য় খণ্ড ২৬৩ পৃষ্ঠা।
(৫) 'আল এত্‌কান' ১১৯ পৃষ্ঠা।
(৬) 'মআলিমুত্‌ তান্‌জিল' ১ম খণ্ড ৭১ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

জন্য অপর কাহারও মুখাপেক্ষী নহে, কোরআনই কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। সুতরাং কোরআন শব্দের অর্থও আমাদিগকে কোরআন মজিদেই দেখিতে হইবে।

পাঠ করুন :

انا علينا جمعه وقرآنه

অর্থাৎ "অবশ্য উহার (কোরআনের) **সমন্বয় সাধন এবং পূর্ণতা সম্পাদন** আমারই কর্তব্য।" (১)

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা পাঠক নিশ্চয়ই কোরআন শব্দের দ্বারা সমন্বয় এবং পূর্ণ করণ বুঝিতে পারিয়াছেন। আর আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কোরআন নাম স্বরূপ ব্যবহৃত হওয়ার সময় বিশেষণ অথবা বিশেষণীয় বিশেষ্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব কোরআন নামের অর্থ হইতেছে **সমন্বিত এবং পূর্ণ গ্রন্থ।**

কোরআন মজিদের নাম সমন্বিত এবং পূর্ণ কেন হইল, তাহাই আমাদের আলোচনার শেষ বিষয়।

পণ্ডিত মণ্ডলী উপরোক্ত বিষয়ের তিনটি কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন :

قال ابو اسحاق النحوى يسمى ١ كلام الذى انزل على نبيه كتابا وقرانا وفرقانا ومعنى القرآن الجمع وسمى قرانا لانه يجمع السور فيضمها

অর্থাৎ বৈয়াকরণ আবু ইসহাক বলেন :— খোদা তায়ালার যে সমুদয় পবিত্র বাণী (প্রত্যাদেশ দ্বারা) রসূলে করিমের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, তৎ সমষ্টির নামই কেতাব। কোরআন মজিদের এরূপ নাম হওয়ার কারণ এই যে, উহাতে অধ্যায়গুলি সমান্বিত এবং সংযুক্ত হইয়াছে (২)

---

(১) 'আল কোরআনুল হাকীম' ২৯ পারা, ১৭ রুকু।

انـا فسرنا الجمع والقرآن ("পূর্ণ করণ, সমন্বয় সাধন") فاما الاول فلا اشكال فيه واما الثانى فظاهره وان كان خلافا لتعبيرات بعض المفسرين ولاكنه ليس مضاد السياق كلامه تعالي على ان بعضهم (ومنهم البيضاوى وغيره) قد فسره بالاثبات وبعضهم (ومنهم ابن عباس (رض) وغيره) بالبيان وانت تعلم' ما فى معناهما من الرسوخ والتقرير والتكميل ولذا عبرنا عنه ب 'পূর্ণ করণ' اى تكميله من كل الوجوه واياك والاغترار بقول جميعهم فان منهم من يفسره با "النقش وتصوير الحروف" (راجع تبصير الرحمن الجزء الثانى وجه—٣٧٧) ولا يذهب عليك ما فيه من البعد والنكارة •

واما الجمع' فهو ايضا وان لم يكن مرادفا ل পূর্ণতা সম্পাদন —لا ذنه لازم غير مفارق لمفهومه فان الجامع مهما كان جامعا حقيقيا لصفة اوصاف' فضرورى ان يكون كاملا فى تلك الصفة او الصفات' الا ترى اننا اذا قلنا انه المستجمع لجميع صفات الكمال' فانما يكون مرادنا به' انه هو الفرد الكامل الجامع لجميع صفات الكمال وهذا انما لايخفى علي من له ادنى حظ من العربية - كاتبه •

(২) 'লেসানুল আরব' ১ম খণ্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২। قال ابن الاثیر: ویسمی القرآن لانه جمع القصص والامر والنهی والوعد والوعید

আল্লামা এবনে আসির বলিয়াছেন :—কোরআন নাম হওয়ার কারণ এই যে, উহাতে উপাখ্যান, ব্যবস্থা এবং পুরস্কার ও দণ্ডের অঙ্গীকার ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ই সমন্বিত এবং সন্নিবেশিত হইয়াছে। (১) আমাদের বিবেচনায় এই উভয়ই অসম্পূর্ণ এবং বিশেষত্বহীন, যেহেতু অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদগুলি পরস্পর মিলিত অথবা উপাখ্যান এবং উপদেশ ইত্যাদি সন্নিবেসিত হওয়া কোনরূপ বিশেষ অথবা অসামান্য গুণ নহে।

আমাদের মতে কোরআন মাজদের পূর্ণ এবং সমন্বিত নাম হওয়ার প্রকৃত এবং একমাত্র কারণ এই যে :

هو العلم اللدنی الاجمالی الجامع للحقائق کلها

কোরআন সর্বতত্ত্বসমন্বিত, সর্ব সত্যপূর্ণ – পূর্ণ জ্ঞান। (২) এবং উহাতে

جمع ثمرات الكتب السالفة

পূর্ববর্তী যাবতীয় স্বর্গীয় গ্রন্থের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। (৩)

وللہ در القائل

حسن یوسف، دم عیسی، ید بیضا داری
آنچه خوبان همه دارند، تو تنها داری

প্রকৃতপক্ষে কোরআন মজিদের, কোরআন (পূর্ণ) হইতে উৎকৃষ্টতর অপর কোন নামই হইতে পারে না। জগতের মধ্যে এসলাম পূর্ণাঙ্গ (perfect) ধর্ম। তাহার ধর্মগ্রন্থও সর্ব বিষয়ে পূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। তওরাৎ ব্যবস্থা, ইঞ্জিল নীতি-শিক্ষা এবং জবুর প্রার্থনা। কিন্তু কোরআন একাধারে ব্যবস্থা, নীতি শিক্ষা এবং প্রার্থনা। কোরআন পৃথিবীর সমুদয় সত্যধর্মের সার সংগ্রহ। কোরআন যাবতীয় স্বর্গীয় গ্রন্থের নির্য্যাস। কোরআন সর্ব প্রকার জ্ঞানের আধার এবং সর্ব প্রকার উন্নতির মূল। কোরআন যাবতীয় অভাবের পরিপূরক—সর্ব ব্যাধির মহৌষধ। কোরআন ইহকাল ও পরকালের পথ প্রদর্শক। কোরআন ধর্ম-তত্ত্ব উপাসনা পদ্ধতি, আধ্যাত্মিক শিক্ষা, দর্শন, সাহিত্য, ব্যবস্থা, সভ্যতা, ধর্ম-নীতি, রাজ নীতি এবং সমাজ নীতি ইত্যাদি সর্বপ্রকার শিক্ষায় সর্ব বিষয়ে পূর্ণ।

লিখন এবং সম্পাদন

এখন আমরা যে বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা সর্বাপেক্ষা গুরুতর। খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচারক মহোদয়গণের অসীম অনুগ্রহ, এবং ডাঃ মিঙ্গানা প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের অগাধ পাণ্ডিত্যে সম্প্রতি বিষয়টীর গুরুত্ব বহু পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

"নবাবিষ্কৃত হস্তলিপি" সম্বন্ধে আলোচনা

মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে, খোদা তায়ালার পরে, খোদার বাণী কোরআন মজিদের ন্যায় সত্য এবং বিচার ও পরিবর্তন শূন্য দ্বিতীয়

(১) 'নেহায়া ফি ইবনিল আসির' ২য় খণ্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা।

(২) 'দস্তরুল ওলামা' ৩য় খণ্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা।

(৩) 'আল এতকান' ১১৯ পৃষ্ঠা।

এই অপূর্ব সমন্বয়ে এবং অতুলনীয় পূর্ণতায়, পৃথিবীর কোন গ্রন্থেরই কোরআন মজিদের সহিত তুলনা হইতে পারে না। আর এই জন্যই তাহার নাম হইয়াছে পূর্ণ—অর্থাৎ কোরআন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কিছু নাই। মুসলমানদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া সম্প্রতি কিছু কাল হইতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণও ঐরূপ দাবী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঈশ্বর প্রেরিত বাণী যে ঈশ্বরের ন্যায় নির্বিকার এবং অপরিবর্তনশীল, এই প্রাথমিক সত্যটি তাঁহারা পূর্বে জানিতে পারেন নাই। কিন্তু যখনই কোরআন ঘোষণা করিল :—

১। لا مبدل لكلماته

খোদার বাণীর কেহই পরিবর্তন করিতে পারে না—১৫ পারা, ১৬ রুঃ

২। انه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

নিশ্চয় ইহা (এই কোরআন) মহিমান্বিত গ্রন্থ, পূর্বে অথবা পরে কখনও ইহার বিকৃতি ঘটিতে পারে না, ইহা কীর্তিমান জ্ঞানীর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে।—২৪ ; ১৯।

৩। افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

তাহারা কোরআনের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখে না কেন? যদি তাহা খোদা ভিন্ন অন্য কাহারও বাণী হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার নানারূপ বিকার এবং পবিবর্তন পরিলক্ষিত হইত।—তখনই অপরাপর ধর্মাবলম্বীগণ এই সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন, এবং তওরাৎ, ইঞ্জিল, জবুর এবং বেদ প্রভৃতির মধ্যে এবিষয়ে কিছু মাত্র উল্লেখ না থাকিলেও, উক্ত গ্রন্থগুলির উপযুক্ত ভক্তগণ (گواهان چست) স্ব স্ব ধর্মগ্রন্থের বিশুদ্ধতা, অবিকৃততা এবং প্রামাণিকতা সপ্রমাণ করিতে অগ্রসর হইলেন।

ধনে, জনে ও বলে পৃথিবীতে আজকাল খৃষ্টান ভ্রাতাগণই সকলের শীর্ষ স্থানীয়। সুতরাং এই নব বিজয় অভিযানে তাহারাই অগ্রণী হইলেন।

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি হওয়ায়, অনেক অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, নানাবিধ বিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও বিজ্ঞান অসাধ্য সাধন করিবে কি প্রকারে? অসম্ভবকে সম্ভব করিবে কি উপায়ে? খৃষ্টান বন্ধুগণ প্রাণপণ যত্ন করিলেন, নানারূপ বৈজ্ঞানিক কৌশল খাটাইলেন—আমরা আমাদের ভাগ্যবান ভ্রাতাদিগের অসাধারণ প্রতিভা এবং অটল অধ্যবসায়ে চিরদিনই আস্থাবান—সুতরাং ভাবিলাম, এতদিন পরে বুঝি বা মনোরথ সিদ্ধ হয় এবং প্রচলিত ইঞ্জিল কেতাবের বিশুদ্ধতা এবং অকৃত্রিমতা প্রমাণিত হইয়া উঠে—এবং খুব সম্ভব তাঁহারা নিশ্চয়ই তাহা সপ্রমাণ করিয়া ফেলিতেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, সমুদয় পৃথিবী মন্থন করিয়া, সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া তাঁহারা মূল ইঞ্জিলেরই অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে পারিলেন না।

কিন্তু কর্মী পুরুষগণ কখনও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। আর অধুনা জগতের মধ্যে খ্রীষ্টান বন্ধুগণ অপেক্ষা কর্মী পুরুষ কাহারা? যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, পৃথিবীর জনসংখ্যা হইতে ইঞ্জিলের সংখ্যা অধিক হইলেও, সমগ্র পৃথিবীতে নকল ভিন্ন একখানিও আসল ইঞ্জিল নাই, তখন তাঁহারা ইঞ্জিলের বোঝা কোরআনের স্কন্ধে চাপাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। পৃথিবীর চতুর্থাংশ অধিবাসীর প্রায় প্রত্যেকের বাটিতেই কোরআন মজিদ বিদ্যমান। কিন্তু পরিতাপের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিষয়,—কুত্রাপি আসল ছাড়া একখানিও নকল কোরআন নাই। এই অভাবনীয় ঘটনায় তাঁহারা বিশেষ মর্মাহত হইলেন। অবশেষে একদিন ফেরআওনদিগের দেশে নীলনদের তীরে, এই হারানিধির সন্ধান পাওয়া গেল। মিঃ লিউইস ইউরোপ এবং এশিয়া মন্থন করিয়া, পরিশেষে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার মরুভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং মিশর দেশীয় কোন পুরাতন দ্রব্য বিক্রেতার ভগ্ন কুটীরের অভ্যন্তরীণ প্রদেশ হইতে, কয়েকখানি জীর্ণ চর্মখণ্ড আবিষ্কার করিলেন। আনন্দবিহ্বলচিত্তে লিউইস ঐ জীর্ণ পত্রিকাগুলির মর্মোদ্ধার কার্য্যে ব্রতী হইলেন। কিন্তু সফলতা লাভের পূর্ব্বেই তিনি লোকান্তর গমন করিলেন।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার বিদুষী পত্নি শ্রীমতি লিউইসকে এই অমূল্য রত্নগুলি প্রদান করিয়া যান। মিসেস লিউইস স্বামীপ্রদত্ত উপহার লইয়া বন্ধুর নিকট উপস্থিত হইলেন। বন্ধুবর ডাঃ মিঙ্গানা নানাবিধ বৈজ্ঞানিক কৌশল অবলম্বন পূর্বক সেগুলির পাঠ উদ্ধার করিলেন। (নভেম্বর ১৯১৩) তখন লণ্ডন টাইমসের জবানী সমগ্র জগতবাসী জানিতে পারিলেন যে, ইহা কোরআনের অতি—অতি—অতি প্রাচীন হস্তলিপি।

در خرا بات معان نور خدا مي بينم
دين عجب بين كه چه نورے زكجا مي بينم

—ক্রমশঃ

['আল-ইসলাম' ১ম ভাগ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা হইতে সংকলিত : বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

www.ahlehadeethbd.org

সেকালের নারী শিক্ষা

মূল : স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

[১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ এখন হইতে ৭৮ বৎসর পূর্বে লাহোরে প্রদত্ত একটি প্রস্তাবের উপরে উর্দু ভাষায় এক প্রদত্ত ভাষণে স্যার সৈয়দ আহমদ খান যে অভিমত প্রকাশ করেন উহাতে আজিকার দিনেও যথেষ্ট চিন্তার খোরাক মিলিবে। নারী প্রগতি এবং নৈতিক অধঃপতনের এই যুগে উক্ত আলোচনার আলোকে এ সম্পর্কে নূতন করিয়া চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন রহিয়াছে। এজন্য সৈয়দ আহমদ খানের উক্ত ভাষণের হুবহু বাংলা তর্জমা নিম্নে প্রদত্ত হইল।—অনুবাদক]

নারী শিক্ষা সম্পর্কে আমার আজ খুব বেশী কিছু বলার নেই। কারণ এ সম্পর্কে আমার অভিমত কয়েক বৎসর পূর্বেই এই পাঞ্জাবেই আমি প্রকাশ করে গেছি। সেই সময়েই শ্রোতৃবৃন্দ আমার অভিমত শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেছিল এবং সম্ভবতঃ আজ এই সভার শ্রোতাগণ বিস্মিত হবে এই ভেবে যে, অনেক ব্যাপারেই আমার দ্বারা নূতন চিন্তাধারার উদ্ঘাটন ঘটেছে কিন্তু নারী শিক্ষার ব্যাপারে আমার চিন্তাধারার কোনই পরিবর্তন ঘটেনি—পুরাতন বুযুর্গ ব্যক্তিগণ এ সম্পর্কে যে অভিমত পোষণ করে গেছেন আমি তাই আঁকড়ে ধরে আছি।

(আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতে চাই) এই যুগে নারীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে যে নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে—তা আমি পছন্দ করি না। তা—সে ব্যবস্থা যে কোন মুসলমান কিম্বা ইসলামী আঞ্জুমানের তরফ থেকে হোক কিম্বা সরকারের তরফ থেকে।

মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য নব নব স্কুলের প্রতিষ্ঠা করা, আর ইউরোপের নারী শিক্ষাগারগুলোর অন্ধ অনুকরণ করা ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় মোটেই অনুকূল নয়। আর সেজন্যই আমি এ ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী। লোকেরা শুনেছে যে, ইউরোপে মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় রয়েছে। ছেলেরা যেমন স্কুলে সমবিষ্ট হয়ে পড়াশুনা এবং অবস্থান করে, মেয়েরাও তেমনি করে থাকে।

আমি খাস করে লণ্ডনে আমার কতিপয় বন্ধুর সৌজন্যে এমন কিছু সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছি—যেখানে সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েরা পড়াশুনা করে, এবং সেখানেই অবস্থান করে থাকে। আপনাদিগকে আমি আশ্বস্ত করছি যে, সেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেরূপ শান্তি ও স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে মেয়েরা উত্তম শিক্ষা এবং তত্বরীয়ত পেয়ে থাকে ভারতবর্ষের সে পর্যায়ে পৌঁছতে আরও শত শত বর্ষের প্রয়োজন হবে। যদি আপনারা মনে করেন যে, ঐ ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ভারতবর্ষেও সম্ভব তা হলে আমি প্রতিটি আশরাফ খান্দানকে বলব যে, আপনারা আপনাদের কন্যাদেরকে নিঃসন্দেহে ও নির্দ্বিধায় সেখানে পাঠাবেন। কিন্তু বন্ধুগণ! আমি জোরের সঙ্গেই বলছি ভারতবর্ষে তেমনটি এখন হওয়া অসম্ভব বললেই চলে।

মেয়েদেরকে যে ধরণের শিক্ষা দেওয়ার চিন্তা করা হচ্ছে আমি তা সমর্থন করতে পারি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

না। কারণ সে শিক্ষা এখন তো আমাদের অবস্থার অনুকূল নয়ই—শত শত বছর পরও তার কোন প্রয়োজন দেখা দিবে বলে আমি মনে করি না। অর্থ না বুঝিয়ে কুরআন মজীদ পড়ানকে হেকারতের চক্ষে দেখা হচ্ছে। কিন্তু আত্মার কল্যাণ এবং আল্লাহ পাকের প্রতি অনুরাগ ও প্রবণতা সৃষ্টির জন্য এর চাইতে অধিক কার্যকরী আত্মিক অনুশীলনের অন্য কোন পন্থা আছে বলে আমি মনে করি না। এই ব্যাপারে আমি লম্বা চৌড়া কোন বক্তৃতা দিতে চাই না। শুধু এই কথাই বলতে চাই যে. প্রস্তাবের ভিতর বালিকা স্কুল প্রতিষ্ঠার কোন কথা নাই, আছে শুধু বালিকা মক্তব স্থাপনের কথা আর তার সঙ্গে এই শর্তও জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে, সেই মক্তবে এমন শিক্ষা দিতে হবে যা ইসলাম ধর্মের আদর্শের অনুকূল এবং শরীফ মুসলমানদের রীতি নীতির সঙ্গে সুসমঞ্জস প্রস্তাবের সঙ্গে যখন এ শর্ত যুক্ত রয়েছে তখন সেটাকে অনুমোদনকরণে কোন আপত্তিই উঠতে পারে না।

আঞ্জুমানে হেমায়তে ইসলাম কি ধরণের ও কোন প্রকরণের বালিকা মক্তব পরিচালনা করছে আমার তা ভালভাবে জানা নেই। তবে আমি মনে করি শরীফ বংশের মেয়েদের জন্য আমাদের মধ্যে যে শিক্ষা পদ্ধতি চালু ছিল তার চিত্র আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরি। তা হলেই অপনারা চিন্তা ভাবনা করে উত্থাপিত প্রস্তাব সম্পর্কে আপনাদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। আমার নিজের খান্দানে যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল সেটাই খুলে বলা আমি শ্রেয় মনে করছি। সে পদ্ধতি সম্পর্কে আমি ভালভাবেই ওয়াকেফহাল রয়েছি এবং নিজ চক্ষেই আমি তার অনেক কিছু দেখেছি।

আমি আমার খান্দানে তিন প্রকার মেয়ে দেখেছি। প্রথম সেই সব মেয়ে যারা ছিল আমাদের মা এবং খালাদের সাথী সঙ্গিনী। তারা সবাই পড়তে জানতেন, তাদের মধ্যে এমন কতক ছিলেন যারা (আরবী এবং উর্দু ছাড়া) পারসী বইও পড়তে শিখেছিলেন। আমি নিজে গুলিস্তাঁর কতক ছবক আমার মার কাছে পড়েছি। তা ছাড়া পারসীর প্রাথমিক পাঠের অধিকাংশ কেতাবের ছবক তাঁকে শুনাতাম।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়ে হচ্ছে তারা যারা ছিল আমার সম বয়স্কা ভগ্নি সম্পর্কিতা। ঘরেই তারা শিক্ষা পেতেন। তাদের শিক্ষার যে তরীকা আমি স্ব চক্ষে দেখেছি তা হচ্ছে এই ঃ

নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যে যারা ছিল অপেক্ষাকৃত অধিক সম্মানীয় এবং যাদের অবস্থা ছিল স্বচ্ছল তাদেরই একটি ঘর শিক্ষাদানের জন্য নির্বাচন করা হ'ত। খান্দানের সমস্ত মেয়ে সেই ঘরে একত্রিত হত। সেই পরিবারের নারীদের মধ্যে যিনি থাকতেন মান মর্যাদায় সকলের সেরা তিনিই সকল ছাত্রীর তত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতেন।

বলা বাহুল্য তিনি হ'তেন কারোর মা, কারোর বা নানী, কারোর বা খালা, কারোর বা মামানী অথবা কারোর ফূফী। তাদের শিক্ষা দানের জন্য কতিপয় শিক্ষিকা নির্বাচন করা হ'ত। সেই পরিবারের অধিকর্ত্রী এবং বেশী বয়সের অন্যান্য শিক্ষিতা মেয়েদের সহ উক্ত শিক্ষকগণ ছাত্রীদের শিক্ষা প্রদান করতেন।

মকতবের জন্য বাড়ীর যে অংশটি নির্বাচন করা হ'ত সেটা সর্বদা বাড়ীর দালানের একটা অংশই হ'ত। শ্রেণীকক্ষে তক্তা বিছিয়ে তার উপরে অতি পরিষ্কার ফরাস পাতা হ'ত। সব মেয়ে তার উপর বসে পড়াশুনা করত—শিক্ষিকারা পড়াতেন। সেই ঘরের গণ্যমান্য মহিলারা মাঝে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মাঝে সেই শ্রেণীকক্ষে গিয়ে হাজির হ'তেন এবং পড়াশুনার অগ্রগতি লক্ষ্য করতেন। তাঁরা কোন কোন মেয়েকে নিজেরাও কালে ভদ্রে পড়াতেন। ঐ সব মেয়েদের মধ্যে এমন কেও কেও আজও বেঁচে আছেন—যারা মেশকাত শরীফ, হিসনে হাসীন এবং চল্লিশ হাদীসের কেতাব সমূহ স্বচ্ছন্দে এবং নির্ভুল পড়তে পারেন।

তৃতীয় পর্যায়ে মেয়ে হচ্ছে তারা যারা ছিল আমার দৃষ্টিতে বাচ্চা—নেহায়েত শিশু; এখন তারা বড় হয়েছে। এদের শিক্ষা তো আমার চোখের সামনেই সম্পন্ন হ'ল। আমার সহোদর বোনের একটি দালান গৃহ এজন্য মক্তবরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। আত্মীয় স্বজনদের মধ্যেই একদল মেয়ে সেখানে জমা হয়ে প'ড়ত। আমার ভগ্নিপতি ছিলেন অত্যন্ত বুযুর্গ লোক—তিনি মেয়েদের লেখা পড়ার তত্বাবধান করতেন। এখানে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, পূর্ব যুগের মেয়েরা শুধু 'পড়াই শিখতেন লেখার প্রতি তাদের কোন খেয়াল ছিল না। কিন্তু এই তৃতীয় পর্যায়ের মেয়েদের মধ্যে কারো কারোর পড়া ছাড়া লেখার প্রতিও আগ্রহ জাগ্রত হয়েছিল।

আমার নানার আপন ভাই প্রতিদিন কিম্বা এক দিন পর পর মক্তবে আসতেন। যে সব মেয়ে ফারসী লেখা শিখতেন তিনি তাদের লেখার সংশোধন করে দিতেন। আরবী লেখার সংশোধন করতেন আমার আপন ভগ্নিপতি।

সকাল থেকে আহারের সময় পর্যন্ত পড়া-শুনার কাজ চলতে থাকত। আহারের সময় হয়ে এলে পড়ার বিরতি হ'ত। সব ছাত্রীই গৃহকর্ত্রীর সঙ্গেই খানা খে'ত। আহারের পর থেকে যোহরের সময় পর্যন্ত ছাত্রীরা সিলাই, শীবন শিল্প এবং গৃহস্থালীর অন্য কোন কাজ শিক্ষায় কাটিয়ে দিত। যোহরের সময়ে সব মেয়ে নামায আদায় করত। অতঃপর আছর পর্যন্ত আবার লেখাপড়ায় ব্যাপৃতা হ'ত। 'আছরের পর ছুটি হ'ত, তখন তারা ডুলিতে চড়ে যার যার গৃহে ফিরে যেতো।

জুমার দিনটি হ'ত মেয়েদের জন্য সবচেয়ে বেশী চিত্তাকর্ষক। সকাল হ'তে না হ'তেই মেয়েরা মক্তব বাড়ীতে আসতে শুরু করত এবং সকলে মিলে মিশে ছোট ছোট হাঁড়ি পাতিলে বিভিন্ন ধরণের আহার্য প্রস্তুত করত। আমাদের অঞ্চলে এ খানাকে বলা হয় হুণ্ড-কুলিয়াহ্। মেয়েদের মধ্যে একজন হত মেযবান আর সব মেয়ে তারই পরিবেশিত খানা খেয়ে হ'ত পরিতৃপ্ত। কোন কোন সময় নিজেদের সমবয়স্ক ছেলেদেরকেও উক্ত মেয়েরা নিমন্ত্রণ করে খাওয়াত।

মোট কথা মেয়েদেরকে সেই সব বিষয়ই পড়ান এবং শিখান হ'ত যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রয়োজন। এ ছাড়া খান্দানের ঐতিহ্যিক আচরণবিধি, রীতি নীতি এবং আদত অভ্যাসও শিক্ষা দেওয়া হ'ত। আজকাল ইউ-রোপের অন্ধ অনুকরণে পাঠ্য-তালিকায় যে সব বিষয় ঢুকাবার চেষ্টা চলেছে তাদের শিক্ষা তালিকায় সে সবের কোন প্রবেশাধিকারই ছিল না। ইউরোপ আমেরিকার সামাজিক অবস্থা ও জীবন পদ্ধতির বিবেচনায় হয়ত সেখানে ঐ সব বিষয়ে পড়ানর প্রয়োজন অনুভূতি হচ্ছে। কারণ এটা সম্ভব যে, ঐ সব দেশের মেয়েরা পোষ্ট মাষ্টার, টেলিগ্রাম মাষ্টার অথবা পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার আশা রাখে। কিন্তু ভারতবর্ষে সে জামানা এখনও আসে নি—শত শত বছর পরেও আসবে বলে আমি মনে করি না।

কাজেই অতীত যুগে মেয়েদের (মা ও গৃহিনী হওয়ার) জন্য যে ধরণের শিক্ষার প্রয়োজন ও ফলপ্রদ ছিল আজও সেই শিক্ষারই প্রয়োজন রয়েছে এবং তাই তাদের জন্য কল্যাণপ্রদ। আর

(১৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

মুগ্ধ চিত্ত

অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান এম, এ, এম, এম

নবুয়তের পঞ্চম বছরের শেষাংশের কথা। মক্কাবাসী কুরাইশদের অমানুষিক নিপীড়ন দৃশ্য দেখে মহানুভব রাসুলের কোমল প্রাণ দুঃসহ ব্যথায় কেঁদে উঠলো। তাই তিনি প্রিয় শিষ্যদের মুল্‌কে হাবাশে আশ্রয় নিতে উপদেশ দিলেন। প্রিয় হযরতের (দঃ) উপদেশবাণী শিরোধার্য ক'রে সর্বপ্রথম পঞ্চদশ নরনারী আত্মীয় স্বজন, স্বদেশ ও স্বজাতির মায়া মমতা কাটিয়ে দুর্গম অজানা দেশে হিজরাত করার প্রস্তুতি নিলেন। সুখ-শান্তিপূর্ণ আবাসভূমি থেকে আঁ হযরতের (দঃ) সর্বহারা অনুচরবৃন্দ আজ রিক্ত হস্তে বিদায় নিচ্ছেন এ দৃশ্য তাঁর অন্তরকে যেন শত বৃশ্চিক দংশন-যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত করলো। প্রস্থানরত ভক্তেরা তাঁদের সুখ স্মৃতি-বিজড়িত মাতৃভূমির মায়া কি করে ভুলবেন? গত জীবনের কত কথা, কত স্মরণীয় ঘটনা তাঁদের চোখের উপর মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। পবিত্র মক্কার এই গিরিকন্দর, খর্জ্জুর-বীথি, এই নিকুঞ্জবন, পার্বত্য নহর আর ঐ দিগন্তবিস্তৃত মরুবালুকা—সবাই যেন তাঁদের অন্তরে মমতার নীড় বেঁধেছে। এর প্রতি ধূলিকণা, প্রতিটি কঙ্কর আর প্রতিটি পশু পাখীই যেন তাদেরকে মায়া মমতার অটুট বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে। এ স্থান ত্যাগ করতে তাই তাঁদের হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়ে যাচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। ঐ আকুল আহ্বানে সাড়া যে দিতেই হবে।··· ··· ··· ···ওরে আয়। ···মহাসিন্ধুর পার হতে ঐ ডাক তোর শোনা যায়। কাফেলা তার যাত্রাপথে বেরিয়ে পড়লো। কর্মক্লান্ত দিবাকর যাত্রীদলের পশ্চাদ্দেশে তাঁর শেষ রশ্মি বিকীরণ করতে করতে পশ্চিম দিক চক্রবালে এলিয়ে পড়লো। সেই সুদীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনী বড়ই মর্মান্তিক, বড়ই হৃদয়-বিদারক। কিন্তু তবুও ধর্মরক্ষার্থে সর্বপ্রথম এই বাস্তুত্যাগীদের অপূর্ব সহিষ্ণুতা, অক্লান্ত্রম ও অগাধ ধর্মবিশ্বাসের কাছে সকল বাধা বিপত্তি নতি স্বীকার করলো। অবশেষে জিদ্দা বন্দরে উপনীত হয়ে আবিসিনিয়া-গামী একখানি জাহাজ পেয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁরা অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিলেন।

তখন মুল্‌কে হাবাশ ন্যায়ের দেশ, বিচারের দেশ, সে দেশে অন্যায় নেই, অবিচার নেই, নেই নির্য্যাতন। তাই সেখানে পৌঁছে তাঁরা ন্যায়পরায়ণ খৃষ্টান সম্রাট নাজ্‌জাশীর কাছে যেন শান্তির নীড় খুঁজে পেলেন, স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্লেন এবং রাজ-সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় পেতে লাগলেন। এদিকে কুরাইশদের অবিশ্রান্ত নিগ্রহ কিন্তু অব্যাহত গতিতে চলতেই থাকলো। তাই এতে অতিষ্ঠ হয়ে কিছুদিন পর জা'ফর তাইয়ারের অধীনে হিজরাত করতে উদ্যত হলেন স্বদেশ বিতাড়িত আরও অনেকে। সমুদ্রের উত্তাল তরংগমালা, নীলনদের খরস্রোত, দুর্গম পার্বত্যপথ,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বন্ধুর মালভূমি এই যাত্রীদলের যাত্রাপথে কত দুরতিক্রম্য বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি করেছিলো তা বলে শেষ করবার নয়। তদুপরি, স্থলপথে স্থানে স্থানে দুর্দ্ধর্ষ পার্বত্য জাতিগুলিও আবার উপর্য্যুপরি আক্রমণ করতে এতটুকু কসুর করেনি। উপকূল ভাগের অসভ্য পাহাড়ীরা প্রাকৃতিক বাধা বন্ধনের সংগে পাল্লা দিয়ে যাত্রীদের প্রাণ সংশয় করে তুলেছিলো। দীর্ঘদিন এই অমানুষিক পরিশ্রমে, অনশন অর্দ্ধাসনে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় জা'ফর তাইয়ার(১) ও তাঁর সংগীরা দুর্লংঘ্য বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে হাবাশ রাজ্যে এসে উপনীত হলেন। অকস্মাৎ এই আগমন সংবাদে তাঁদের পূর্ববর্তী উদ্বাস্তুরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে তীরবেগে ছুটে আসলেন কোলাকুলি করার জন্য। কিন্তু নবাগত মুহাজেরদের শীর্ণদেহ, ক্লিষ্ট মুখাবয়ব, রুক্ষ ও মলিন বসন দেখে তাদের কোমল প্রাণ বেদনায় ভরে উঠলো। কিন্তু এ মর্মবেদনা তাঁদের বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না! কারণ মহামান্য নাজ্জাশী স্বয়ং তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন এবং রাজকীয় মেহমান হিসেবে সর্ববিধ সুযোগ সুবিধা ও শান্তির সাথে বসবাস করার যথাবিহিত ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু অপরপক্ষে এই সংবাদ মক্কার কুরাইশদের বড় বিচলিত ক'রে তুললো। দেশ তাড়িত নওমুসলিমরা বিদেশ বিভূঁয়ে গিয়ে সুখ শান্তির আশ্রয় পাবে, প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, তারা এ কোন্ প্রাণে সহ্য করবে? তাই প্রতিহিংসা-পরায়ণ কুরাইশদের প্রতিনিধি হিসেবে আবদুল্লা বিন আবি রাবিয়াহ ও আমর ইবনুল 'আস লোহিত সাগর পার হয়ে, পর্বতসংকুল মুল্‌কে হাবাশের রাজ দরবারে ত্বরিত গতিতে উপনীত হল। সেখানে গিয়ে প্রথমেই তারা সভাসদবর্গকে মূল্যবান উপহার দ্বারা বশীভূত করতে চেষ্টা করলো; খৃষ্টান পুরোহিতদের এই বলেও তারা ক্ষেপিয়ে তুললো: "পলাতক মুসলমানরা যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে অত্যন্ত জঘন্য ধারণা পোষণ করে; তারা যীশুকে 'খোদার বেটা' বলে স্বীকার করে না; অতএব তারা শুধু যে খৃষ্টানদের পরম শত্রু তাই নয়: তারা খৃষ্টধর্মেরও স্পষ্টবিরোধী ও উচ্ছেদ প্রয়াসী—"। এ ভাবে তারা নবাগত মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানাবিধ কাল্পনিক কুৎসা রটনা তথা ইসলাম ধর্মের প্রতি অযথা নিন্দাবাদ দ্বারা নাজ্জাশীর ক্রোধসঞ্চার ও বৈরীভাব উদ্রেক করতে চেষ্টার ত্রুটি করলো না। রাজা নাজ্জাশীকে তারা বারংবার অনুরোধ জানাতে লাগলো যে, তাঁর রাজ্যে পলাতক মুসলমানদের বাস করার অনুমতি না দিয়ে যেন তাদেরই হাতে পুনরায় সমর্পণ করে দেয়া হয়। কিন্তু হাবাশ নৃপতি হঠাৎ করে এমনভাবে আশ্রিত অতিথিদের ফিরিয়ে দেবেন কেন? তাই তিনি মুসলমানদিগকে অমাত্যবর্গ পরিবেষ্টিত প্রকাশ্য রাজদরবারে আহ্বান করে প্রাচীন ধর্মমতের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে জা'ফর তাইয়ার পৌত্তলিক ধর্মের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস এবং ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বল্লেন:

"হে রাজন! আমরা ছিলাম অজ্ঞ ও নানাপ্রকার

(১) তাইয়ার আরাবী শব্দ; এর অভিধানিক অর্থ উড়ন্ত। মুতার যুদ্ধে জা'ফরের হস্তদ্বয় শত্রুদ্বারা কর্ত্তিত হওয়া সত্বেও তিনি রণে ক্ষান্ত দেন নি। বরং ইসলামী ঝাণ্ডা দাঁতে আঁকড়ে ধরে অকাতরে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছিলেন, "আল্লাহ পাক! জা'ফরের এই কর্ত্তিত হস্তদ্বয়ের পরিবর্তে তাঁকে দুটো ডানা দান কর! যদ্বারা তিনি বেহেশতের নন্দন কাননে যেখানে ইচ্ছা উড়তে সমর্থ হবেন।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জড়পদার্থের পূজারী, কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের মোহে নানা দেবদেবীর মূর্তি ও প্রস্তর পূজায় ছিলাম মত্ত, তাছাড়া গাছপালা, পাহাড়-পর্বত এবং মাটির ঢিবিকেও দেবতা মানতাম। নৈতিকতা বলতে আমাদের কিছুই ছিল না। ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ, পরপীড়ন ইত্যাদি ছিল আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক অপ কর্ম। মৃত পশুর মাংস আমরা নির্বিকার চিত্তে ভক্ষণ করেছি, নরনারীর শ্লীলতা নষ্ট করেছি আর অকারণে পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করে মরেছি। পুত্র সন্তান লাভের আশায় উৎফুল্ল হয়ে আপর স্ত্রীকে পরের অঙ্কশায়িনী করতে একটুও কুণ্ঠিত হইনি; অনিশ্চিত কলঙ্ক আশঙ্কায় নিজের ঔরসজাত কন্যাকে জীবন্ত মাটিতে প্রোথিত ক'রেছি। পাছে কন্যার করুণ চিৎকারে অন্তরে স্নেহের উদ্রেক হয়, এই ভয়ে কর্ণদ্বয় বন্ধ রেখেছি। শক্তিশালী ও বিত্তশালীরা চিরদিন দুর্বলের প্রতি অত্যাচারের ষ্টিমরোলার চালিয়েছে নিতান্ত অকুণ্ঠ চিত্তে।

এই দুর্দিনে—এই চরম নিপীড়ন ও অন্ধকারময় যুগে যথার্থ কল্যাণ ও মুক্তির সন্ধান দিতে, সত্যের বিমল আলোকে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করতে আঁধারের পর প্রভাত সূর্য্যের ন্যায় উদয় হলেন আমাদের মাঝে প্রিয় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। তাঁর বংশগরিমা, তার ন্যায়নিষ্ঠা, তাঁর মহানুভবতা, তাঁর চরিত্রের ঔদার্য্য আজ সর্বজনবিদিত ও দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট; তিনিই আমাদের পাথর পূজার অসারতা বুঝিয়ে এক অদ্বিতীয় আল্লার উপাসনা করতে শেখান; ব্যভিচার, অত্যাচার অনাচার থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেন। এতিমের মাল আত্মসাৎ, সতী সাধ্বী রমণীর নিষ্কলুষ চরিত্রে কলঙ্কের কালিমা লেপন ইত্যাদি ধর্ম বিগর্হিত কর্মকে পরহেয করতে বলেন। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে, ব্যথিত, পীড়িত ও আর্তের সেবা করতে, সর্ব প্রকার কলুষতা হতে মনকে পবিত্র রাখতে, পরস্বাপহরণ, নারীর সতীত্ব হরণ ও পরের অনিষ্ট সাধন থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকতে তিনি বিশেষভাবে আদেশ করেন।

এই ভাবে সাম্য, মৈত্রী, একতা, শৃংখলা, সেবা, প্রেম ইত্যাদির পরিবর্তে যখন মানুষে মানুষে শত-প্রকারের ভেদাভেদ ও বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছিলো, ভায়ে ভায়ে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে দাংগা বিদ্রোহ বাঁধিয়ে মর্ত লোককে নরক কুণ্ডে পরিণত করা হয়েছিলো, মানুষকে তার নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, নারীহরণ নারী নির্য্যাতন ও অন্যান্য শতপ্রকার যৌন অনাচার দ্বারা মানুষের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেংগে চুরমার করে দেয়া হয়েছিলো; এমন সময় আল্লার নবী (দঃ) নারী পুরুষদের সমান অধিকার দান করে বলেন: "নারী—পুরুষের ভোগ বিলাসের সামগ্রী নয়—তার সুখ দুঃখের ভাগিনী, জীবনের যাত্রাপথে চিরসংগিনী।" আজ তাঁর এই উদাত্তবাণী মরুবাসিনী নির্য্যাতিতা অবলা নারীদের কোমল প্রাণে জাগিয়ে তুলেছে এক অপূর্ব অনুপ্রেরণা, আত্মচেতনা ও আত্ম-মর্য্যাদা আর এনে দিয়েছে তাদের মধ্যে স্বাবলম্বিতা, কর্মস্পৃহা ও কর্তব্যবোধ; পুরুষ ভুলে গিয়েছে নারীকে নিপীড়নের কথা, জালেম ভুলে গিয়েছে মযলুমের উপর যুলম ও শোষণের কথা।

আমরা সেই মহাপুরুষকে বিশ্বাস করেছি, অনুসরণ করেছি, তাঁর উপদেশাবলী সিরোধার্য্য করেছি। ধর্মের উজ্জ্বল আলো আমাদের মনের সকল গ্লানি, কালিমা ও অবসাদকে দূর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করে আমাদের অন্তরকে করেছে আজ বিশুদ্ধ বিধৌত। গতজীবনের দুষ্কর্মগুলোর কথা মনে পড়লে আজও অনুশোচনায় আমাদের হৃদয় দগ্ধিভূত হয়। মহারাজ! এই কি আমাদের অপরাধ? পূর্বপুরুষদের সকল ভ্রান্ত বিশ্বাসকে পরিহার করে কুসংস্কারের মায়াজাল কেটে মুক্ত হয়েছি। সত্য সনাতন ধর্মের আশ্রয় নিয়েছি,—যে সত্যকে প্রচার করতে গিয়ে আমাদের মহানবী কুরাইশদের পাশবিক অত্যাচারে অহঃরহ জর্জ্জরিত হয়েও পর্বতের ন্যায় অটল রয়েছেন। তাঁর দেশবাসী কতভাবে কত অত্যাচার আর কত নির্য্যাতনই না করেছে, এমনকি তাঁর পবিত্র দেহে অস্ত্রাঘাত হানতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি, কিন্তু তবুওতো আমাদের মহাপ্রাণ রাসুল (দঃ) তাদের বিপক্ষে একদিনের তরেও একটি অভিশাপ বাক্য উচ্চারণ করেননি। মহানুভব নরপতি! ন্যায়ের পথে চলেছি বলেই কি আমাদের অন্যায় হয়েছে?

আমাদের পুনঃরায় প্রস্তর পুজায় ফিরিয়ে দিতে, অজ্ঞতার নিবিড় তিমিরে ডুবিয়ে দিতে এই কুরাইশরা কত উৎপীড়ন আর কত নির্মম অত্যাচারই না করেছে আমাদের প্রতি! এই অত্যাচারের মাত্রা সহনসীমা অতিক্রম করলে, প্রাণভয়ে বাস্তুভিটা ও স্ত্রীপরিজন ছেড়ে আপনার রাজ্যে আশ্রয় নিলাম—যে রাজ্যে প্রজারা নিরবিছিন্ন সুখ ও অনাবিল শান্তিতে বাস করে। স্বদেশে আমাদের জীবন এতদূর বিষময় ও দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিলো যে, আমাদের দেহের প্রহারজনিত ক্ষতচিহ্নগুলি আমরণ সেই করুন অত্যাচার কাহিনীর সাক্ষ্য বহন করবে। মহামান্য ভূপতি! আমরা জানি, এ রাজ্যে অন্যায় নেই, অবিচার নেই, ধর্মাচরণে বিঘ্ন নেই। জানি মহাপরাক্রমশালী নাজ্জাশী পরম দয়াবান, ন্যায়বান, প্রজাপালক, প্রজারঞ্জক ও আশ্রয়দাতা। সেই জন্যই এ রাজ্যে আমরা আশ্রয় প্রার্থী। মহান আল্লাহ আপনার মংগল সাধন করুন!"

জাফরের এই প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা শুনে সবাই নির্বাক, নিস্তব্ধ, বিস্ময়বিমুগ্ধ। কারো মুখ দিয়ে কথা সরলোনা। সম্রাটই প্রথমে এই নিস্তব্ধতা ভংগ করে বল্লেন: "তোমাদের রাসুলের (সঃ) প্রতি আল্লার যে কালাম নাযিল হয়েছে তার খানিকটা আবৃত্তি করে শুনাও দেখি।" জাফর তখন সুরা মারিয়াম থেকে যিশুখৃষ্টের জন্ম সংক্রান্ত কতিপয় আয়াত পাঠ করে শুনালেন। কুরআনের এই সুললিত বাণীসমূহের সুরধ্বনিতে রাজা নাজ্জাশীর অন্তর অপূর্ব আবেগে ভরপুর হয়ে উঠলো—তিনি মুগ্ধ হলেন। ইসলামের অনাবিল সৌন্দর্য্য ও শাশ্বত সত্য তাঁর চোখে মুখে ঝল মল করে ফুটে উঠলো। গণ্ডস্থল প্লাবিত করে তাঁর শুভ্র শ্মশ্রুরাজি ভিজিয়ে ছুটে চললো অনর্গল অশ্রুধারা। সভায় উপস্থিত পাদ্রীগণও সেই অশ্রুপ্রবাহে অধীর হয়ে উঠলেন। ক্ষণ পরে রাজা আঁখি মুছে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বল্লেন: "মুহাজিরগণ! সুখী হলাম যে, তোমাদের ও আমাদের ধর্মের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই, যিশুখৃষ্টের বাণী যেখান থেকে এসেছে এ বাণীও ঠিক সেখান থেকেই এসেছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (দঃ) বাইবেলে উল্লিখিত সেই শান্তিবাহক আখেরী নবী। তোমরা এখানে নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করো। রাজা নাজ্জাশীর ধড়ে প্রাণ থাকতে কেউ তোমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না"

অতঃপর তিনি আবদুল্লাহ ও আমরের দিকে আঁখিপাত করে বললেন, "কুরাইশ দূতগণ! তোমাদের আমি দ্বিধাহীন চিত্তে জানিয়ে দিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চাই যে, আশ্রিত মুসলমানদের আমি কিছুতেই তোমাদের হাওয়ালা করে দেব না, তোমাদের উপহার নিয়ে তাই অবিলম্বে দেশে ফিরে যাও।" দুর্বার অপমান, ক্ষোভ ও দুঃখে তারা মুহ্যমান হয়ে পড়লো। লজ্জায় অধোবদন হয়ে কাউকে আর মুখ দেখাতে পারলোনা। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তাই তারা পরদিন হতাশ-প্রাণে আবিসিনিয়া ত্যাগ করলো।

সভাসদগণের মিথ্যা সমর্থন ও তোষামোদেও রাজা অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন, তাই তাদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ হেনে বল্লেন: "রাজপুরোহিত! শুধু ধর্মের আবরণই পরেছো, তার বিমল জ্যোতির সন্ধান পাওনি!

রাজা নাজ্জাশীর মনে এই অদ্ভুত পরিবর্তন এ অপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হল কিসের মোহে ও কেন???

এই কেনর উত্তর শুধু একটি:—

পবিত্র কুরআনের মনোমুগ্ধকর বাণী শ্রবণে স্বভাবতই মানুষের মনে একটা অপূর্ব ভাবাবেগ ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তাই এর অসাধারণ সম্মোহনী শক্তি রাজা নাজ্জাশীর প্রাণেও প্রভাব বিস্তার করতে ছাড়েনি।

ইতিহাস পাঠে আমরা আরও জানতে পারি যে, তিনি গোপনে গোপনে নাকি ইসলাম ধর্ম-গ্রহণ করেছিলেন। রাসুলে করীম (দঃ) তাই তাঁর মৃত্যুর পর মদীনার মসজিদে গায়েবানা জানাযা পড়েছিলেন।

www.ahlehadeethbd.org

হাদীস অনুসরণ
ও
মজহাব

শামছুল হক (আল মাহমুদ)
অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ম—মোল্লা জিওনের একটি উক্তির(১) নকল করে আমি এর জবাব দিচ্ছি :—সকলেই যখন হাদীসের উপর আছি, তখন তোমার এক 'সেট' (মজহাব) ছেড়ে অন্য 'সেট' (মজহাব) অবলম্বন করার কি যুক্তি থাকতে পারে ?

হা· কোনই যুক্তি নাই, কিন্তু তাতে তোমার আপত্তি কি ?

ম· আপত্তি এই যে তুমি তোমার খেয়াল খুসী মাফিক কাজ করছ।

হা· খেয়ালখুসী মাফিক কাজ করা মানে ত মন যাতে আনন্দ পায় তাই করা, নয় কি ?

ম· তা বটে।

হা· কেউ যদি নামাজ পড়েই আনন্দ পায় ? সুন্নাহ্‌র অনুসরণ কি সব সময়ই একটা নিরানন্দময় ব্যাপার ?

ম—কিন্তু তুমি ত ঠিক সুন্নাহ্‌র অনুসরণে আনন্দ লাভ করার জন্য মজহাব পরিবর্তন করছ না, করছ আসলে কোন সুবিধার জন্য। যেমন হানাফী মজহাব ছেড়ে হাম্বলী হচ্ছ—বিত্‌র তিন রাকাতের স্থলে এক রাকাত পড়ার জন্য। You cannot take religion as a matter of expediency.

হা· এটাকে তুমি দোষণীয় বলছ, আর ঠিক এটাই আমার মজহাব পরিবর্তনের কারণ। হাদীছ যদি আমাকে কোন সুবিধা দেয়, তা আমি ভোগ করতে চাইলে, আমাকে বাধা দেয় কে ? অবস্থা বিশেষে স্বয়ং রসূলুল্লাহও (দঃ) অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থা অবলম্বন করতেন(২) এবং অন্যদেরও উভয় সঙ্কটের মধ্যে সহজটি অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এমন কি হতে পারে না যে, কেহই কোন বিশেষ জরুরী কারণ বশতঃ কোন দিন বেশ গভীর রাত্রি পর্যন্ত এশার নামায পড়তে পারে নাই ; পরিশ্রান্ত অবস্থায় বাড়ী

(১) "A change of creed becomes then only defensive (or obligatory) when it becomes manifest to him that his former creed is false But persons of all (four) sects are unanimous in saying that all these four sects are true (none being false). So there is no reason for him to change and thus he falls into that which he denied—Tafsir-i-Ahmadi of Mulla Jiwan as quoted in 'Two decisions on the right of Ahl-i-Hadis (Wahabis) to pray in the same mosque with the Sunnis" (P 25)'.

(২) যখনই হুজুর (দঃ) কে দুই পন্থার যে কোন একটি পছন্দ ও গ্রহণ করার এখতেয়ার দেওয়া হইত তিনি সর্বদাই সহজটাই অবলম্বন করিতেন, যদি না তাহার ভিতর কোন দোষত্রুটি থাকিত'—বঙ্গানুবাদ শামায়েলে তিরমিযী মৌলানা ফজলুল্লাহ, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৭।

www.ahlehadeethbd.org

ফিরেছে, সে অবস্থায় নামাজ আদায় করা তার পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে অবস্থায়ও কি তুমি তাকে এক রাকাত বিতর পড়ার অনুমতি দিবে না? নবী (দঃ) বলে গেছেন যে, "ধর্ম সহজ; যে ইহাতে কঠোরতা অবলম্বন করে, ইহা তাহাকে অবিভূত করিয়া ফেলিবে" (মিশকাত)।

সর্বোপরি স্বয়ং রসুলুল্লাহই (দঃ) ত এক রাকাত পড়ার রীতিটা দেখিয়ে গেছেন। সুতরাং তোমার এই আনিত যুক্তির আক্রমণ হতে তিনিও রেহাই পান না। যাকে তিনি বাধ্যতামূলক করেন নাই, তাকে তুমি ফরজের পর্য্যায়ে নিয়ে যাচ্ছ কোন্ ক্ষমতার বলে? নবী ব্যতীত কারও কি সে অধিকার আছে? কোন এক বেদুঈন আরব একবার তাঁকে তাঁর করণীয় কর্তব্যগুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তার নিকট ফরজগুলি বর্ণনা করলেন, আর বল্লেন, এর অতিরিক্ত কিছু করা না করা তার ইচ্ছাধীন। ইহাতে বেদুঈন আরব আল্লার কসম করে বল্ল যে, সে ইহার বেশী কিছু করবে না, কমও করবে না। সে চলে গেলে রসুলুল্লাহ (দঃ) বল্লেন,

"যদি কেহ বেহশ্‌তী লোক দেখিয়া আনন্দ লাভ করিতে চায় তবে এই লোকটিকে দেখুক!" (মশকাত)

বল যে এক রাকাআত পড়ার বিধান হাদীছে নাই! আর তাই যদি বল, তবে হাম্বলী মজহাব পুরোপুরি হাদীছের উপর নাই।—অর্থাৎ চার মজহাব আর বরহক থাকে না।

আমি সুবিধার জন্য মজহাব পরিবর্তন করলাম বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে করলাম ওদিয়ে তোমার কি হবে? তুমি ত দেখবে শুধু আমি সুন্নাহ্‌র গণ্ডীর ভিতর আছি কিনা। হতে পারে হাম্বলী মজহাবকে অধিক ছহী পেয়েছি।

ম—মোল্লা জিওনের অপর একটি যুক্তি নাও :—

"Or he may say, 'my action is not in accordance with Usul which are three, (Koran, Hadis and Ijma) I am not bound to follow any of these Imams" To him we say the very fact that the Usul of shara are three, was first established by Abu Hanifa (and so you are obliged to have recourse to Abu Hanifa). Similarly he will he obliged to seek help from the works of the Imams (in matters of ·).

·· So whithersoever he may try to escape, he is bound to follow (some Imam even for the knowledge of these principles.) —Two decisions on the right of Ahl-i-Hadis···Page 25).

"অথবা সে বলিতে পারে, 'আমার আসল উছুল অনুযায়ী—যাহা সংখ্যায় তিন (কোরান, হাদীস, ইজমা) আমি এই ইমামদের কাহাকেও অনুসরণ করিতে বাধ্য নই।" তাহাকে আমরা এই বলিব যে, শরিয়তের উছুল যে এই তিনটি, ইহা ইমাম আবু হানিফা কর্তৃকই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় (সুতরাং তুমি আবু হানিফার শরণাপন্ন হইতে বাধ্য), অনুরূপ ভাবে তাহাকে (· এসব ব্যাপারে) ইমামদের কেতাবাবলী হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে।

···সুতরাং যে পথেই সে ইমাম অনুসরণ করা হইতে বাঁচিতে চাইবে, সেই পথেই সে দেখিবে যে, সে কোন না কোন ইমামের অনুসরণ করিতেছে (এমন কি এসব নীতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানের জন্য হইলেও)। [সুন্নির সহিত একই মসজিদে, আহলে হাদীসদের (ওহাবীদের) নামাজ পড়িবার অধিকার সম্বন্ধে দুইটি রায়—পৃঃ ২৫]

হা—তা'হলে ত সবাইকে মালেকী হতে হয়।

ম—অর্থাৎ?

হা—'কোরান সুন্নাহ'কে অনুসরণ করতে হবে, এ নীতি আমরা শিখেছি ইমাম মালেকের মোয়াত্তা গ্রন্থ পড়ে—

تركت فيكم امرين لن تضلوا
ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ·

"আমি তোমাদের ভিতর দুইটি দ্রব্য রাখিয়া যাইতেছি। যতদিন পর্য্যন্ত সেই দুইটি দ্রব্য তোমরা মজবুত ভাবে ধরিয়া রাখিবে, ততদিন তোমরা পথ-

www.ahlehadeethbd.org

ভ্রষ্ট হইবে না। —আল্লাহর কোরান ও আমার সুন্নত।"

'কোরান সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে' এ নীতিটা যে স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ)এর প্রদত্ত নীতি এটা বুঝবার মত সহজ বুদ্ধিটুকুও কি তোমাদের থাকতে নাই? এবং এ নীতিটা জীবনে অবলম্বন করা, কোন ইমাম বা অপর কারও অনুমতি সাপেক্ষ নয়।—আর

ম—তা না হয় হল, এখন বল 'ইজমা' সম্বন্ধে।

হা—ছিলাম হানাফী, হয়েছি মালেকী, ইজমার প্রশ্নে হয়ে গেলাম হাম্বলী।

ম—মানে?

হা—মানে ইমাম ইব্নে হাম্বল ইজমা স্বীকার করেন নাই, 'কোরান-সুন্নাহ'কেই যথেষ্ট বলেছেন।

ম—কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন যে, 'আমার উম্মতের সকল লোক কখনই গোমরাহীর মধ্যে একমত হবে না।

হা—তার দ্বারা কি প্রমাণিত হল?

ম—কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী বলেছেন যে, যদি সকল মুসলমান কোন ব্যাপারে ঐকমত হয়ে থাকে, তবে তা মিথ্যা হতে পারে না।

হা—হ্যাঁ,

ম—সুতরাং তোমাকে তা নিশ্চিতরূপে সত্য বলে মানতে হবে, এবং পালন করতে হবে।

হা—হ্যাঁ, তাইত দেখছি! কিন্তু এ উছুল ত আমরা কাজী ছানাউল্লাহ হতে পাচ্ছি, কোন ইমাম হতে ত নয়!

ম—কেন তোমাদের আলেম মওলানা কাফী সাহেবইত স্বীকার করেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী ইজমাকে মেনে নিয়েছিলেন!

হা—যাক, ছিলাম মালেকী, হয়েছি হাম্বলী, এখন হলাম শাফেয়ী।

ম—সুতরাং চার মজহাবই তোমার দেখা হল, বাকী রইল আহলে-হাদীস মজহাব। কিন্তু তা তুমি পারছ না, কেন না এখনই দেখলে কারও না কারও নীতি তোমাকে মানতে হচ্ছে, এটাই হল মোল্লা জিওনের যুক্তির সার।

হা—তা না হয় মানলাম, কিন্তু একবার কি ভেবেছ আমি হাম্বলী থাকতে পারলাম না কেন? আমি শাফেয়ী হয়ে গেলাম এ জন্য যে, ইজমার স্বপক্ষে যুক্তিটা আমার নিকট গ্রহণযোগ্য বোধ হল। কিন্তু যদি তকলীদ করতে রাজী হতাম, তা'হলে আমি হাম্বলীই থেকে যেতাম। কিন্তু কারও নিকট যদি ইমাম ইবনে হাম্বলের যুক্তি মনঃপূত হয়ে যায় তবে—তুমি যখন একবার হাম্বলী মজহাবকে বরহক বলে স্বীকার করে নিয়েছ, তখন আর তাকে ইজমা মানতে বাধ্য করতে পার না।

দেখ রসুলুল্লাহ (দঃ) এর নীতি ব্যতীত আমরা অপর কারও নীতিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে রাজী নই। এই হল আমাদের সার কথা। অন্য যে সব নীতির কথা মোল্লা জিওন উল্লেখ করেছেন, তা যদি কোরান হাদীস মতে সঙ্গতিসম্পন্ন ও যুক্তিযুক্ত হয়, তবে তা অবশ্যই মানব—অন্যথায় নয়।

আর মোল্লা জিওনের এ উক্তিতে মজহাব পরিবর্তন না-জায়েজ এ কথার উল্লেখ নাই।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বহু আলেম বুজর্গ ব্যক্তি মজহাব পরিবর্তন করেছেন, তার জন্য তোমাকে আমি (প্রথম খণ্ড) তরীকায়ে মোহাম্মদীয়ার বরাত দিচ্ছি।

ম—আচ্ছা মজহাব পরিবর্তন না হয় জায়েজ ধরেই নিলাম। কিন্তু আহলে-হাদীসরা ত মজহাবই মানে না, তারা এ মজহাবের কিছু, ও মজহাবের কিছু মানে, একটা জগাখিচুড়ী আর কি!

হা—যাকে বলে একদম খাঁটি কম্বিনেশন।

ম—অর্থাৎ?

হা—তুমি বলেছ, এক একটি মজহাব কতকগুলি অনুশাসন ও অনুষ্ঠানের 'মিশ্রণ': মিশ্রণের ইংরেজী প্রতিশব্দ Mixture (মিক্চার)ও হয়, Combination (কম্বিনেশন)ও হয়। বিজ্ঞানও আবার দুই প্রকার মিশ্রণের কথা বলে। একটাকে বলে Mechanical Mixture (মেকানিকেল মিক্চার)—যৌগিক মিশ্রণ, অপরটাকে বলে Chemical Combination (কেমিকেল কম্বিনেশন)—রাসায়নিক মিশ্রণ। যৌগিক মিশ্রণ হল দুইটা জিনিসকে একত্র করে যে

www.ahlehadeethbd.org

মিশ্রণ হল তাই। তাদের আবার সহজে আলাদাও করা যায়। কিন্তু রাসায়নিক মিশ্রণ শুধু একত্র করলেই হল না—এতে অপর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার (Chemical reaction—কেমিকেল রিয়েকশন) প্রয়োজন আছে। এবং একবার যদি রাসায়নিক ভাবে দুই বা ততোধিক জিনিস মিশ্রিত হয়, তখন আর তাদের সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাদের বিচ্ছিন্ন করতে হলে আর একপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।

ম—যাহা হউক 'রসায়ণ' বলে একটি শাস্ত্র আছে, রাসায়নিক প্রক্রিয়া বলেও একটি প্রক্রিয়া আছে।

হা—তুমি যদি এ জাতীয় একটি কথা বল তজ্জন্যই 'খাঁটি কমবিনেশন' শব্দটি উচ্চারণ করেছি। ধর্মে রাসায়নিক প্রক্রিয়া কাকে বলে তাই বলছি। একবার কোন ছাহাবী রসুলুল্লাহ (দঃ) কে বলেছিলেন, হুজুর আমরা তওরাতের মধ্যে অনেক ভাল ভাল জিনিষ পাই. তা কি আমরা লিখে রাখব? রসুলুল্লাহ (দঃ) তাতে অনুমতি দেন নাই। (মিশকাত)

ওহীর মারফত যা এসেছে তাতে বাড়ান যাবে না, কমান যাবে না, পরিবর্তন করা যাবে না, একটার স্থলে অপরটা দেওয়া যাবে না, কোরানের কিছু, তওরাতের কিছু, বেদের কিছু একত্রিত করে নূতন ধর্ম তৈরী করা যাবে না। কিন্তু তওরাতের কিছু বাদ দিয়ে, তার সাথে ইঞ্জিল যোগ করেই হয়েছিল ইহাঈ ধর্ম, এবং এই মিশ্রণটি হয়ছিল ওহীর দ্বারা। অন্য কোন ভাবে নয়।

কিন্তু এ ব্যতীত আর যা কিছু মিশ্রণ, তা যুক্তির সাহায্যে, 'যুক্তি' শব্দটা এসেছে 'যুক্ত' করা হতে, আর 'যুক্ত' এর মূল হল 'যোগ'—যোগ করে যে মিশ্রণ হয় তাই যৌগিক মিশ্রণ। সুতরাং মজহাব যখন ওহীর মারফত নয়, তখন উহা যৌগিক মিশ্রণ ছাড়া আর কিছু নয়।

তুমি বলছ আহলে-হাদীছরা মজহাব মানে না, ওটা একটা জগাখিচুড়ী, কিন্তু আহলে হাদীছরা মজহাব মানে না কথাটা ঠিক নয়, তারা যে মজহাব মানে তা ছাহাবীদের মজহাব আর ছাহাবীদের জামানার এই জগাখিচুড়ীটাই ছিল। আজিকার মত সুসংবদ্ধ কিছু ছিল না—সুসংবদ্ধ কিছু ত নয়, চারটা Water tight Compartment (ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্ট) পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত আলাহেদা পন্থা। মুসলিম (তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত) একটি ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড মানবগোষ্ঠি (কোরআনে আছে, হাদীছে আছে) তাকে সুসংবদ্ধ করার প্রচেষ্টায় সেই অখণ্ড জিনিষটি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ল চারটি খণ্ডে, নিঃশেষিত হল মুসলমানদের সমস্ত শক্তি, অন্তর্দ্বন্দ্বে ব্যয়িত হল তাদের জ্ঞান গরিমা, একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টায় অল্পই বাকী রইল, অগ্রগতির পথে নূতন কিছু আবিষ্কারের জন্য রুদ্ধ হল তাদের সৃজনী প্রতিভা, পরিষ্কার হল বহুতর শের্ক বেদায়াত ও কুসংস্কার আবর্জনার অনুপ্রবেশের পথ, আর সর্বোপরি সৃষ্ট হল তাদের ধর্মীয় জগতে এক বিরাট বিভ্রান্তি।

ম—তোমার এত বক্তৃতার পূর্বে আমাকে ত একবার 'জগাখিচুড়ী' কথাটার ব্যাখ্যা করার অবসর দিবে?

হ—হাঁ, হাঁ অবশ্যই, অবশ্যই।

ম—ধর হানাফী মতে ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্য্যন্ত জোহরের সময় আর শাফেয়ী মতে ছায়া একগুণ হওয়ার পর হতেই আছরের শুরু সময়। তুমি কোন মজহাবের উপর থাকতে বাধ্য নও, তাই ঐ একগুণ আর দুই গুণের মধ্যবর্তী সময়ে কোন দিন সুবিধা মত পড়লে জোহর, আর কোন দিন পড়লে আছর। তাহলে ব্যাপারটা কি হল?

হা—তাইত, একটা জগাখিচুড়ীই হল। কিন্তু এর কোন্‌টা হাদীছ সম্মত, কোন্‌টা নয়?

ম—দুইটার সমর্থনেই হাদীছ আছে।

হা—তা হলে বুঝতেই পার যে এই জগাখিচুড়ীটাই সুন্নত, উভয় রকমই যখন হাদীছে পাওয়া যাচ্ছে তা হলে বলতে হচ্ছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ মধ্যবর্ত্তী সময়টার মধ্যে জোহরও পড়েছেন আছরও পড়েছেন (অন্ততঃ জোহর আছর উভয় পড়ার সমর্থন ত তার আছে), আমি তার চেয়ে অধিক মোত্তাকী হওয়ার কথা কল্পনা করতে পারি না!

ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

উনবিংশ শতাব্দীর পাক-ভারতে মুসলিম সংস্কার আন্দোলন

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল বারী ডি, ফিল

উনবিংশ শতাব্দীতে পাক-ভারতে যে মুসলিম সংস্কার আন্দোলন সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করে—যে আন্দোলনকে ভ্রান্তি বশতঃ সাধারণতঃ আরবীয় ওয়াহহাবী আন্দোলনের একটি শাখারূপে (১) মনে করা হয় উহার প্রকৃত স্বরূপ এবং এই উপমহাদেশের পরবর্তী ইতিহাসে উহার ভূমিকা ও প্রভাব সম্পর্কে বিগত ১৩০ বছর থেকে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে তীব্র মতভেদ চলিয়া আসিতেছে।

ইউসুফ-জাই অঞ্চলে সমসাময়িক বিদেশী পরিব্রাজকগণ মওলানা সৈয়েদ আহমদ এবং শিখদের বিরুদ্ধে তাঁহার যুদ্ধসমূহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (২) কিন্তু তাহাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত হইতেছে সুয়াত এবং বুনাইর এর আযাদ গোত্রসমূহের ইতিহাস এবং সেই প্রেক্ষিতেই সংস্কার আন্দোলনের প্রাথমিক তৎপরতার বিচার করা হইয়াছে। সমসাময়িক ইংরাজ ঐতিহাসিক Murry (৩) এবং Cunningham (৪) শিখদের বিরুদ্ধে সৈয়দ সাহেবের অভিযান এবং বালাকোটের পার্বত্য প্রান্তরে পরাজয় ও শাহাদৎ বরণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সাধনা ও সংগ্রামের, আদর্শ ও শিক্ষার বৃহত্তর তাৎপর্য তাহারা মোটেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। রণজিৎ সিং (মৃঃ ১৮৩৯) এই আন্দোলনের রাজনৈতিক এবং সামরিক গুরুত্ব ও ফলাফল সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলিয়া মনে হয়। এজন্যই উহার শক্তি-বৃদ্ধির সুযোগ না দিয়া তিনি উহার গতি প্রতিরোধের ত্বরিত এবং দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার সেনাপতিদের মধ্যে বিশেষ দক্ষরূপে যাহারা পরিচিত ছিলেন, তাহারাই সৈয়েদ সাহেবের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সাইদু নামক স্থানে তাঁহার সেনাপতিত্বে শিখদের যে বিজয় লাভ হয় উহার গুরুত্ব এত বেশী ছিল যে, সমগ্র শিখ রাজ্যে মহা সমারোহে আলোক সজ্জা প্রভৃতির মাধ্যমে বিজয়োৎসব পালিত হয় (৫)। তবু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সৈয়েদ সাহেবের মত একজন সুপ্রসিদ্ধ সাধু খলিফা সাহেব (৬) যুদ্ধ বিগ্রহের ন্যায় রক্তক্ষয়ী কাজে কেন আত্মনিয়োগ করিলেন তাহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য শিখ নেতা রণজিৎ সিংও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই (৭)।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে "ব্রিটিশ ভারতের" সহিত পাঞ্জাবের সংযুক্তিকরণের পর, বড় লাট লর্ড ডালহৌসী এই আন্দোলনের সামরিক ফলাফলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। ভারতবর্ষের বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চল সমূহের জন্য এই আন্দোলন আদৌও বিপজ্জনক কিনা এবং হইলে কতদূর আশঙ্কাজনক তাহার বিচার বিবেচনায় তিনি প্রবৃত্ত হন। এই বিচা বিবেচনার পর তিনি নিঃসন্দেহ হন যে, এই আন্দোলনের তরফ হইতে তাহাদের আশঙ্কার কোনই কারণ নাই।

সিত্তানার ধর্মযোদ্ধাদের সঙ্গে পাটনা এবং অন্যান্য স্থানের ওয়াহহাবীদের ষড়যন্ত্রমূলক লৈখিক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যোগাযোগের উপর বোর্ড অব এডমিনিষ্ট্রেশনের রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রেরণকালে (১১ই নভেম্বর, ১৮৫২ খৃঃ) তিনি সীমান্তে সংস্কার-পন্থীদের অবস্থান স্থলে আক্রমণ পরিচালনার প্রস্তাব দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন (৮)। কিন্তু ১৮৫৭ সালের সিপাহী উত্থান এবং উহাতে মুসলমানগণ যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়(৯) তাহা বিবেচনার পর এই আন্দোলনের প্রতি সরকারী মনোভাবে এক সুস্পষ্ট পরিবর্তন সূচিত হয়। সীমান্তের উপজাতিগুলির বিরুদ্ধে পরিচালিত সামরিক অভিযান সমূহের সরকারী ইতিহাস-লেখকের মতে "ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে পাঞ্জাবের সংযুক্তিকরণের পর হইতেই হিন্দুস্থানী ধর্মান্ধগণ ইংরাজ শাসনের পক্ষে এক স্থায়ী বিপদের উৎস এবং পথের কণ্টকে পরিণত হয়।"১০

১৮৬০ হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিচার প্রহসনগুলিতে (5 State trials) —১১ উদ্ঘাটিত তথ্য এবং সংস্কারপন্থীগণের সিন্ধুনদের সীমা পারাইয়া নব উদ্যমে পরিচালিত যুদ্ধ তৎপরতা ইংরাজদের মনোভাবকে কঠোরতর করিয়া তোলে, ফলে তাহারা এই আন্দোলন ও উহার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পূর্ণতর ও গভীরতর মনোযোগ দিতে বাধ্য হন। হাণ্টার এ সম্পর্কে অভিযোগের সুরে বলেন, "শিখ রাজ্যের সীমান্তে সৃষ্ট যে বিশৃঙ্খলা আমাদেরই (স্বার্থসিদ্ধিমূলক) ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি, অথবা নিদেনপক্ষে যে অশান্তি উপদ্রবকে আমরা উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাই তিক্ত অবাঞ্ছিত উত্তরাধিকাররূপে আমাদের উপর আপতিত হইয়াছে।"১২ তিনি এ সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে, "আমাদের প্রদেশ-গুলিতে" ষড়যন্ত্রের এক বহুবিস্তৃত জাল বিছান হইয়াছে। তাহার মধ্যে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের পাহাড়ী অঞ্চল হইতে "গঙ্গা-যমুনা বিধৌত বাঙ্গলার প্রত্যন্ত সীমা পর্যন্ত—বিশাল এলাকাটি অন্তহীন ষড়যন্ত্রের ঘাঁটিরূপ অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খল মালার এক সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে।"১৩

ঠিক এই সময়ে হাইকোর্টের জাষ্টিস মিঃ নরমেনের হত্যাকাণ্ড শাসকবর্গের অনুভূতিকে আরও বিষাক্ত করিয়া তোলে। ফলে প্রকাশ্যেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে থাকে যে, "মহারাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে কি ভারতীয় মুসলমানগণ ধর্মতঃ বাধ্য?"১৪ ব্রিটিশ শাসনের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্যহীনতার অভিযোগ জানাইয়া LONDON TIMES পত্রিকায় পত্রের পর পত্র প্রকাশিত হইতে থাকে। অমুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে মুসলমানগণের জিহাদ করা একটি ধর্মীয় কর্তব্য—এ সম্পর্কিত আলোচনায় বাঙ্গালার প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলির কলাম পূর্ণ হইয়া উঠে।১৫ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের মনোভাবের অভিব্যক্তি স্বরূপ কলিকাতার Hindoo Patriot পত্রিকায় ২রা আগষ্ট, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ এর সংখ্যায় মুসলমানদের প্রতি সরকারী নীতির যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রকাশ্যভাবে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। উহাতে বলা হয়:

The Wahhabis are a far more dangerous sect as one copresent with Muhammadanism, while the Ferazis are a local one. The movement, sprung at the fountain-head of Islam in Arabia, has spread throughout the Mohammadan World. Its missionaries are as numerous and as Zealous as those

www.ahlehadeethbd.org

Contents

of Christianity, its teachings as inimical to the authority of infidel States as that of the Jesuits, and with Jesuitical reserve might be quite as dangerous. The Wahhabis though deemed heterodox, are respected for their austerity by the orthodox who in presence of Wahhabi recklessness seem to be ashamed of their faint-heartedness in keeping in abeyance some of the distinctive tenets of their faith.

অর্থ ঃ "ফারাযীগণ অপেক্ষা ওয়াহহাবীগণ অনেক বেশী বিপজ্জনক সম্প্রদায়। কারণ যেখানে ইসলাম আছে সেখানেই ওয়াহহাবীদের অস্তিত্ব রহিয়াছে। অপর পক্ষে ফারাযীগণ একটি স্থানীয় সম্প্রদায়। ইসলামের উৎস-মূল আরব হইতে এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়া সমগ্র মুসলিম জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহার মুবাল্লিগ বাহিনী খৃষ্টান মিশনারীদের মতই সংখ্যা-বহুল এবং অতি উৎসাহী। জেস্যুইটদের মতই ইহাদের শিক্ষা বিধর্মী রাজশক্তির প্রতিকূল এবং জেস্যুইট-দের ন্যায়ই সাঙ্ঘাতিক বিপজ্জনক ইহারা প্রতিপন্ন হইতে পারে।

ওয়াহহাবীরা যদিও প্রচলিত মতের বিরোধী, তবু প্রচলিত মযহবের অনুসারীদের নিকট তাহাদের কঠোর ধর্মানুরাগ ও কর্তব্য-পরায়ণতার জন্য তাহারা শ্রদ্ধার পাত্ররূপে বিবেচিত। তাহাদের ধর্মের কতিপয় সুস্পষ্ট বিধান—যাহা প্রাচীন পন্থীদের অমনোযোগিতায় অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে, উহার পুনঃপ্রচলনে ওয়াহহাবীদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের মুকাবিলায় তাহাদের দুর্বলচিত্ততার জন্য প্রাচীন পন্থীগণকে লজ্জিত বলিয়াই মনে হয়।"

এই সময় মুসলমান বুদ্ধিজীবিদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাহাদের আনুগত্যের প্রমাণ উপস্থিত করার জন্য গলদঘর্ম হন। ১৬ কিন্তু দুই উপায়ে তাহারা উহা পেশ করার চেষ্টা করেন।

প্রথম. Mohammedan Literary Society of Calcutta এর প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী আবদুল লতীফ সংস্কারপন্থীদের চরিত্রে কালিমা লেপনের পথ বাছিয়া লন এবং তাহাদের উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সমিতির এক সভায় ভাষণ দান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "হতভাগা ওয়াহহাবীদের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, স্বীয় ধর্ম এবং বিবেক কোনটির প্রতিই তাহাদের বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা নাই। নিজেদের স্বার্থগতঃ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই তাহারা সংগ্রামের পথ বাছিয়া লইয়াছে এবং অন্যায় ভাবে তাহাদের ধ্বংসাত্মক কার্যের জাল সর্বত্র ছড়াইয়া দিয়াছে। ধর্মীয় লেবাসের আবরণে পার্থিব সুখ সুবিধা অর্জনই তাহাদের কাম্য। এই ধরণের লোকের ধর্মের প্রতি কি দরদ অথবা রাষ্ট্রানুগত্যের জন্য কি মাথা ব্যথা থাকিতে পারে?" ১৭

কিন্তু অতি ভক্ত সেই মুসলিম সরকারী কর্মচারী—যাহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল ঃ "আল্লাহকে ভয় কর, মানবজাতিকে ভালবাস এবং মহারাণীকে ইয্যত কর"—এবং যিনি এই আন্দোলনের গুরুত্ব হ্রাস করার চেষ্টায় মাতিয়া উঠেন এবং উহার নেতাকে ঘৃণাভরে ভণ্ড বলিয়া মত প্রকাশ করতঃ এই আন্দোলনকে সাবার করিয়া দিতে চান ১৮ আবদুল লতীফ তাহার মত অদূরদর্শী ছিলেন না। তিনি মুসলিম জন-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাধারণের উপর এই আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিলেন। সুতরাং এই "দুষ্ট ওয়াহহাবীদের" মুকাবিলা করার জন্য অধিকতর সূক্ষ্ম এবং কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি সৈয়েদ আহমদ শহীদের প্রাক্তন শিষ্য মওলানা কারামত আলীকে (মৃঃ ১৮৭৩) উল্লেখিত লিটারারী সোসাইটিতে ভাষণ দানের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর উক্ত সমিতিতে ভাষণ দান প্রসঙ্গে মওলানা কারামত আলী নিজেকে অদ্ব্যর্থ ভাষায় জিহাদ-বিরোধীরূপে ঘোষণা করিলেন এবং ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতকে "দারুল ইসলাম" বলিয়া ফতোয়া প্রদান করিলেন—১৯। ঐ একই মর্মে পাক-ভারতের বহু আলেম এবং মক্কার মুফতীগণের নিকট হইতেও ফাতাওয়া হাসিল করা হইল—২০। পরবর্তী ঘটনাবলী এই সাক্ষ্যই প্রদান করে যে, উক্ত লিটারারী সোসাইটীর এবং বিশেষ করিয়া মওলানা কারামত আলীর প্রচেষ্টা অনেক খানি সফলতা লাভ করিয়াছিল। সংস্কারবাদীগণের প্রতি মুসলিম জনসাধারণের সহানুভূতি অপসৃত এবং জনগণ হইতে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া 'এক ঘরে' করিতে তাহারা বেশ খানিকটা সক্ষম হইয়াছিলেন। ফলে অন্ততঃ বাঙলা দেশে ওয়াহহাবীগণ এমন একটি 'ভয়ঙ্কর সম্প্রদায়'এ পরিণত হইল যাহাদিগকে দেখিয়া তাহাদের পুরাতন সহকর্মীগণও ভয় করিয়া চলিত।

আলিগড় আন্দোলনের জনক স্যার সৈয়েদ আহমদ খান—সৈয়েদ আহমদ শহীদ এবং শাহ মোহাম্মদ ইসমাইল শহীদকে "ভণ্ড" বলা দূরের কথা তিনি বরং উভয়ের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাই পোষণ করিতেন। তদোপরি তাহাদের মূল আদর্শ এবং সমাজ সংস্কার মূলক শিক্ষাসমূহের প্রতি তাঁহার দরদ ছিল অকুণ্ঠ—২১। তাই মহৎ-প্রাণ ও নির্ভিক হৃদয় স্যার সৈয়েদ আহমদ খান সংস্কারপন্থী নেতাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন এবং খৃষ্টান শাসক ও মুসলিম প্রজাবৃন্দের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির অবসান কল্পে মিলনের সেতু নির্মাণের কঠিন কাজে নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করেন। লণ্ডনের Times পত্রিকায় লিখিত তাঁহার এক চিঠিতে তিনি বলেন,

"A Wahabi, as far as Mohamedan religion is concerned means nothing more than one who has the most firm and implicit belief in the unity of God, and who has no faith in the supernatural powers of saints, nor in the superstitions which derive no support from true Mohamedanism, but have, somehow or other, obtained credence from different sects. In point of fact a Wahabi is the faithful observer of the injunctions of the Koran and the precepts of the Prophet, and his religious opinions are anything but irrational. I cannot help believing that patient enquiry would show that more than half of the Mohamedan population of India belong to that sect, and yet they are as loyal subjects as it is possible for a foreigner to be."

"ইসলাম ধর্মানুসারে ওয়াহহাবী অর্থ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইহা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, সে এমন এক ব্যক্তি আল্লাহর একত্বের প্রতি যাহার সুদৃঢ় এবং মূলগত বিশ্বাস বিদ্যমান এবং যাহার সাধু সন্ন্যাসী বা ওলি দরবেশের অতি-প্রাকৃতিক ক্ষমতায় আস্থা নাই। সে প্রচলিত কুসংস্কার-গুলিকেও বিশ্বাস করে না—যাহার সহিত প্রকৃত ইসলামের কোনই সম্পর্ক এবং সমর্থন নাই। কিন্তু যেভাবেই হোক উহা মুসলমানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে প্রকৃত প্রস্তাবে ওয়াহহাবী কুরআন মজিদের নির্দেশাবলীর বিশ্বস্ত প্রতিপালক এবং রসূলুল্লাহর (দঃ) সুন্নার অকুণ্ঠ অনুসারক। তাঁহার ধর্মীয় মতবাদ আর যাহাই হোক মোটেই যুক্তি বিবর্জিত নয়। আমার এরূপ বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, ধৈর্য্যের সহিত সন্ধান নিলে জানা যাইবে যে, ভারতের মুসলিম অধিবাসীবর্গের অর্ধেকেরও বেশী এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং তাহারা বিদেশী রাজার প্রতি যতটা অনুরক্ত হওয়া সম্ভব ততটাই বিশ্বস্ত প্রজা—২২। Dr. Hunter এর Indian Musalmans গ্রন্থের সমালোচনায় সৈয়েদ আহমদ খান একথা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে আন্দোলনের প্রাথমিক নেতৃবৃন্দের সম্পর্ক ছিল সৌহার্দপূর্ণ। এমন কি শিখদের বিরুদ্ধে মুজাহিদগণের জিহাদে কোম্পানি তাহাদিগকে সুকৌশলে উৎসাহ প্রদান এবং নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তিনি দাবী করেন, "আমি প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছি যে, Hunter ভারতীয় ওয়াহহাবী জেহাদকে বৃটিশের বিরুদ্ধে পরিচালিত বলিয়া চিত্রিত করিতে চাহিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে শিখদের পরাজয় সাধনই ছিল উহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এমন কি মুলকা এবং সিত্তানার মুষ্টিমেয় বিদ্রোহী ১৮৫৭ সালের পরেও বৃটিশ সরকারকে কিছু উৎপাত করিয়া থাকিলেও সীমান্তের উক্ত উপনিবেশে মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের অবস্থিতি এই কথাই প্রমাণ করে যে, উহা কিছুতেই মুজাহিদ বাহিনীরূপে অভিহিত হইতে পারে না"—২৩।

স্যার সৈয়েদ আহমদ খান নিরপেক্ষ এবং প্রকাশ্য যুক্তিবলে যে কথা প্রতিষ্ঠিত করিতে অংশতঃ সফলকাম হন, সেই একই কথা অর্থাৎ ইংরেজদের সহিত সংস্কারবাদীগণের কোনই ঝগড়া ছিল না এবং তাহাদের জেহাদ কেবল মাত্র শিখদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হইয়াছিল—সম্পূর্ণ অন্য ধাতের এবং উক্ত আন্দোলন ও উহার নেতৃবৃন্দের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত এবং সংশ্লিষ্ট মুন্সি মোহাম্মদ যাফর থানেশ্বরী (মৃত্যু : ১৯০৫) নামক অপর একজন এক ভ্রান্ত পদ্ধতিতে দেখাইবার চেষ্টা করেন—২৪।

এই কাজ করিতে গিয়া তিনি প্রায়শঃ আন্দোলনের নেতাগণের রচনা ও চিঠিপত্র হইতে মন্তব্য সমূহ পূর্বাপর সম্পর্ক বর্জিত অবস্থায় এমন ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহার ফলে আসল বক্তব্যের পরিবর্তে অবাঞ্ছিত বিপরীত অর্থই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আরও অন্যায় কথা এই যে, তাঁহাদের রচনায় যেখানে পরোক্ষভাবেও বৃটিশ শাসনের বিপক্ষে কোন কথা বলা হইয়াছে সেখানেও ইংরাজ শব্দের স্থলে তিনি অবলীলা-ক্রমে "শিখ" শব্দ বসাইয়া দিয়াছেন—২৫। কিন্তু পরবর্তীকালে ইংরাজ সরকারের সীমান্ত যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক ও কূটনৈতিক সাফল্য.— ২৬, আম্বেলা যুদ্ধ (১৮৬৩), মুসলমানগণের উপর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উহার প্রতিক্রিয়া এবং মুসলমানদের প্রতি সরকারী নীতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন—প্রভৃতির ফলে রাজশক্তির প্রতি এই ধরণের আনুগত্য প্রদর্শনের আগ্রহ ব্যাকুলতার কোনই যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিল না। অধিকন্তু আন্দোলনের গতি ধারাই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

অনুবাদঃ **মুহাম্মদ আবদুর রহমান**

টীকা ও প্রমাণপঞ্জী

(১) এই বিষয়ে দেখুন আমার প্রবন্ধ : 'The politics of Sayyid Ahmad Barelwi", Islamic Culture, XXXI, 156—164.

(২) See masson, narrative of various Journeys in Balochistan, Afghanistan and the Punjab (London, 1842) : A. Burnes, Travels into Bokhara, etc. (London, 1834) ; Mohan Lal : Travels in the Punjab, Afghanistan, etc. (London, 1846) ; Shahamat Ali. The Sikhs and the Afghans (London, 1847).

(৩) Origin of the Sikh power in the Punjab etc. ed. H, T. Prinsep (Calcutta, 1834).

(৪) A History of the Sikhs etc, (London, 1849).

(৫) দেখুন দিওয়ান অমর নাথ : : যাফর নামা-ই-রণজিৎ সিং ed. S. R. Kohli (Lahore, 1928), 181 ; লালা সোহানলাল ; উমদাতুত্ তাওয়ারিখ, ২য় খণ্ড (লাহোর, ১৮৮৫), ৩৪০-৩৪১।

(৬) সৈয়েদ সাহেবকে শিখরা এই (খলীফা সাহেব) নামেই অভিহিত করিত। দেখুন : অমর নাথের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ (২), ৩৫০ পৃঃ।

(৭) Masson, (op. cit 1, 144,) observes : Ranajit Singh had a great dread of him ; and I have heard it remarked that he would readily give a large sum if he would take himself off : and it is also asserted that the Maha Raja cannot exactly penetrate the mystery with which the holy Saiyad enshrouds himself."

(৮) দেখুন : Parliamentary Papers, House of Commons, XLIV (1872), paper 161.

(৯) সিপাহী উত্থানে মুসলমানদের ভূমিকা সম্পর্কে দেখুন R. C. Majumdar : The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857 (Calcutta, 1957), 227—229.

(১০) A H Mason in the Journal of the United Service Association XIX (London)), 182

(১১) বিচার প্রহসনগুলি যথাক্রমে নিম্নলিখিত স্থানে অনুষ্ঠিত হয় : (১) আম্বালা, (২) পাটনা, (৩) মালদহ (৪) রাজমহল এবং (৫) পাটনা।

(১২) W. W. Hunter : The Indian Musalmans, reprint (Calcutta, 1945), 13

(১৩) ঐ, ১

(১৪) দেখুন : W. Nassau Lees : Indian Musulmans etc, India office Tract 633. Apparently to answer the question Hunter wrote his book 'The Indian Musalmans : Are they bound in conscience to rebel against the queen ?

(১৫) ঐ, আরও দেখুন Calcutta Review, L 73 ; Hunter, op. cit., 1—2.

(১৬) এই প্রসঙ্গে W. W. Hunter এর এই (উল্লেখিত পুস্তক : পৃষ্ঠা ৩) বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : "....The Muhammadan masses

www.ahlehadeethbd.org

eagerly drinking in the poisoned teachings of the apostles of inssurrection, and a small minority anxiously seeking to get rid of the duty to rebel by ingenious interpretations of their sacred Law"

(১৭) Abstract proce dings of the Mahomedan Literary Society of Calcutta, উক্ত সমিতির ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ২৩শে নভেম্বর বুধবারে অনুষ্ঠিত সভার কার্য বিবরণী।

(১৮) S. M. Latif in the History of the Punjab (Calcutta, 1891), 448. An extra-Judicial Assistant Commissioner, his motto in life was (see p. XVI). "Fear God, love mankind and honour the Empress."

(১৯) দেখুন: উপরোল্লিখিত Abstract proceedings of the meeting.

(২০) ঐ, এবং Hunter: উল্লেখিত পুস্তক Appendices, আরও দেখুন স্যার সৈয়েদ আহমদ খানের "Review on Dr. Hunter's Indian Musulmans (Beneras, 1872), appendices I and II.

(২১) স্যার সৈয়েদ আহমদ খান তদীয় 'আসারুস্ সানাদীদে' মওলানা সৈয়েদ আহমদ শহীদ এবং মওলানা শাহ ইসমাইল শহীদ উভয়ের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি প্রায়ই নিজেকে 'Thrice bitter Wahhabi" রূপে অভিহিত করিতেন। [দেখুন: A. H. Albiruni; Makers of Pakistan and Modern Muslim India (Lahore, 1950), 53, এস. এম, ইকরাম: মৌজ কাউসার (লাহোর, ১৯৪০), ৪৭]। স্যার সৈয়েদ তাঁহার Review on Dr. Hunter etc. গ্রন্থের ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: "Moulavi Ismail was the man whose preaching worked marvels on the feelings of Mahomedans."

(২২) Review on Dr. Hunter etc. (op. cit PP, XXIII—XXIV তে উধৃত Letter to the Times (London, November, 1871).

(২৩) Review on Dr. Hunter, op cit.,21.

(২৪) সাওয়ানিহ্-ই-আহমদী, সুফী প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং লিমিটেড, (লাহোর, নব সংস্করণ) ৭০—৭১।

(২৫) ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত সৈয়েদ সাহেবের চিঠিগুলির (MS Or 6635 Fos 27 and 30) সহিত সাওয়ানিহ্-ই-আহমদী এর ১৭৫ এবং ১৮৯—১৯০ পৃষ্ঠায় উক্ত চিঠির মুদ্রিত নমুনা মিলাইয়া দেখুন।

(২৬) সীমান্ত প্রদেশে ব্রিটিশ নীতির পরিচয় লাভের জন্য দেখুন পাঞ্জাব সরকারের প্রকাশিত—Report showing the Relations of the British Government with tribes in the North West Frontier of the Punjab from annexation in 1849 to August, 1864 (Lahore, 1865). পরবর্তী নীতির জন্য দেখুন: C. C Davies, The Problem of the North West Frontier (Cambridge, 1932).

www.ahlehadeethbd.org

আহলে-হাদীস আন্দোলন ও উহার গোড়ার কথা

[৩১ । ৭ । ৬৬ তারিখে বংশাল জামে মসজিদে সুধী সমাবেশে পঠিত লেখকের উর্দূ প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ]

[এম. মওলা বখশ নদভী]

الحمد لله الذى خلقنا بصورة الانسان وجعلنا المسلمين وعدنا من امة سيد الموسلين واسلكنا علي صراط الموحدين ووفقنا بان نلقب باهل الحديث السلفيين والصلوة والسلام على خاتم النبيين وقائد الطائفة الغر المحجلين؟ وعلى اله واصحابه الذين قضوانحبهم فى سبيل اقامة الدين وبذلوا جهدهم لاحياء سنة الرسول الامين وعلى ورثة العلماء المحققين الذين ابتلوا بالبليات الفاجعة لاماتة البدعات فى اقصى العالمين رضوان الله عليهم اجمعين فاما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم •

قال الله تعالى - شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الخ (سورة شورى ٢ ركوع)

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি আমাদিগকে মানবরূপে সৃষ্টি করিয়া মুসলিম এবং নবীকুল সরদারের উম্মতের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন, মুয়াহ্হিদগণের রাস্তায় পরিচালিত করিয়াছেন, এবং আমাদিগকে সনাতন আহলে হাদীস উপাধি গ্রহণ করার তাওফীক দিয়াছেন আর খাতামুন্নাবীঈন ও কিয়ামতের ময়দানে সমুজ্জ্বল হস্তপদ বিশিষ্ট জামাআতের পরিচালকের প্রতি অসংখ্য দরুদ ও সালাম ও তাঁহার বংশধর এবং সহচর বৃন্দের প্রতি—যাঁহারা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার পথে নিজেদেরকে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন ও রসূলে আমীনের সুন্নতকে পুনর্জীবিত করার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি ব্যয় করিয়াছেন আর রসূলের স্থলাভিষিক্ত ঐ সকল মুহাক্কিক ওলামাবৃন্দের প্রতি—যাহারা পৃথিবীর দূর দূরান্তরে বিদআত বিনাশ কল্পে অকথা বালা মুসীবত বরদাশত করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের ভাগ্যে আল্লাহর রেযামন্দী ও সন্তুষ্টি লভ্য হউক। আউযু বিল্লাহে মিনাশ শায়তানির রাজীম, বিস মিল্লাহির রহমানির রহীম।

আল্লাহ তাআলা ফরমাইয়াছেন, (হে মুসলমান!) "আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীনের ঐসব বিধানই প্রবর্তিত করিয়াছেন যাহার জন্য তিনি নূহকে অসীয়ত করিয়াছেন ও যাহা আপনার প্রতিও অহী করিয়াছি এবং যাহার জন্য ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে অসীঅত করিয়াছিলাম, উহা এই যে—দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং উহার মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করিও না।" (সূরা শুরা, ২য় রুকু)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মাননীয় সভাপতি, ওলামায়ে কেরাম এবং সম্ভ্রান্ত সুধীবৃন্দ!

আস্‌সালামো আলায়কুম!

আমার মত স্বল্প সম্পদ এবং মূলধনহীন ব্যক্তির উপর যে বিষয় বিশ্লেষণের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে তাহা একটা কঠিন বিষয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশদভাবে আলোচনা সাপেক্ষ। যেহেতু এই সীমাবদ্ধ সময়ে উহার সঙ্কুলান হইতে পারে না, তজ্জন্য আমি যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত আকারে উহাকে আপনাদের সহিত পরিচিত করার প্রয়াস পাইব। আপনাদের খেদমতে আরয এই যে, যদি আমি উহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ফুটাইয়া তুলিতে না পারি কিংবা উহার সৌন্দর্য ও মোহনরূপকে ভালভাবে তুলিয়া ধরিতে সক্ষম না হই, তা হইলে আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি কেবল উহার প্রাচীনত্ব এবং উহার অগ্রদূতগণের একটা সাধারণ পরিচয় প্রদান করিয়া উহার সহিত আপনাদের পরিচয় করাইয়া দিব, আমার পূর্ণ আস্থা আছে, ইহা হইতেই আপনারা সঠিকভাবে উহাকে চিনিতে পারিবেন। বুযর্গানে মিল্লত! এটা আমাদের অদৃষ্টের পরিহাস যে, বহু লোক যাহাদের মধ্যে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও আছেন, তাঁহারা আহলে হাদীস আন্দোলন সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নহেন। ইঁহাদের মধ্যে এমন কতক লোকও আছেন যাঁহারা কেবল জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া ইহার প্রতি বিরাগ ভাজন হইয়াছেন আর কতক লোক নিজেদের অত্যন্ত বিদ্বেষ পরায়ণতার চাপে পড়িয়া এই বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করার প্রয়োজন বোধ করেন না। এই বদগুমানী ও নির্লিপ্ততার মনোভাব কেবল পাক-ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে বরং উহা সমস্ত মুসলিম জগতে বিস্তৃত হইয়া আছে, ফলে সমাজের এক দল লোক ইহা হইতে দূরে অবস্থান করিয়া নিজেদের প্রভাবিত জন সাধারণকে উহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিয়া প্ররোচনা দান করে। তজ্জন্য এই আন্দোলনের তেমন ব্যাপকতা লাভ হয় নাই। এই নফরত ও কুধারণা পোষণের আসল উৎস বৃটিশ রাজ শক্তির এমন সব তেলেস্‌মত কার্যাবলী যে গুলিকে সে ফেরেববাজীর সহিত ইহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছিল।

এই আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানগণের ধর্মীয় অধঃপতিত অবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়া তাহাদিগকে সুন্নতের প্রধান রাস্তার উপর প্রতিষ্ঠিত করা। ইহা ব্যতীত পরবর্তী এক পর্যায়ে মুসলিম জগতকে পশ্চিমী আধিপত্য হইতে মুক্ত করাও উহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ইতিহাস সাক্ষী যে, এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ইউরোপীয় একনায়কত্বের বিরুদ্ধে জিহাদী ঝাণ্ডা বুলন্দ করিয়া প্রচণ্ড বালামুসীবত বরদাশত করিয়াছিলেন এবং অশেষ কুরবানী দিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া পাক-ভারতে তাঁহাদের ত্যাগ ও কুরবানী আমাদের জন্য একটা উত্তম আদর্শ এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু হইয়া আছে। ইহাই একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ যাহার জন্য যালিম হুকুমত এই আন্দোলনকে দমন এবং লোকজনের মধ্যে ইহার প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সর্ব প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। তাহারা ইহার বিরুদ্ধে এমন সব ভিত্তিহীন অলীক প্রচারণা ছড়াইয়াছিল যাহার মধ্যে কতক ছিল বিশ্বাস এবং আমলের মসায়েল, যেগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ এবং তহমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই আন্দোলনের পরিচালকগণের ওহাবী ইত্যাদী নামে নামকরণ করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে নতুন দ্বীনের আবিষ্কারক বলা হইয়াছে এবং কতকগুলি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মনগড়া মাসায়েল তৈরী করিয়া তাহাদের মাথায় চাপা ইয়া দেওয়া হইয়াছে। মোটের উপর সর্ব উপায়ে ইহার বদনাম করাইয়া তাহারা লোকজনকে ইহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের বক্তব্য এই যে, যখনই এই প্রকার কোন সংস্কারমূলক আন্দোলন উত্থিত হয় তখনই উহার বিরুদ্ধবাদীগণ আমাদেরই মধ্য হইতে তাহাদের কতকগুলি হাতগড়া মানুষ পায় যাহাদিগকে তাহারা ভালভাবে কাজে লাগাইয়া তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ঐ সকল ব্যক্তিকে সুলতান টিপু শহীদ এবং নওয়াব সিরাজদ্দৌল্লা মযলুম শহীদের বিরুদ্ধেও কাজে লাগাইয়াছিল এবং তাহাদিগকে আরবের নজদ প্রদেশের এক মহা সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করিয়াছিল। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকে ইহা অনুধাবন করা উচিত যে, যখন মিসর নজদের উপর সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করে উহার সৈন্য বাহিনীর মধ্যে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং ফ্রান্সের কিছু সংখ্যক সৈন্যও যুদ্ধ করিয়াছিল প্রত্যেক সংস্কারমূলক আন্দোলনের মুকাবিলায় একটা বিরোধী পার্টির উত্থান ইসলামী ইতিহাসের একটা কলঙ্কময় পৃষ্ঠা, যাহা আমরা কোনও প্রকারে অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু যে আন্দোলনের পশ্চাতে আল্লাহ তাআলার রহমত এবং সাহায্য থাকে তাহা কখনও বিলুপ্ত হয় না। তবে উহার চেরাগ কখনও দীপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত হয়, আবার কখনও মন্দীভূত হইয়া যায়। যুগ যুগে আহলে হাদীস আন্দোলনেরও এই দশা হইয়াছে।

বেরাদারানে মিল্লত! আমি এতক্ষণ ভূমিকা করিতে গিয়া স্বীয় বিষয় হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছি, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আসল আলোচ্য বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি।

আহলে হাদীস আন্দোলন কাহারো কোন মনগড়া আন্দোলন নহে। ইহা ঐ আন্দোলন যাহাকে খোদ হুযূর আকরম মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদে মুজতবা সঃ সঙ্গে লইয়া উত্থিত হইয়াছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবা তাবেঈন, আয়েম্মায়ে মুহাদ্দেসীন ও মুজতাহেদীনগণ যাহার সৌন্দর্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে আহলে হাদীস আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হইতেছে—তকলীদ শখসী বা ব্যক্তি-পূজার বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহ সঃ র হাদীসের উপর আমল এবং উহাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা আর এইটাই হইতেছে এই আন্দোলনের অপর হইতে পার্থক্যকারী বিশেষ সংজ্ঞা ও উহার প্রকৃত রুহ ও প্রাণ। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে—আল্লাহ তাআলার খাঁটী তওহীদকে রসূলুল্লার (দঃ) ব্যাখ্যাকৃত সীমার মধ্যে রাখিয়া উহাকে দুনিয়ার সম্মুখে পেশ করা এবং মানব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাঁহার সত্য রসূলের রিসালত ও হিদায়তকে আঁধার পথের একমাত্র মশালরূপে গণ্য করা আর কেবল উহার আলোকে যিন্দেগীর প্রত্যেক বিপদ-সঙ্কুল পথে পদক্ষেপ করা। ইহা এমন একটা নীতি এবং ইহা এমন একটা প্রোগ্রাম যাহাকে আপনারা আহলে হাদীস আন্দোলন নামে অভিহিত করিতে পারেন। ইহাতে কাহারও মর্য্যাদাহানী করা ও ইজ্জত নষ্ট করার উদ্দেশ্য নিহিত নাই। আমাদের অন্তর আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীনের প্রতি সম্মান-বোধে পরিপূর্ণ এবং আওলিয়াএ কেরামের সহিত আমাদের উচ্ছ্বসিত প্রেমের সম্বন্ধ।

আহলে হাদীস উপাধিঃ ইহা দুইটি শব্দ দ্বারা গঠিত, ১মটী আহল, ২য়টি হাদীস। আহল এর অর্থ ওয়ালা বা ধারী আর হাদীস শব্দটি আল্লার কালাম এবং রসূলের কালাম উভয়েরই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উপর প্রযোজ্য। রসূলুল্লাহ সঃ এর কর্ম ও কথাকে সাধারণতঃ হাদীস বলা হইয়া থাকে এবং আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদকেও হাদীস বলিয়াছেন। ইমাম আবুল কাসিম ইসপাহানী বলিয়াছেন, আল্লাহ তাআলা স্বীয় কিতাবে কুরআন মজীদের নাম হাদীস রাখিয়াছেন যেমন তিনি বলিয়াছেন, فليأتوا بحديث مثله "অতঃপর তাহারা এইরূপ কোন হাদীস আনুক (সূরা তুর), فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون "সুতরাং তাহারা আল্লাহ এবং তাঁহার আয়াতের পর আর কোন হাদীসের উপর ঈমান আনিবে" (সূরা জাসিয়া) الله نزل احسن الحديث "আল্লাহ অতি উত্তম হাদীস নাযিল করিয়াছেন"। (সূরা যুমর)। ফলকথ কুরআন শরীফে চৌদ্দটি স্থানে হাদীস শব্দের অর্থ "কুরআন" করা হইয়া থাকে। স্বয়ং রসূলুল্লাহ সঃ স্বীয় খুতবায় বলিতেন ان خير الحديث كتاب الله "নিশ্চয় সব চেয়ে উত্তম হাদীস আল্লাহর কিতাব।" (সহীহ মুসলিম)। এই ব্যাখ্যার পর আহলে হাদীস শব্দের অর্থ হইল—কুরআন ও হাদীস ওয়ালা। এই উপাধিটী আমরা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতেই পাইয়াছি। হযরত আনাস রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ ফরমাইয়াছেন, যখন কিয়ামতের দিন আহলে হাদীসগণ কালির দোয়াত সমূহ সহ আসিবেন তখন আল্লাহ তাআলা বলিবেন—তোমরা আহলে হাদীস, জান্নাতে প্রবেশকর।

—তবরাণী (সাখাবীর আল কওলুল বাদী' ১৮৯ পৃঃ, বিভিন্ন সূত্রে)

সাহাবা ও তাবেঈগণ আহলে হাদীস ছিলেন

১। হযরত আবূ হুরায়রাহ রাঃ নিজকে আহলে হাদীস বলিয়াছেন —ইসাবা ১০৪ পৃঃ, ৪র্থ খণ্ড, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১ম খণ্ড, ২৯ পৃঃ তারীখে বাগদাদ, ৯ম খণ্ড, ৪৬৭ পৃঃ।

২। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাঃকে আহলে হাদীস বলা হইয়াছে।—তারীখে বাগদাদ, ৫ম খণ্ড, ২২১ পৃষ্ঠা এবং ৯ম খণ্ড ১৫৪ পৃঃ।

৩। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাঃ বলিয়াছেন, তোমরাই আমাদের স্থলাভিষিক্ত এবং আমাদের পর তোমরা তাবেয়ীগণই—আহলে হাদীস।—খতীব বাগদাদীর কিতাবুশ শরফ, ২১ পৃঃ।

৪। ইমাম শা'বী পাঁচশত সাহাবার সাক্ষাত লাভ করিয়াছিলেন এবং আট চল্লিশজন সাহাবার নিকট হাদীস অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তিনি সকলকেই আহলে হাদীস বলিয়াছেন —তাযকিরাতুল হুফ্ফায (১৪) ৭২ পৃঃ।

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, সাহাবা ও তাবেঈগণ সকলেই আহলে হাদীস ছিলেন।

তাবা তাবেঈগণ আহলে হাদীস ছিলেন

খতীব বাগদাদী স্বীয় 'তারীখে বাগদাদ' গ্রন্থে আহলে হাদীস তাবা তাবেঈগণের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং কিছু লোকের নাম তাঁহার অন্যতম কেতাব "শরফু আসহাবীল হাদীস" গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। তাবা তাবেঈগণের মধ্যে সুফিয়ান ইবন উয়ায়না রাঃকে আহলে হাদীস দার্শনকগণের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। (তারীখে বাগদাদ, ৯৯ ও ১৭৯ পৃঃ)

তাবা তাবেঈ সুফিয়ান সওরী রহঃ আহলে হাদীস ছিলেন।—তারিখে বাগদাদ, ৩য় খণ্ড, ২২৭ পৃঃ এবং ৯ম খণ্ড, ১৫৪ পৃঃ।

ইনিই বলিয়াছিলেন, আহলেহাদীসগণ সমস্ত পৃথিবীর প্রহরী।—সয়ূতীর মিফতাহুল জান্নাত, ৪৯ পৃঃ এবং শরফু আসহাবিল হাদীস, ৪৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইমাম আবু হানীফা রহঃ আহলে হাদীস ছিলেন

উসূলুদ্দীন গ্রন্থে আছে

اصل ابی حنیفۃ فی الکلام اصول اصحاب الحدیث الا فی مسئلتین •

অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা রহঃ আকায়েদে দুইটি মাসয়ালা ব্যতীত আহলে হাদীসগণের অনুরূপ। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, "সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে উহাই আমার মযহাব।"—(শামী, মুজতাবায়ী ১ম খণ্ড, ৪৬ পৃঃ)

ইমাম আবু ইউসুফ রহঃ

ইবন মুঈন তাঁহাকে "ছাহেবে-হাদীস ও সুন্নত" বলিয়াছেন। তারীখে বাগদাদে আছে তিনি আহলে হাদীসগণকে ভালবাসিতেন এবং তাঁহাদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। [(১৪) ২৫৫ পৃঃ।] তিনি স্বীয় দ্বার প্রান্তে কিছু সংখ্যক আহলে হাদীসকে একত্রিত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন, "ধরা পৃষ্ঠে আপনাদের মত শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই।"—কিতাবুশ শরফ, ৫১ পৃঃ।

ইমাম মালিক রহঃ

তিনি আহলে হাদীস ছিলেন, ইমাম মুসলিম স্বীয় সহীহ মুসলিমের ভূমিকার ২৩ পৃষ্ঠায় তাঁহাকে আহলে হাদীস ইমামগণের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন এবং ওহায়ব রহঃ তাঁহাকে আহলে হাদীসগণের ইমাম বলিয়াছেন।—তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১ম খণ্ড, ১৮৮ পৃঃ।

ইমাম শাফেয়ী রহঃ

তিনি আহলে হাদীস মত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উহাকে নিজের জন্য বাছিয়া লইয়াছিলেন, (ঐ, ৪র্থ খণ্ড, ১৪৩ পৃঃ)। তিনি লোকদিগকে উপদেশ দিতেন, "তোমরা আহলে হাদীসগণকে ধরিয়া থাক, কারণ তাহারাই অন্যদের অপেক্ষা অনেক বেশী অভ্রান্ত।"

[তাওয়ালিউত্ তাসীস, মিসরী ছাপা ৬৪, পৃঃ।]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহঃ

কুতায়বা ইবন সাঈদ (রাঃ) তাঁহাকে আহলে হাদীস বলিয়াছেন। [কিতাবুশ শরফ, ৭৪ পৃঃ] মিন্হাজুস সুন্নত গ্রন্থে আছে "তিনি আহলে হাদীস মযহাবের উপর ছিলেন।" তাবাকাতুল হানাবেলা গ্রন্থে আছে—আহমদ (রহঃ) আহলে হাদীস গণের লোক। তিনি কুরআনী আয়াত—"একদল লোক দ্বীনের পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করিবে"—এর তফসীরে বলিয়াছেন যে, ঐ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিগণ আহলে হাদীস। [কিতাবুশ শরফ, ৬১ ও ৬২ পৃঃ]

একবার তিনি ফিরকায়ে নাজীয়া (মুক্তি প্রাপ্ত দল) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলেন, "ইহারা যদি আহলে হাদীস না হয়, তাহা হইলে আমি জানিনা আর কারা হইবে।" একবার আবদাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছেন, "যদি আহলে হাদীসগণ আবদাল না হয় তবে আমি অবগত নহি আল্লাহর আবদাল কাহারা।" একবার তাঁহার সম্মুখে কোন ব্যক্তি আহলে হাদীসগণকে মন্দ বলিলে তিনি তাহাকে তিনবার যিন্দীক অর্থাৎ বেদ্বীন বলেন।

[মিফতাহুল জান্নাত, ৪৮ পৃঃ ও কিতাবুশ শরফ, ৫২ পৃঃ।]

এরূপ আহলে হাদীসগণের ফযীলত সম্বন্ধে বহু উক্তি ইমাম আহমদ রহঃ হইতে বর্ণিত আছে। [—তাবাকাতুল হানাবেলা ১৭ ও ২০৪ পৃঃ, কিতাবুশ শরফ ৫৬ পৃঃ এবং উসূলল হাদীস লিল-হাকম, ৪ পৃঃ।]

সৈয়েদ আবদুল কাদের জিলানী রহঃ

বড় পীর সাহেব

তিনি স্বীয় কিতাব গুন্ইয়াতুত তালেবীনে লিখিয়াছেন, "বেদআতী লোকের চিহ্ন হইতেছে আহলে হাদীসগণকে মন্দ বলা" তিনি আরও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বলিয়াছেন, "এই হক জামাতের মাত্র একটি নাম আছে, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন নাম নাই, আর উহা হইতেছে আহলে হাদীস। (১ম খণ্ড, ৯০ পৃষ্ঠা, মিসরী ছাপা)।

সীমান্ত সমূহের মুসলমান

পাঁচশত হিজরীতে মুসলিম রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী ইলাকার সমস্ত অধিবাসী আহলে হাদীস ছিলেন। আল্লামা আবূ মনসূর বাগদাদী স্বীয় 'ওসূলুদ্দীন' পুস্তকের ১ম খণ্ডের ৩১৭ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন, "রূম, শাম, জাযীরাতুল আরব ও আযর বয়জানের সীমান্ত ইলাকা এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের সকল অধিবাসী আহলে সুন্নত—আহলে হাদীস ছিল।

আফগানিস্তান

পাঁচশত হিজরীর পূর্বে গজনী দরবারেও আহলে হাদীস আলিম ছিলেন। তারিখে ফিরিশতায় সুলতান গযনবীর ৩৯০ হিজরীর ঘটানাবলীর মধ্যে সুলতান কর্তৃক মালেক ইলক খানের দরবারে আহলে হাদীস ইমামগণের অন্যতম ইমাম আবুত তাইয়াব সহল ইবন মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান সা'লুকীকে দূত হিসাবে প্রেরণের কথা লিখিত আছে। স্বয়ং সুলতান মাহমুদ গযনবী মুহাদ্দেস কাফফাল মরুযীর মিলামিশার প্রভাবে হানাফী মযহাব পরিত্যাগ করিয়া আহলে হাদীস মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ইমাম ইয়াকেয়ীর মিরআতুল জেনান গ্রন্থ, ৩য় খণ্ড ২৫ ও ২৮ পৃষ্ঠা)

হিন্দুস্তান

প্রসিদ্ধ আরব পরিব্রাজক বেশারী মাকদাসী যিনি ৩৭৫ হিজরীতে হিন্দুস্থানে আগমন করিয়াছিলেন তিনি স্বীয় 'আহসানুত তাকসীম ফী মা'রাফাতিল আকালীম' পুস্তকে সিন্ধুর প্রসিদ্ধ শহর 'মনসূরা' সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "এখানে বহু পৌত্তলিক বিস্মী রহিয়াছে এবং মুসলমানগণের মধ্যে অধিকাংশই আহলে হাদীস। এখানে আমার সহিত কাযী আবূ মুহাম্মদ মনসূরীর সাক্ষাৎ হয়। তিনি দাউদ যাহেরীর মতাবলম্বী ছিলেন (তারিখে সিন্ধ, ২য় খণ্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা)। প্রকাশ থাকে যে, দাউদ যাহেরী রায় কিয়াস মানিতেন না, কুরআন হাদীস এর প্রকাশ্য বিধান সমূহের অনুসরণ করিতেন।

আমার উপরোক্ত দীর্ঘ ফিরিস্তি দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে যে, আহলে হাদীস কোন নূতন আন্দোলন নহে। এই আন্দোলনের অস্তিত্ব প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক দেশে গোড়া হইতেই সব সময় বর্তমান ছিল। এমন কি পাক-ভারতেও ইসলামের আবির্ভাব কাল হইতে মৌজুদ ছিল। এই আন্দোলন সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ইহা হযরত ইসমাইল শহীদ এবং সৈয়েদ নযীর হুসাইন মুহাদ্দিস সাহেব দ্বয়ের সৃষ্টি! এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি এবং অজ্ঞতা প্রসূত। এই আন্দোলনকে প্রত্যেক যুগে দমন করার চেষ্টা এবং উহার ধারক ও বাহকগণের উপর বিভিন্ন প্রকারে অত্যাচার করা সত্বেও উহা আজিও গৌরবের সহিত টিকিয়া আছে।

ইহা সত্য যে, ইসলাম তরবারীর জোরে প্রচারিত হয় নাই কিন্তু তকলীদী মযহাব তরবারীর জোরে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

প্রচলিত মযহাবগুলির রাষ্ট্র শক্তির সাহায্যে প্রসার লাভের কয়েকটি হাওয়ালা পেশ করিতেছি: প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুকরেযী এবং ইবন খাল্লিকান উভয়েই এ সম্বন্ধে একমত যে,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

مذهبان انتشرا فى مبدء امرهما بالرياسة والسلطان، مذهب ابى حنيفة من اقصى المشرق الى اقصى افريقة ومذهب مالك فى بلاد الاندلس، دفيات الاعيان •

অর্থাৎ "প্রথম দিকে দুইটি মযহাব রাষ্ট্রীয় শক্তি দ্বারা প্রসারিত হইয়াছে, হানাফী মযহাব পূর্ব প্রান্ত হইতে আফ্রিকার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এবং মালেকী মযহাব স্পেন দেশে।" অনুরূপ অবস্থা অপর দুই মযহাবেরও। (ইফতেরাকুল উমাম পুস্তকের ২৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই কারণে মুসলিম জাতির বিভিন্ন দলের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছে এবং একদল অপর দল হইতে ক্রমান্বয়ে দূরে সরিয়া গিয়াছে; শেষ পর্যন্ত অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, সাতশত হিজরীতে সম্রাট যাহির বেবরস চার মযহাবের জন্য পৃথক পৃথক কাযী এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। (মুকরেযী, ২য় খণ্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা) অবশেষে নয় শত হিজরীর প্রারম্ভে সম্রাট নাসের ফরহ ইবন বরকুক চারকেসী খানায়ে কাবার চতুর্দিকে চার মযহাবের জন্য পৃথক চারিটি মুসাল্লা প্রস্তুত করাইয়া দিলেন (আলবদরুত তালে' ১ম খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)। এই সব কারণে ইসলামী সংহতি এমন ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িল যে, আজ পর্যন্ত উহা জোড়া লাগিল না।

প্রকাশ থাকে যে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়া গিয়াছেন, "আমার পরে তোমাদের মধ্যে যাহারা জীবিত থাকিবেন, তাঁহারা শীঘ্র উম্মতের মধ্যে বহু মতভেদ দেখিতে পাইবে, অতএব (সেই অবস্থায়) তোমরা আমার সুন্নতকে এবং আমার সাহাবাগণের সুন্নত কে দৃঢ় ভাবে ধরিয়া থাকিও।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সাহাবাগণের মধ্যে মতভেদ ই'তেকাদ বিষয়ে হইতে পারে না। কারণ তাঁহারা রসূলুল্লাহ সঃ র সাহচর্য্য এবং তাঁহার নিকট হইতে সরাসরি শিক্ষা লাভ করায় সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী ছিলেন। তবে আমলের শাখ প্রশাখায় কিছুটা মতভেদ ঘটিতে পারে। কিন্তু এই মতভেদের সময় তাঁহাদের কি নীতি এবং বাক্য ছিল তাহাই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, আসুন আমরা উহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখি।

রসূলুল্লাহ সঃ এর ইন্তিকালের পর সর্ব প্রথম যে মতভেদ দেখা দেয় তাহা হইতেছে —তাঁহার মৃত্যু সম্পর্কে। হযরত ওমর রাঃ বলিলেন, "আল্লার কসম! রসূলুল্লাহ সঃ এর মৃত্যু হয় নাই।"—(বুখারী)। ইহা শুনিয়া হযরত আবূ বকর কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করিলেন। সেই আয়াত স্মরণ করিয়া হযরত ওমরের ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হইল—তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে, রসূলুল্লাহ মরিতে পারেন এবং তিনি মারা গিয়াছেন। এইভাবে মতভেদের নিরসন হয়। ২য় মতভেদ হয় খলীফা নির্ব্বাচন লইয়া। আনসারগণ বলিলেন, আমাদের মধ্য হইতে একজন আমীর হউক এবং তোমাদের মধ্য হইতে একজন আমীর হউক! ইহাতে হযরত আবূ বকর রাঃ—"কোরায়শগণের মধ্য হইতে আমীর হইবে"—রসূলুল্লার এই হাদীস শুনাইলেন। ফলে আনসারগণ তাহাদের মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। [ফতহুল বারী, আনসারী ছাপা ১৪ পারা, ৩৬২ পৃঃ।]

পুনরায় মতভেদ দেখা দিল, রসূলুল্লাহ সঃ কে কোথায় দফন করা হইবে এই প্রশ্ন লইয়া। হযরত আবূ বকর রাঃ হাদীস শুনাইলেন, "নবীগণ যেখানে মৃত্যু বরণ করেন সেইখানেই তাঁহাদিগকে সমাহিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করা হয়।" (তিরমিযী ও ইবনে মাজা) ইহাতে রসূলুল্লাহ সঃ র হুজরার মধ্যে কবর খনন শুরু হইল কিন্তু ইহাতেও মতভেদ দেখা দিল যে, উহা সিন্দুকী কবর হইবে, না বগলী কবর। বগলী কবর খননকারীগণের আগমনে ঐরূপ কবর খনন করা হইল এবং ঘটনাক্রমে "আমাদের জন্য বগলী কবর"—হাদীসের (আবূ দাউদ) উপর আমল হইয়া গেল। হযরত আবূ বকর খিলাফতে অধিষ্ঠিত হইবার পর আবার মতভেদ দেখা দিল। রসূলুল্লার (দঃ) ওয়ারিসগণ নিজ নিজ হকের দাবী উত্থাপন করিলেন। হযরত আবূ বকর রাঃ "আমরা (নবীগণ) কাহাকেও ওয়ারিশ করিয়া যাই না, যাহা রাখিয়া যাই তাহা সাদকা"—হাদীসটি পেশ করিলেন। ইহার পর সকলেই চুপ করিয়া গেলেন। এমনকি হযরত ফাতিমা যুহরা রাঃ যিনি এই বিষয়ে খুব দুঃখ করিয়াছিলেন তিনিও পরে রাযী হইলেন (বয়হকী ৩০১ পৃঃ)। প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর রাঃ যাকাত দেওয়া বন্ধকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিতে দৃঢ় সংকল্প হওয়ায় হযরত উমর রাঃ এই হাদীস—"আমি আল্লাহ ও তাহার রসূলের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত কাফিরগণের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি (বুখারী)"—পেশ করিয়া উহাতে বাধা দিলেন এবং বলিলেন, ইহারা কালেমায়ে শাহাদাত ত পাঠ করিয়া থাকে। হযরত আবূবকর অন্য একটি হাদীস—যাহাতে 'ইসলামের হক ব্যতীত, —শব্দগুলি আছে উহা দ্বারা প্রমাণ করিয়া হযরত উমর রাঃ কে খামোশ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "যাকাত ইসলামের হক" (ফতহুল বারী)। ইমাম বুখারী রহঃ বলেন, হযরত আবূ বকর রাঃ হযরত উমর রাঃ এর পরামর্শের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। কারণ তাঁহার কাছে রসূলুল্লাহ সঃ র হুকুম বিদ্যমান ছিল (বুখারী)। প্রথম খলীফার নিকট হাদীসের গুরুত্বের বিষয় অবগত হওয়ার পর ২য় খলীফা হযরত উমর রাঃ এর হাদীস-প্রীতি লক্ষ্য করুন—হযরত উমর রাঃ কে তাঁহার অন্তিম মুহূর্তে বলা হইল যে আপনি এক জন খলীফ মনোনীত করিয়া যান। তিনি বলিলেন, আমি খলীফা মনোনীত করিব না। কারণ রসূলুল্লাহ সঃ খলীফা মনোনীত করিয়া যান নাই। যদি উহা করিয়া যাই তাহা হইলে উহার অর্থ এই দাঁড়াইবে যে, যেহেতু আবূ বকর রাঃ মনোনীত করিয়া গিয়াছেন তজ্জন্য আমিও করিলাম, যদি আমি খলীফা মনোনীত করি তাহা হইলে হযরত আবূ বকর রাঃ এর পয়রবী করা হইবে আর যদি না করি তাহাহইলে রসূলুল্লাহ সঃ এর সুন্নতের উপর আমল করা হইবে।

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রাঃ র সময় কূফা নগরীতে অলীদ ইবন আকাবা রাঃ নাবীয (খেজুর ভিজাইয়া-রাখা পানি) পান করেন। ইহাতে তাহার নেশা হয় এবং তিনি বমিও করেন। ফলে তাহাকে গেরেফতার করা হয়। খলিফা ইহার তদন্ত করার পর হযরত আলী (রাঃ) কে হদ জারী করিতে বলেন। ফলে আবদুল্লাহ ইবন জাফর দুর্রা মারিতে থাকেন আর হযরত আলী রাঃ গণনা করিতে থাকেন। যখন চল্লিশ দুর্রা মারা হয় তখন হযরত আলী রাঃ বলেন, "বাস থামো, রসূলুল্লাহ সঃ এবং হযরত আবূ বকর রাঃ শাব্বীকে চল্লিশ দুর্রা মারিয়াছিলেন আর হযরত উমর রাঃ আশি দুর্রা মারিয়াছিলেন। আমার নিকট উভয়ই সুন্নত তবে এইটা (চল্লিশটাই) আমার নিকট প্রিয়তর"। দেখুন, হযরত আলী রাঃ উভয় সংখ্যাকেই সুন্নত বলিয়া রসূলুল্লাহ সঃ এর সুন্নতকে অগ্রাধি-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কার দিলেন এবং হযরত উসমান চুপ থাকিয়া উহার প্রতি মৌন সম্মতি দান করিলেন। আবদুল্লাহ ইবন উমর সিরিয়াবাসীগণকে তামাত্তো' হজ করিবার আদেশ দিলে লোকে তাহাকে বলিল, আপনার আব্বা উহা নিষেধ করিতেন। উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমার আব্বার আদেশ অনুসরণযোগ্য, না রসূলুল্লাহ সঃ র আদেশ অনুসরণীয় ?" (তিরমিযী)।

খুলাফায়ে রাশেদীন প্রত্যেক পেশকৃত বিষয় রসূলুল্লাহ সঃ র হাদীস তালাশ করিতেন, হযরত আবূ বকর রাঃ-র নিকট জনৈক মৃত ব্যক্তির দাদী আসিয়া বলিলেন, মৃত পৌত্রের সম্পত্তিতে আমার হক কি ? হযরত আবূ বকর রাঃ এর এ সম্বন্ধে কোন হাদীস স্মরণ না থাকায় সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করেন। দুইজন সাহাবী (মুগীরা ইবন শোবা এবং মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা) হাদীস শুনাইলেন যে, রসূলুল্লাহ সঃ দাদীকে মৃতের ষষ্ঠ অংশ প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ঐ হাদীস মুতাবিক ফয়সালা করিয়া দিলেন। (মুয়াত্তা ও সুনান আরবা')। হযরত উমর রাঃ র নিকট এই মর্মে একটি মুকদ্দমা পেশ করা হইল যে, নিহত স্বামীর 'দিয়ত' (হত্যাপণ) হইতে তাহার স্ত্রীকে কোন অংশ দেওয়া যায় কিনা। ইহাতে তিনি প্রথমে 'না' বলিলেন। পরে যুহাক ইবন সুফিয়ান ইহা জানিতে পারিয়া মীনায় হযরত উমরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, আমার নিকট রসূলুল্লাহ সঃ র লিখিত ফয়সালা মৌজুদ আছে যে, তিনি আকসীম যুবারী রাঃ নিহত হইলে তাহার দিয়ত হইতে তাহার স্ত্রী আসীম রাঃ কে অংশ দিয়াছিলেনে। হযরত উমর রাঃ ইহা অবগত হইয়া স্বীয় পূর্বমত পরিবর্তন করিয়া এই হাদীস অনুযায়ী নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। (মুয়াত্তা ও সুনানে আরবা')। হযরত উসমান রাঃ এর ধারণা ছিল যে, স্ত্রী লোকের স্বামী মারা গেলে সে যেখানে ইচ্ছা ইদ্দতের দিনগুলি কাটাইতে পারে। পরে তিনি এ সম্বন্ধে কোন হাদীস পাওয়া যায় কিনা তাহা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ফলে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাঃ-র ভগ্নি ফারিসা বিনত মালিক নিজের ঘটনা বলিলেন যে, আমার স্বামী মারা গেলে আমি রসূলুল্লাহ সঃ কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আমি ইদ্দত কোথায় কাটাইব ?" রসূলুল্লাহ সঃ ফরমাইলেন, "তোমার স্বামীর বাটীতে"। ইহার পর হযরত উসমান রা. স্বীয় পূর্ব ধারণা বদলাইয়া এই হাদীস মুতাবিক ফতোয়া দিতে লাগিলেন। (মুয়াত্তাও সুনানে আরবা') হযরত আলী রাঃ র নিকট কতিপয় মুরতাদ্দ (ইলাম ত্যাগী) আনীত হইলে তিনি তাহাদিগকে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিবার আদেশ দেন, ইহাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাঃ এই হাদীস পেশ করেন যে, রসূলুল্লাহ সঃ ফরমাইয়াছেন, "যে ব্যক্তি ইসলাম পরিবর্তন করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করে তাহাকে হত্যা কর।" হযরত আলী ইহা শুনিয়া বলিলেন, "ইবন আব্বাস সত্য কথা বলিয়াছেন।" (তিরমিযী)। এইরূপ খুলাফায়ে রাশেদীনের বহু ঘটনা হাদীস গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত আছে। খুলাফায়ে রাশেদীন কোন সময়ে রাজনৈতিক বা অন্য বিশেষ কারণে কোন ফতোয়া বা হুকুম জারী করিয়া থাকিলে তাহার মুকাবিলায় রসূলুল্লাহ সঃ এর হাদীস পাওয়া গেলে তাহাই গ্রহণ করিতেন এবং তদনুযায়ী পূর্বমত পাল্টাইয়া নূতন নির্দেশ প্রদান করিতেন। কারণ ইহাই কুরআন ও হাদীসের সকল শিক্ষার সারসংসার। আহলে হাদীসগণ এই আদর্শকেই গ্রহণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়াছেন এবং উহারই উপর কায়েম রহিয়াছেন।

শেষ কথা এই যে, আমরা রসূলুল্লাহ সঃ এর হাদীসের মুকাবিলায় কাহারও কোন কথা ও রায়কে মান্য করি না—তিনি যত বড়ই আলিম, দরবেশ এবং মুজতাহিদ হউন না কেন। এতদ্ সত্বেও আমরা আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীনের মান মর্যাদা এবং গুণ গরীমার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা-শীল এবং তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক ভক্তি রাখি। তাঁহারা যে অবস্থায় ইসলামের অকৃত্রিম সেবা করিয়া গিয়াছেন তাহার ঋণ অপরিশোধণীয়। তাঁহাদের যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের ক্রম সম্প্রসারণ এবং হাদীস বর্ণনাকারীগণের মুসলিম রাষ্ট্রের দূর দূরান্তর অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ার জন্য সমস্ত হাদীস সংগ্রহ ও জমা করা সম্ভবপর হয় নাই। পরবর্তী কালে মুহাদ্দেসীনে কেরাম অক্লান্ত পরি-শ্রম ও নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ের সাহায্যে হাদীস সংগ্রহ করেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে যাচাই করিয়া গ্রন্থাকারে সংকলন করেন। ইহার পূর্বে মধ্যবর্তী কালে ইমাম ও মুজতাহিদগণ খালিস নীয়তে তাঁহাদের সাধ্যানুসারে ব্যবহারিক প্রশ্নে মিল্লতে ইসলামীয়ার খেদমত করেন এবং দরকার মত ফতোয়াও দেন। কিন্তু তাঁহারা এই বিষয়ে সদা সর্বদা শঙ্কিত হইয়া থাকিতেন এবং পরবর্তী কালে হাদীস সংগৃহীত হইলে কি হইতে পারে তাহাও তাঁহারা গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে আমাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া উহার উপর আমল করিও।"

হে আল্লাহ! তাঁহাদের রুহের প্রতি রহমত নাযিল করুন এবং আমাদিগকে আপনার নবীর সহজ সরল এবং সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(২৭০ পৃষ্ঠার পর)

সে শিক্ষা ছিল দীনিয়াত বা ধর্মীয় বিষয়ে এবং চরিত্র গঠন ও আচরণ ব্যবহার উন্নত করণের উদ্দেশ্যে। সে যুগের মেয়েরা সাধারণতঃ কোরান শরীফের মতন পড়ত। কোরআনের তর্জমা পড়ত এবং নামায রোযার মসলা মাসায়েলের কেতাব পড়ত। যাঁরা লেখা-পড়ায় বেশী কৃতিত্ব দেখাত এবং ফারসী শিখে ফেলত তাদেরকে 'কাসাসে আম্বিয়া' (নবী কাহিনী), 'হেকায়েতে আওলিয়া (ওলী আওলিয়াদের বৃত্তান্ত) এবং ঐ ধরণের চরিত্র গঠনমূলক বই পড়ান হ'ত। মওলানা রূম রহমতুল্লাহ আলায়হির মসনবীর কোন কোন অংশও পড়ান হ'ত। যে সময় মেশকাত শরীফের উর্দু তর্জমা হয় নাই—অথচ কতক মেয়ে হাদীস পড়তে ইচ্ছুক তাদেরকে শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভীর মিশকাতের ফারসী তর্জমা পড়ান হ'ত। পরবর্তী যুগে মেশকাতের উর্দু তর্জমা এবং হিসনে হাসীনের উর্দু অনুবাদ 'যাফ্‌রে জলীল' বেশীর ভাগ পাঠ্য তালিতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কোন কোন মেয়ে হযরত খাজা নেযামুদ্দীন (রহঃ) এর মালফুযাত অর্থাৎ 'ফাওয়ায়িদুল ফাওয়ায়িদ' নিজ নিজ আগ্রহ উৎসাহে পাঠ করত। আমি কেবল মাত্র একটি মেয়ের কথা জানি যে মেয়েটি তার পিতার কাছে "তুযক জাহাঙ্গীরী" পুস্তকটি পাঠ করেছিল। কিন্তু এজন্য তার খেলার সঙ্গিনীদের নিকট থেকে তাকে কথা শুনতে হয়েছিল, তারা প্রশ্ন করেছিল, বুবুজান ও সব বই পড়ে লাভ কি ? পড়তে যদি হয় তবে খোদা রসূলের কোন কেতাব পড়।

শিক্ষার এই উত্তম ব্যবস্থাই তখন চালু ছিল যার থেকে মেয়েদের অন্তরে জন্ম নিত পুণ্য-প্রীতি ও খোদা-ভীতি, দয়া ও প্রেম এবং গড়ে উঠত সদাচার ও সচ্চরিত্র, এই শিক্ষাই তাদের দীন ও দুনিয়া উভয়ের কল্যাণের জন্য ছিল যথেষ্ট আর আজও সেই শিক্ষাই মেয়েদের জন্য যথেষ্ট। আমি বুঝতে পারি না মেয়েদিগকে আফ্রিকা ও আমেরিকার ভূগোল শিখিয়ে, অ্যালজেবরা ও ট্রিগোনোমেটরীর ফর্মূলা বাৎলিয়ে এবং আহমদ শাহ, মোহাম্মদ শাহ আর মারাঠা ও দিল্লীবাসীদের যুদ্ধের বিবরণী পড়িয়ে কি লাভ এবং কি তার শুভ ফল !

মহোদয়গণ ! আলোচ্য প্রস্তাবে 'বালিকা মক্তব' বলতে আমি এমন মক্তবের কথাই বুঝি যার ব্যাখ্যা আমি উপরে করেছি। আর প্রস্তাবে যেখানে বলা হয়েছে যে, সে মক্তব হবে এমন যেখানে শিক্ষা দেওয়া হবে ইসলাম এবং শরীফ মুসলমানদের অনুকূল তা'লীম—তার দ্বারা আমি ঠিক এমনই ধরণের মক্তব বুঝেছি। প্রস্তাবে 'তালীম' সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থও আমি বুঝি সেই তালীম যা আমি উপরে বিশদ ভাবে বর্ণনা করেছি।

কাজেই আমার অনুরোধ যে, এই প্রস্তাব সম্পর্কে আমার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা নূতন করে বিচার বিবেচনা করবেন। আমি আশা করি প্রস্তাবের যে ব্যাখ্যা আমি করেছি সেই অর্থেই সেগুলোকে গ্রহণ করে আপনারা মীমাংসা করুন যে, ঐ ধরণের শিক্ষাই আমাদের মেয়েদের জন্য উপযোগী ও প্রয়োজন কিম্বা অনুপযোগী বং নিষ্প্রয়োজন। এর পর আপনাদের বিবেচনায় যা স্থিরীকৃত সেই অনুসারেই এই প্রস্তাবটিকে হয় গ্রহণ করুন, নয় প্রত্যাখ্যান করুন।

স্যার সৈয়েদে আহমদ খানের

مكمل مجموعہ لکچرز وسپیچز

(৩৮১—৩৮৫পৃষ্ঠা) হইতে অনুদিত। —অনুবাদক

www.ahlehadeethbd.org

"যে ব্যক্তি অহঙ্কার বশতঃ পায়ের গিঁটের নীচে তহবন্দ লটকাইয়া পরে তাহার দিকে আল্লাহ (কিয়ামত দিবসে) দৃষ্টিপাত করিবেন না।" ৭—বুখারী ও মুসলিম।

৫৭৭। ইবন 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

"তোমাদের কেহ যখন আহার করিবে তখন সে যেন তাহার ডান হাত দিয়া আহার করে এবং সে যখন পান করিবে তখন সে যেন তাহার ডান হাত দিয়া পান করে। কেননা, শয়তান তাহার বাম হাত দিয়া আহার করে এবং তাহার বাম হাত দিয়া পান করে।"৮—মুসলিম।

৫৭৮। 'আমর ইবন শু'আইব তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার পিতামহ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

كُلْ وَاشْرَبْ وَالْبَسْ وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا مَخِيلَةٍ

"ব্যয় বাহুল্য ও অহঙ্কার বাদ দিয়া আহার কর, পান কর, পরিধান কর ও দান-খয়রাত কর।" ৯—আবূ দাউদ ও আহমদ। বুখারী ইহা বিনা সনদে তাঁহার সহীহ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

৭। অর্থাৎ পেট বড় হওয়ার কারণে অথবা বেখেয়ালে তহবন্দ গিঁটের নীচে মাঝে মাঝে নামিয়া পড়িলে উহা এই হাদীসের আওতায় পড়িবে না। তারপর আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিপাত না করার তাৎপর্য্যের জন্য 'দাবী ও প্রমাণাদি' অধ্যায়ে ৬। (১) নং নোট দ্রষ্টব্য।—ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা—১৮ পৃষ্ঠা।

৮। অধিকাংশ আলিমের মতে দুই ক্ষেত্র ব্যতীত দাঁড়াইয়া পানি পান করা মকরূহ। যে দুই ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া পানি পান করা সুন্নাত তাহা এই,—(১) যমযমের পানি। (২) উযূ শেষে পাত্রে পানি থাকিলে তাহা হইতে কিছু পান করা।

৯। অর্থাৎ সঙ্গত ও সৎ কাজেও অতিরিক্ত ব্যয় নিষিদ্ধ। এই হাদীসটি সূরা 'আল্-আ'রাফ' এর ৩১নং আয়াতের ব্যাখ্যা। ঐ আয়াতে বলা হইয়াছে, "খাও এবং পান কর; কিন্তু অতিরিক্ত ব্যয় করিও না। ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ অতিরিক্ত ব্যয়কারীকে ভাল বাসেন না।"

www.ahlehadeethbd.org

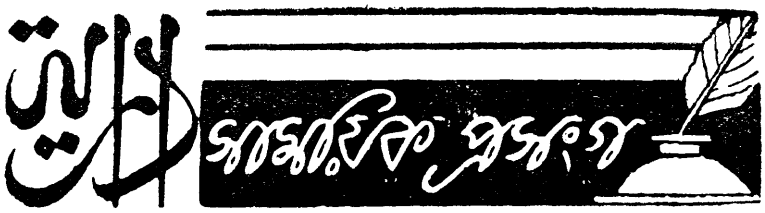

ইসলাম ও নিফাক

ইসলাম ও কপটতা যেমন দুইটি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী ও একটি অপরটির সহিত সর্বতোভাবে সামঞ্জস্যহীন এবং সম্পর্ক শূন্য ভাবধারা (বিষয়), তেমনি স্বভাবতঃ এই দুইটির বাহকগণও পরস্পর হইতে চিরবিচ্ছিন্ন ও পৃথক।

আমরা কপটতাকে শরয়ী অর্থে নিফাক এবং উহার বাহককে মুনাফিক বলিয়া থাকি। যাহারা ই'তেকাদে বা বিশ্বাসে অন্তরে কাফির থাকিয়া পার্থিব স্বার্থের খাতিরে মুসলিম সমাজে অবস্থান করতঃ নিজেদেরকে মুসলিমরূপে যাহির করে তাহারা মুনাফিক ফিল আকীদা বা খাঁটি মুনাফিক। রসূলুল্লাহ সঃ র যুগে এই প্রকার একদল খাঁটী মুনাফিকের অস্তিত্ব ছিল। তাহারা মুসলমানদের জুমা-জামাতে শরীক হইত, সলা পরামর্শেও যোগদান করিত এবং কথায় কথায় নিজেদেরকে হিতাকাঙ্খীরূপে পেশ করিয়া মিষ্ট ভাষণ দানে সকলের নিকট হইতে বাহ্‌বা পাইবার প্রত্যাশী হইত। তাহাদের আসল স্বরূপ সকলের চক্ষে ধরা না পড়িলেও রসূলুল্লাহ সঃ আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে তাহাদিগকে সম্যকভাবে চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহাদের ফিৎনা হইতে বাঁচিবার জন্য সদা সতর্ক থাকিতেন। বর্তমান যুগে এই শ্রেণীর মুনাফিকের অস্তিত্ব বিরল। তবে কম্যুনিষ্টের ছদ্মবেশী বা সমাজবাদী একদল লোক উহাদের স্থলাভিষিক্ত হইতে চলিয়াছে।

মুনাফিকের আর একটি শ্রেণী আছে যাহাকে মুনাফিক বিলআমল বা আচরণে মুনাফিক বলা হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর মুনাফিকে সমগ্র মুসলিম জাহান ভরিয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর মুনাফিকের আসল পরিচয় হইল—ইহারা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে শরা শরীয়তের কোনই তোয়াক্কা রাখেনা। বৈধ-অবৈধ হালাল-হারামের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। কিন্তু যখন তাহারা নিজেদের প্রভুত্ব কায়িম ও জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুসলিম জনসাধারণের সহিত মিলিত হয় তখন তাহাদের মুখে ইসলামের প্রশংসায় খৈ ফুটিতে থাকে, আর বক্তৃতামঞ্চে খাঁটী দীনদারের মত ইসলামী জোশে ফাটিয়া পড়ে, আর পীরের আস্তানায় মোটা অঙ্কের নযর পেশ করিয়া, জুমা ও ঈদে নসীহত বিতরণ করিয়া আর ইসলামের উন্নতির জন্য আল্লাহর দরবারে মুনাজাতের হস্ত বুলন্দ করিয়া সকলকে তাক লাগাইয়া দেয়। আবার ইহারাই ইসলাম-ভক্তির এইরূপ চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করার পরক্ষণেই নাচ গানের আসরে তাহাদের উপস্থিতি দ্বারা উহাকে সরগরম করিয়া তুলে।

মোটের উপর দুনিয়ার সর্বত্র এই শ্রেণীর মুনাফিকদের কম-বেশী অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন উহা উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় তেমনি মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেও পরিদৃষ্ট হয়। পাকিস্তানের মুসলিম সমাজে এই নিফাকের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। সমাজদেহ হইতে এই আপদ দূর করার জন্য সকলের আপ্রাণ চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মিসরের ফাঁসি কাষ্ঠে নবতম বলী

যুগে যুগে এক শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রিয় যালিম রাষ্ট্র নায়কদের অত্যাচারে ও দৌরাত্মে ইসলাম-প্রিয় লোকজন জর্জরিত এবং হতাশাগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা নিজেদেরকে সর্বপ্রকার সমালোচনার উর্দ্ধে মনে করে। তজ্জন্য ইহারা একমাত্র ওলামায়ে হক্কানীকেই তাহাদের স্বৈর শাসনের ও যুলুমশাহীর অন্তরায় মনে করে। তাই তাহারা ইঁহাদিগকে দমন ও ন্যস্তনাবুদ করার দিকে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিয়া থাকে। আমরা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ হইতে বর্তমানকাল পর্য্যন্ত একশ্রেণীর যালিম শাসকদের হস্তে ইসলাম ও মুসলিম জাতির বহু গৌরব রত্নকে লাঞ্ছিত, নিপীড়িত এবং শাহাদত বরণ করিতে দেখিতে পাই। ইমাম আযম আবূ হানীফা রহঃ কে কারাগারে প্রেরণ, ইমাম মালিক রহঃ-র লাঞ্ছনা, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রহঃ কে বেত্রদণ্ড প্রদান, হাজ্জাজের কোপকৃপাণে অসংখ্যক আলিম ফাযিলের শাহাদত বরণ, ইমাম বুখারীর নির্বাসন, ইমাম ইবন তায়মিয়াহ রহঃ-র নির্জন কারাবাস এবং মুজাদ্দিদে আলফে সানী শায়খ আহমদ সারহন্দী রহঃ-কে জেলে প্রেরণ ঐ সকল নিষ্ঠুর ব্যক্তিরই ঐতিহাসিক কুকীর্তি।

প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্যবাহী এবং বহু পুণ্যাত্মার পদধূলি-ধন্য ইসলামী সভ্যতার অন্যতম লীলা নিকেতন মিসর আজ স্বৈরাচারী একনায়কত্বের জাঁতাকলে পৃষ্ট হইয়া যাইতেছে। অতি উচ্চ ক্ষমতা অভিলাষী মুসলিম জগতের একচ্ছত্র নেতৃত্বের দাবীদার, ইসলামী হুকুম-আহকাম বিকৃতিকারক মিসরের বর্তমান ডিক্টেটর জামাল আবদুন্ নাসের আজ ক্ষমতা মদমত্ত হইয়া যে ওলামা নিধন যজ্ঞে মাতিয়াছে তাহা যেমন ভয়াবহ তেমনি অতি হৃদয় বিদারক। বিগত কয়েক বৎসরে যে সব মনীষী তাহার জুলুমবাজীর শিকারে পরিণত হইলেন তাঁহাদের মত যোগ্য লোক মুসলিম জাহানে একান্তই বিরল। এই সকল বিখ্যাত আলিম ও জ্ঞানী ব্যক্তি একে একে নাসেরের ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণদান করিতে বাধ্য হইলেন।

ইতিপূর্বে মিসরের প্রধানমন্ত্রী নাহাস পাশার আমলে 'ইখ্ওয়ানুল মুসলেমীন' জামাতের প্রবর্তক হাসান আল বান্না গুপ্ত ঘাতকের হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিয়া শাহাদত বরণ করিয়াছেন। আর নাসেরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই (১৯৫৪ ইং) তাঁহার ফাঁসি কাষ্ঠে আল্লামা আবদুল কাদের আওদা সহ ৫ জন শাহাদত বরণ করেন। এত করিয়াও নাসের নিবৃত্ত হইতে পারিলেন না। বিগত ২৯শে আগষ্ট সৈয়দ কুতুব সহ তিনজন বিশিষ্ট আলিমকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইয়া ইসলাম এবং মুসলিম আলেমগণের প্রতি তাহার জাত ক্রোধের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। ইহা কেহই চিন্তাও করিতে পারেন নাই যে, বহু অমূল্য গ্রন্থের রচয়িতা বিশেষ করিয়া 'আল আদালাতুল ইজতিমাইয়াহ' (সামাজিক ন্যায় বিচার)এর মত মূল্যবান পুস্তকের লেখক সাইয়িদ কুতুবকে এইভাবে দুনিয়া হইতে অপসারিত করা হইবে। ইন্না লিল্লা···। এই সকল শহীদানের একমাত্র অপরাধ ছিল যে, তাঁহারা দীনকে তাহার আসল আকারে মিসরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহারা নাসেরের লাদীনী কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা নাসেরের ভৌগলিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁহারা নাসের কর্তৃক ফেরাউনী তাহযীব তমদ্দুনের পুনঃ প্রতিষ্ঠার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ইহা ব্যতীত তাঁহাদের আর কোনই অপরাধ ছিল না—এই অপরাধই তাঁহাদের প্রাণনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আল্লাহ তাঁহাদের এই সাধনাকে একদিন নিশ্চয় সাফল্যমণ্ডিত করিবেন এবং যালিমের উপর তাহার রুদ্র রোষ অচিরেই নামিয়া আসিবে। আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সমগ্র মুসলিম জাহানের সহিত একত্রিত হইয়া শহীদানের রূহের মাগফিরাত প্রার্থনা করিতেছি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তের প্রাপ্ত স্বীকার, ১৯৬৬

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যিলা ঢাকা

ফেব্রুয়ারী মাস—১৯৬৬

অফিসে ও মণি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

মৌঃ মোহাঃ আলতাফ হোসেন খান সাং উজামপুর পোঃ আজমপুর ফিৎরা ১০৲ ২। মোহাঃ শামছুল হক ভূঞা সাং নোয়াখোলা পোঃ আজমপুর ফিৎরা ২০৲ ৩। মৌঃ মোহাঃ আবদুন্ নূর মিয়া সাং চক মাকড়া পোঃ মাওনা ফিৎরা ১৪'৪০ ৪। মওলবী মোহাঃ রোস্তম আলী দেওয়ান নরসিংদী কলেজ ফিৎরা ২৲ ৫। মোহাঃ সলিম উদ্দীন বেপারী সাং চিনাদি পোঃ বড় বেড়াইদ যাকাত ৫৲ ৬। মুন্সী আবদুল আলী ঠিকানা ঐ যাকাত ১৲ ৭। মোহাঃ নূরু মিয়া বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৮। মওলনা মোহাঃ সিরাজুল ইসলাম সুপাঃ রসুলপুর সিনিয়র মাদ্রাসা ফিৎরা ২৯'৫০ ৯। আলহাজ মৌঃ নূরুদ্দীন আহমাদ সাং দোলেশ্বর পোঃ কুণ্ডা যাকাত ৫০৲ ১০। হাজী আদম আলী সরদার ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ১১। মোহাঃ আজিজুল্লা ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১২। মোহাঃ খলিলুল্লাহ সরদার দোলেশ্বর জামাত কুরবানী ২৫৲ ১৩। হাজী মোহাঃ ইউসোফ আলী ঠিকান ঐ যাকাত ৪৲ ১৪। মৌঃ মোহাঃ আওলাদ হোসেন সাং হিজলা পোঃ আমীন বাজার যাকাত ১০৲ ১৫। মুন্সী মোহাঃ সানাউল্লাহ বাদে কল মেশ্বর জামাত হইতে পোঃ গাছা ফিৎরা ৫৲ ১৬। আলহাজ আবদুস সোবহান সাং ধামালকোট ঢাকা কেণ্টমেণ্ট ফিৎরা ৫৲ ১৭। মৌঃ আসাদুল্লাহ চামুখান জামাত হইতে ফিৎরা ১০৲ ১৮। মুন্সী মোহাঃ সিরাজউদ্দিন সাং বারই হাটী পোঃ আজমপুর ফিৎরা ৫৲ ১৯। আলহাজ আবদুস সোবহান কাযী ধামাল কোট জামাত হইতে ফিৎরা ৫৲ ২০। আলহাজ হাফেজ মোহাঃ ইউসোফ ফেরাজী কান্দা জামাত হইতে পোঃ মদনগঞ্জ ফিৎরা ২৯৲ ২১। মৌঃ কারী আবদুল করীম সাং কাযিয়াতজ পোঃ দারোরা যাকাত ৫৲ ২২। মোহাঃ সিদ্দিক হোসেন সাং গৌর নগর জামাত হইতে পোঃ রূপগঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ২৩। মোহাঃ রুকুনুদ্দীন সাং ভাওরাইদ জামাত হইতে পোঃ জয়দেবপুর ফিৎরা ১০৲ ২৪। মোহাঃ রোস্তম আলী সাং মাওসাঈদ পোঃ আজমপুর ফিৎরা ৫৲ ২৫। মৌঃ মোহাঃ আলতাফ হোসেন খান সাং উজামপুর পোঃ আজমপুর ফিৎরা ১০৲ ২৬। মোহাঃ আজিম আলী মিঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ২৭। মোহাঃ খোরশেদ বেপারী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৩৲ ২৮। কাযী মোহাঃ আকীল উদ্দীন সাং চান্দপাড়া পোঃ আজমপুর ফিৎরা ৪'২৫ ২৯। মোহাঃ শামছুল হক ভূঞা সাং নারায়ন খোলা ফিৎরা ২০৲ ৩০। মোহাঃ কফিলউদ্দীন বেপারী সাঃ উজাম পুর ফিৎরা ১৲ ৩১। মুন্সী

www.ahlehadeethbd.org

আবদুস সামাদ মোল্লা সাং মাউসাঈদ পোঃ আজমপুর ফিৎরা ১'৭৫ ৩২। এম, এ, মাজেদ সাহেব ফিৎরা ১০৲।

যিলা ময়মনসিংহ

অফিসে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ আবদুস সামাদ মোল্লা সাং ডিগ্রিহোগলা পোঃ আনহালা ফিৎরা ৪৲ ২। মোহাঃ জহুরুল হক, সাং কাটাখালি পোঃ আলিম নগর ফিৎরা ৮'৭০ ৩। আলহাজ মোহাঃ মুসলেমুদ্দিন মোল্লা সাং কুকুরিয়া পোঃ খাস শাহাজানী ফিৎরা ৫ ৪। মোহাঃ আবদুল হামিদ, আরাম নগর বাজার পোঃ সরিষাবাড়ী ফিৎরা ১৫৲ ৫। হাজী মোহাঃ হাসান আলী মুন্‌শী সাং ভাগল গ্রাম, রূপসী ফিৎরা ৫'৯৫ ৬। মোহাঃ কাদের মামুদ সরকার সাং কুতুববাড়ী পোঃ ভরুয়াখালী ফিৎরা ৫৯'৬০ ৭। আলহাজ তমিজ উদ্দীন আহমদ সাং বল্লা পোঃ বল্লা বাজার যাকাত ৫০৲ ৮। আবদুল খালেক সাং ও পোঃ কালোহা যাকাত ৩৲ ৯। আলহাজ মোহাঃ তমিজ উদ্দিন মোল্লা সাং কুকুরিয়া পোঃ খাস শাহাজানী যাকাত ১৫৲ ১০। মোহাঃ বছির উদ্দীন মুন্‌শী সাং গয়েশপুর পোঃ দুল্লা ফিৎরা ৫'৭০ ১১। হেলাল উদ্দিন আহমদ ও মোহাঃ আবদুল্লাহ মিঞা ফিৎরা ২০৲ ১২। মৌঃ মোহাঃ ইয়াকুব আলী সাং চিথলিয়া পোঃ ভরুয়াখালী ফিৎরা ১২৲ ১৩। মোহাঃ সাবের উদ্দিন সাং কাষির শিমলা ফিৎরা ১৲ ১৪। আলহাজ মৌঃ মোহাঃ আবদুল মালেক সাং দৌলৎপুর ফিৎরা ১০৲ ১৫। মোহাঃ উসমানগণী সরকার সাং ঘোড়াদপ পোঃ ভরুয়াখালী ফিৎরা ৫৲ ১৬। মোহাঃ যায়েদ আলী সাং চণ্ডিমণ্ডপ পোঃ দুল্লা ফিৎরা ৫৲ ১৭। আবদুল হামীদ মিঞা সাং বারপাখিয়া পোঃ দেলদোয়ার ফিৎরা ৩৲ ১৮। মোহাঃ আবদুর রউফ খান কাঞ্চণপুর ফিৎরা ৯'৭০ ১৯। এম, এ, মান্নান আনছারী সাং পাথরঘাটা পোঃ খোলীয়াজানী ফিৎরা ৯'৭০ ২০। শাহ মোহাঃ শামছুল হক সাং ভাটকুরা পোঃ মহেরা ফিৎরা ৫৲ ২১। আলহাজ মুসলিম উদ্দিন মোল্লা সাং কুকুরিয়া পোঃ খাস শাহাজানী ফিৎরা ১০৲ ২২। মুন্‌শী মোহাম্মদ আলী সাত পোওয়া পোঃ শরিষাবাড়ী উশর ১০৲ ২৩। আলহাজ মওলানা আহমদ হোসেন সাং চিথলিয়া পোঃ ভরুয়াখালী ফিৎরা ৮'৫০ ২৪। মুন্‌শী মোহাঃ মীর হোসেন সাং ছাতী হাটী পোঃ কালোহা যাকাত ৫৲।

আদায় মারফত মওলবী মোহাম্মদ রুহুল আমীন সাহেব সাং ও পোঃ কাঞ্চণপুর, টাঙ্গাইল

২৫। মৌঃ মোহাঃ আবুসাঈদ সাং নাহালী পোঃ মহেড়া ফিৎরা ৫৲ ২৬। মোহাঃ যিয়ারতুল্লাহ খান পোঃ কাঞ্চণপুর ফিৎরা ৪৲ ২৭। মোহাঃ আবদুল্লাহ সাং তারাবাড়ী কুরবানী ৫৲ ২৮। আবদুস সাত্তার মিঞা সাং সনকাপাড়া কুরবানী ২৲ ২৯। মৌঃ মোহাঃ আবুতাইয়েব ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ৩০। মোহাঃ নওসের আলী খান ফিৎরা ৭৲ ৩১। মোহাঃ আবদুল বারী মিঞা সাং শানাইচর পোঃ কাঞ্চণপুর ফিৎরা ৫৲ ৩২। মোহাঃ আবদুল হালীম দক্ষিণ পাড়া ফিৎরা ২৲ ৩৩। মৌঃ মোহাঃ রুহুল আমীন কাজিরা পাড়া পোঃ কাঞ্চণপুর ফিৎরা ১৲ ৩৪। আবদুস সবুর মোল্লা সাং ডিগ্রিহোগলা পোঃ চালুয়ারা ফিৎরা ২৫'৫৫ ৩৫। মওলানা আবুল হাসান রহমানী হেড মুদাররিস কাঞ্চণপুর সিনিয়ার মাদ্রাসা ফিৎরা ৩৲।

আদায় মারফত মওলবী মোহাঃ মজকুর আলী সাহেব মিল্লাৎ ষ্টোর মসজিদ রোড

৩৬। হাফেয মওলানা আবদুত্তাওয়াব যাকাত ১০৲ ৩৭। মৌঃ মোহাঃ সাঈদ ক্যালকাটা মুসলিম জুয়েলার্স যাকাত ২৫৲ ৩৮। শাইখ মোহাঃ মযকুর ফিৎরা ৭৲ ২৯। মৌঃ নূর আলী মসজিদ রোড ফিৎরা ২৲ ৪০। এম, বশির এণ্ড কোং ডালপট্টি যাকাত ১০৲ ৪১। হাজী মোহাঃ ইয়াকুব

www.ahlehadeethbd.org

আলী সাং শেখবাড়ী পোঃ ভরুয়াখালী ফিংরা ২৲ ৪২। মওলানা আবদুস সামাদ প্রিন্সিপাল, কাতলাসেন আলিয়া মাদ্রাসা ফিংরা ৩০।

যিলা পাবনা

আদায় মারফত জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট মওলানা আবদুল বারী সাহেব

১। মৌঃ মোহাঃ মুজীবর রহমান সাং খয়ের সুতী পোঃ দোগাছী যাকাত ২৲ ২। মোহাঃ আয়াতুল্লাহ মুসল্লী সাং বাঁসরাজার মসজিদ যাকাত ৭৫৬ ৩। আলহাজ মোহাঃ আছির উদ্দীন শিবরামপুর যাকাত ৫০৲ ৪। আবদুল করিম ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ৫। মোহাঃ ওয়াহেদ আলী মোল্লা সাং রাঘবপুর যাকাত ১০৲ ৬। মোহাঃ কুদরতুল্লাহ শাল গাড়িয়া এককালীন ৫৲ ৭। আলহাজ মোহাঃ সোলাইমান আটুয়া যাকাত ৮২৲ ৮। মোহাঃ লোকমান আলী মিঞা রাঘবপুর এককালীন ১০৲ ৯। মোহাঃ আকবর আলী খান খয়েরসুতী দোগাছী যাকাত ২৫৲ ১০। মোহাঃ আবুল হোসেন শিবরামপুর যাকাত ২০৲ ১১। আবদুল কাদের রাঘবপুর যাকাত ১৫৲ ১২। আবদুল জলীল ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ১৩। মোহাঃ কেরামতুল্লাহ শিবরামপুর যাকাত ২০৲ ১৪। হাজী মোহাঃ শামসুদ্দিন পাবনা বাজার ফিংরা ৭৲ ১৫। মোহাঃ কফিলউদ্দিন মিঞা শিবরামপুর যাকাত ২৫৲ ১৬। মোহাঃ আকমল হোসেন রাঘবপুর যাকাত ১০৲ ১৭। মোহাঃ শাহজাহান ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১৮। আলহাজ মোহাঃ তোরাব আলী সরদার শালগাড়িয়া যাকাত ১০০৲ ১৯ মোহাঃ তৈয়ব আলী ঠিকানা ঐ যাকাত ২৫৲ ২০। শেখ মোহাঃ আবদুল্লাহ রাঘবপুর এককালীন ২৲ ২১। মোহাঃ মুখতার হোসেন ঠিকানা ঐ যাকাত ২৫৲ ২২। আবদুল করিম শিবরামপুর যাকাত ৫৲ ২৩। মৌঃ মোহাঃ আবুল হাসানাত আটুয়া যাকাত ২০০৲ ২৪। আলহাজ মোহাঃ কেরামুদ্দিন রাঘবপুর যাকাত ৬০৲ ২৫। দাওলাত প্রামাণিক রাঘবপুর উশর ৩৲ ২৬। ইসমতুল্লাহ সরদার শাল-গাড়িয়া এককালীন ২৲ ২৭। আহমাদ আলী প্রামাণিক রাঘবপুর যাকাত ৩০০৲ ২৮। মোহাঃ তোফাজ্জল হোসেন শীবরামপুর যাকাত ২৫৲ ২৯। মোহাঃ ইসমাঈল হোসেন প্রামাণিক শালগাড়িয়া যাকাত ৭৲ ৩০। মোহাঃ শাহাবউদ্দীন পাবনা বাজার যাকাত ৫০৲ ৩১। আবুস কালাম আটুয়া যাকাত ৩০০৲ ৩২। আবদুস সামাদ মিঞা আটুয়া যাকাত ২৫৲ ৩৩। মোহাঃ ইউসোফ মালিথা চর ছাতিয়ানি যাকাত ২৫৲ ৩৪। মওঃ মোহাঃ ইব্রাহিম খলীল কৃষ্ণপুর এককালীন ১০৲ ৩৫। আবদুল আযিয খান রাঘবপুর যাকাত ১০৲ এককালীন ১০৲ ৩৬। মারফত মৌঃ মোহাঃ মিন্নত আলী ক্যাশিয়ার কুড়া ও পুস্তম জামাত হইতে ফিংরা ২৫৲ ৩৭। কুড়া ছোট জামাতের পক্ষ হইতে মোহাঃ সাবের উদ্দিন প্রামাণিক ফিংরা ৫৲ ৩৮। মুন্সী আবু শাঈদ স্থলচর জামাত হইতে ফিংরা ৫৫৲ ৩৯। হাজী মোহাঃ মনছুকুর রহমান রাঘবপুর যাকাত ৫০৲ ৪০। রাঘবপুর জামাত হইতে আলহাজ মোহাঃ তোরাব আলী ফিংরা ১২৫৲ ৪১। আবদুল মান্নান মিঞা কুলনিয়া দোগাছী যাকাত ২৫৲ ৪২। আবদুল আযিয মোল্লা ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ৪৩। মোহাঃ ফখরুল ইসলাম খান পৈলানপুর যাকাত ৫৲ ৪৪। মৌঃ ওয়াজেদ আলী মিঞা রাঘবপুর যাকাত ৫৲ ৪৫। মোহাঃ হুমায়ুন মিঞা রাঘবপুর যাকাত ৫০৲ ৪৬। আবদুর রাজ্জাক মিঞা রাঘবপুর যাকাত ৫৲

অফিসে ও মণি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

৪৭। মওঃ মোহাঃ ইব্রাহিম খলীল কৃষ্ণপুর জামাত হইতে ফিংরা ৫০৲ ৪৮। মোহাঃ চাঁদ আলী মালিথা কৃষ্ণপুর জামাত হইতে ফিংরা ১০৲ ৪৯। মওঃ মুজীবর রহমান সৌদী সাং কাটেঙ্গা পোঃ কাছিকাটা যাকাত ২৫৲ ৫০। এস, আমিরুস হাসান, এম, এম, করাচী সাং চর ধামাইচ পোঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কাছিকাটা ফিৎরা ১৯'৭০ ৫১। ডাঃ নূর হোসেন এইচ, এম, বি, সাং ধুকুরিয়া পোঃ ধুকুরিয়া বেড়া ফিৎরা ৩০৲ ৫২। মোহাঃ আব্বাছ আলী জোয়ার্দার সাং প্রতাপপুর ফিৎরা ১৯'৫০ ৫৩। মোহাঃ মীযানুর রহমান সাং সন্তোষা চরপাড়া পোঃ স্থল যাকাত ৫৲ ফিৎরা ৫৲ ৫৪। ডঃ মফিজ উদ্দিন আহমাদ সাং চর দশ সিকা পোঃ বৈদ্যগ্রামতৈল ফিৎরা ২৬'৫০ ৫৫। মোহাঃ এলাহী বখশ ও মোহাঃ আবদুল জব্বার মিঞা সাং ঠেঙ্গামারা পোঃ চালুহারা ফিৎরা ২৫৲ ৫৬। মুন্সী আকিল উদ্দীন প্রামাণিক গফুরিয়াবাদ ফিৎরা ২২৲ ৫৭। শিতল মেম্বার সাং ও পোঃ বৈদ্যগ্রামতৈল ফিৎরা ৪৲।

যিলা কুষ্টিয়া

অফিসে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। ডাঃ মোহাঃ শামছুল ইসলাম সাং ও পোঃ মেহেরপুর যাকাত ১০৲ ২। মোহাঃ আবদুল হক প্রেসিডেন্ট মানিকদিয়া শাখা জমঈয়তে আহলেহাদীস পোঃ হাট বোয়ালিয়া ফিৎরা ১৬'২০ ৩। মোহাঃ আবদুস সামাদ সাং দুর্গাপুর পোঃ কুমারখালী যাকাত ২৫৲ ৪। মোহাঃ কাছেম আলী সাং তেবাড়িয়া পোঃ কুমারখালী যাকাত ১০০৲ ৫। মোহাঃ আযিযুস হক ভুঞা (জেইলর কুষ্টিয়া) যাকাত ২৫৲ ৬। মোহাঃ আহসান উদ্দিন সাং দুর্গাপুর পোঃ কুমার খালী যাকাত ৬৲ ৭। হাজি মোহাঃ জেহের আলী মোল্লা সাং তেবাড়িয়া পোঃ কুমার খালী ফিৎরা ২০৲ যাকাত ২৫৲ ৮। মোহাঃ আলিমুদ্দিন ও মোহাঃ আলম আলী বিশ্বাস সাং কোদাইলকাটী পোঃ ভোলাডাঙ্গা ফিৎরা ৫৲ ৯। মোহাঃ রফিক আলী মিঞা মেহেরপুর জামাত হইতে যাকাত ১০৲ ফিৎরা ২৫৲ ১০। উজলপুর জামাত হইতে মারফত ডাঃ মোহাঃ রহমতুল্লাহ যাকাত ৫৲ ফিৎরা ২৲ ১১। মোহাঃ শওকত আলী বিশ্বাস ও ডঃ মোহাঃ রহমতুল্লা মেহেরপুর ফিৎরা ১৫৲ ১২। মৌঃ মোহাঃ আবদুল মান্নান সাং কাযীপুর ফিৎরা ৫৲ ১৩। মোহাঃ হোসেন হেড মওলবী বেথ বাড়িয়া হাইস্কুল পোঃ বেথ বাড়িয়া ফিতরা ৬৲।

যিলা রাজশাহী

আদায় মারফত মাষ্টার মনিরউদ্দীন আহমদ সাহেব

১। মোহাঃ বাশেত আলী রাণী বাজার ফিৎরা ১৲ ২। নিজাম উদ্দিন আহমদ রমনা হল পোঃ কাকন ফিৎরা ১৲ ৩। আবদুর রহমান রাণী বাজার ফিৎরা ১৲ ৪। মোহাঃ হোসেন আলী মুয়াজ্জিন রাণীবাজার ফিৎরা ১৲ ৫। আবদুল গফুর খান ঘোড়ামারা ফিৎরা ৩৲ ৬। মোহাঃ জয়নাল আবেদীন কাযীরগঞ্জ ফিৎরা ১৲ ৭। মোহাঃ মাহবুবর রহমান রাণী বাজার ফিৎরা ১৲ ৮। নূর মোহাম্মদ সাগর পাড়া এককালীন ১৲ ৯। দীন মোহম্মদ কাযীরগঞ্জ ফিৎরা ২৲ ১০। এ, আর, আল আমীন যাকাত ২'৫০ ১১। শাহ আহমদ আলী; দরগা-পাড়া যাকাত '৫০ ১২। মোহাঃ মহসেন আলী খান আলুপট্টি এককালীন ২৲ ১৩। ইস্কান্দার আলী রাজশাহী সেন্ট্রাল জেল ফিৎরা ১৲ ১৪। মোহাঃ হাবিবর রহমান পুলিস, সেন্ট্রাল জেল রাজ-শাহী ফিৎরা '৫০ ১৫। মোহাঃ আযিযুর রহমান ঠিকানা ঐ ফিৎরা '২৫ ১৬। মোহাঃ জনাব উদ্দিন সরকার রাণীবাজার এককালীন ১৲ ১৭। মনির উদ্দিন আহমদ রামচন্দ্রপুর ফিৎরা ১'৫০ ১৮। মফিয উদ্দিন আহমদ ভুগইল জামাত হইতে পোঃ ললিতগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ১৯। মোহাঃ সিরাজুল ইসলাম সাহেব বাজার ফিৎরা '৫৭ ২০। মৌঃ রিয়াজুদ্দীন আহমদ ঘোড়ামারা ফিৎরা ৫৲ ২১। মৌঃ মোহাঃ সাঈদুর রহমান রাণী বাজার ফিৎরা ২৲ ২২। মৌঃ মোহাঃ যাহেদুর রহমান ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ২৩।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মৌঃ মোহাঃ রিয়াজ উদ্দিন বি, এ, বি, টি, ফিৎরা ১৲ ২৪। মোহাঃ ওয়াজ নবী সরকার রামচন্দ্রপুর ফিতরা ২৲ ২৫। মৌঃ মোহাঃ রহমতুল্লাহ রাণীনগর জামাত হইতে ফিতরা ৫৲ ২৬। মওলবী মোহাঃ রহমতুল্লাহ, সাহেববাজার পোঃ ঘোড়ামারা ফিতরা ৫৲ যাকাত ১০৲ ২৭। মোহাঃ আবদুর রহমান সাং রামচন্দ্রপুর পোঃ ঘোড়ামারা এককালীন ২৲ ২৮। মৌলবী মোহাঃ জাবেদ আলী মুক্তার মালোপাড়া পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ২৲ ২৯। মৌলবী মোহাঃ যসিম উদ্দীন সাং বোসপাড়া পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ৩৲ ৩০। মোহাঃ আবুস ছদা প্রামাণিক সাহেব বাজার পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ৫৲ ৩১। মৌলবী মোহাঃ যোহাক, রাণীবাজার আহলেহাদীস মসজিদ ফিতরা ১৲ ৩২। মোহাঃ আযিবুল হক সাং মালোপাড়া পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ২৲ ৩৩। মোহাঃ আবদুর রশিদ মিঞা রামচন্দ্রপুর পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ৫৲ ৩৪। মৌঃ মোহাঃ আয়েন উদ্দিন সাং বোয়ালিয়া পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ১০৲ ৩৫। মওলানা মোহাঃ ওবায়দুল্লাহ ডি, আই, জি, রাজশাহী সেণ্ট্রাল জেল যাকাত ১০৲ ৩৬। মৌঃ মোহাঃ আবদুস সামাদ মিঞা কাযিরগঞ্জ এককালীন ১০৲ ৩৭। কে, আহমদ, এল, এম, এফ, মালোপাড়া পোঃ ঘোড়ামারা ফিতরা ২৲ ৩৮। হাজী মোহাঃ ইসা খান, শেখের চক পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ৫৲ ৩৯। মওলবী কলিম উদ্দীন আহমদ মালোপাড় পোঃ ঘোড়ামারা ফিতরা ১৲ ৪০। মোহাঃ মতীউর রহমান সাং রামচন্দ্রপুর পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ১০৲ ফিতরা ৪৲ ৪১। মোহাঃ আতিকুর রহমান ঠিকানা ঐ ফিতরা ৪৲ ৪২। হাজী মোহাঃ ইউসা মিঞা রামচন্দ্রপুর পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ৩০৲ ৪৫। মৌঃ মোহাঃ জার্সিজ মিঞা যাকাত ২০৲ ফিতরা ৩৲ ৪৪। মোছাম্মাত সখিনা খাতুন ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৪৫। মওলবী মোহাঃ এসহাক মিঞা কাযিরগঞ্জ ফিতরা ৫০ ৪৬। মৌঃ মোহাঃ নূরুলহুদা, মালোপাড়া ফিতরা ৩৲ ৪৭। মৌঃ মোহাঃ ফিরোজ, ওয়াপ্‌দা অফিস ফিতরা ১৲ ৪৮। মৌঃ মোহাঃ সদরুল উলা কেঃ ডি, আই, জি, সেণ্ট্রাল জেল রাজশাহী ফিতরা ১৲ ৪৯। আলহাজ মহিউদ্দিন আহমদ রাণীনগর পোঃ কাজলা যাকাত ৫৲ ৫০। মোহাঃ আতাউর রহমান রাণীনগর পোঃ কাজলা যাকাত ২৲ ৫১। মোহাঃ ফযলুর রহমান মৃধা মোহাঃ আফছার মিয়ার সমাজ হইতে পোঃ কাজলা ফিতরা ৫৲ ৫২। দেবীনগর জামাত হইতে মারফত মওলানা মোহাঃ রেজাউল্লাহ সাং ও পোঃ দেবীনগর এককালীন ২০০৲ ৫৩। হাজী মোহাঃ নঈম উদ্দিন সাহানা সাং ঝাড়গ্রাম পোঃ ঝিকরা এককালীন ১৩'৫০।

আফিসে ও মনি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

৫৪। মুন্‌সী ছিদ্দিক আহমদ সাং পরিষা পোঃ মালসিরা এককালীন ৫৲ ৫৫। হাজী মোহাঃ শফিউদ্দীন প্রাং সাং গণ্ডগোহালী পোঃ রঘুরামপুর ফিৎরা ৩০৲ ৫৬। খন্দকার জমশের আলী সাং চকবুলাকী পোঃ রাণীনগর ফিৎরা ৩৲ ৫৭। ডাঃ মোহাঃ আবদুল মজিদ সাং বানেশ্বর পোঃ পুঠিয়া ফিৎরা ৫৲ ৫৮। মোহাঃ আবদুর রহমান মিঞা সাং বাইগাছা পোঃ হাট মাধনগর ফিৎরা ৫৲ ৫৯। আলহাজ মোহাঃ নায়েবুল্লাহ সরদার সাং কোচুয়া পোঃ নন্দনালী ফিৎরা ৪৯'২৫ ৬০। আবুল বারান মোহাঃ লোকমান খন্দকার সাং বাহাদুরপুর পোঃ রাণিনগর ফিৎরা ৫৲ ৬১। মৌঃ মোহাঃ আবুল হোসেন সরকার সাং বাণী পোঃ জোনাইল ফিৎরা ১০৲ ৬২। মৌঃ মেঃ তমিজউদ্দীন সাং নয়ানসুকা পোঃ নামোশঙ্করবাটী ফিৎরা ৯০৲ ৬৩। মৌঃ মোহাঃ আয়েশউদ্দীন সাং ও পোঃ নামো রাজারামপুর ফিৎরা ২৭৲ ৬৪। এ, এস, এম, হাবিবুর রহমান বি, এস, সি বাণিনাথপুর জামাত হইতে পোঃ কালি নগর ফিৎরা ৩০৲ ৬৫। মোহাঃ আজতুমল্লাহ প্রামাণিক সাং ঝিকরা ফিৎরা ৩'৫০ ৬৬। মোল্লা আবুল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কালাম আজাদ আহসানগঞ্জ যাকাত ৫০৲ ৬৭। আলহাজ মোহাঃ হারুনুর রশীদ সাং ভদ্রখণ্ড পোঃ সরজাই ফিৎরা ১৪৲ ৬৮। মোহাঃ শওকত আলী প্রামাণিক সাং ক্ষিদ্র কালিকাপুর পোঃ কাশিমপুর যাকাত ১০৲ ফিৎরা ১০৲ ৬৯। মোহাঃ কাদের বখশ প্রামাণিক সাং হামির কুৎসা পোঃ বোয়ালকান্দি ফিৎরা ৩০৲ ৭০। আলহাজ আবদুল ওয়াহেদ সাং ইলসামারী পোঃ দেবীনগর ফিৎরা ১১'৩৭ ৭১। মওলানা মোঃ তসলিম উদ্দীন খন্দকার এককালীন ৫৲ ৭২। মোঃ আইয়ুব আলী সাং বুরুজ পোঃ সরজাই ফিৎরা ৩৪৲ ৭৩। এম, এ, মাজেদ খান ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২০৲ ৭৪। মোহাঃ নঈমুদ্দীন মোল্লা সাং নামো রাজারামপুর পোঃ রাজারামপুর ফিৎরা ৭৲ ৭৫। মোঃ আবদুল হামীদ মণ্ডল মুহাজের বিস্কুট বেকারী নাটোর যাকাত ৫০৲ ৭৬। মওলানা মোহাঃ মজহারুল ইসলাম সাং হাঁসমারী পোঃ কাছিকাটা ফিৎরা ৯৮'৫০ ৭৭। মোঃ শাহজাহান সাং ও পোঃ দেবীনগর ফিৎরা ১০৲ ৭৮। মোঃ রহমতুল্লাহ প্রামাণিক সাং ও পোঃ মাধনগর ফিৎরা ৮৲ ৭৯। মোহাঃ ওয়াজেদউদ্দীন ইমাম নামোশঙ্করবাটী নয়ানসুকা ঝারকাটা মসজিদ ফিৎরা ৭০৲ ৮০। আবু ওবায়দুল্লাহ মোঃ নাছির উদ্দীন সাং চাঁদপুর পোঃ তানোর ফিৎরা ৫৲ ৮১। মোহাঃ আকেম আলী সরদার নদীপার বাহাদুর পাড়া পোঃ চঁ চকৈড় ফিৎরা ৫০।

যিলা বগুড়া

মনি অডারযোগে প্রাপ্ত

১। মৌঃ মোহাঃ মুফাজ্জল হোসেন মণ্ডল সাং ও পোঃ বানেশ্বরপুর তেজপাড়া ফিৎরা ৫৲ ২। মোহাঃ মোমতাজুর রহমান পোষ্ট মাষ্টার সাং লক্ষিকোল ফিৎরা ২০৲ ৩। মোঃ আব্বাছ আলী সাং ও পোঃ কালাই এককালীন ৪৲ ৪। মোহাঃ কলিমুদ্দিন ক্লার্ক বগুড়া কালেকটরেট ফৌজদারী কোর্ট যাকাত ২৫৲ ৫। এ, কে নাসিরউদ্দীন আহমদ সাং কামারপাড়া পোং ডেমাজানি ফিৎরা ১০৲ ৬। মোঃ মহিউদ্দীন আখন্দ সাং সোন্দাবাড়ী পোঃ গাবতলী ফিৎরা ২৮'৫০ ৭। মোহাঃ মফিজউদ্দীন তরফদার সাং দক্ষিণকান্দি পোঃ সারিয়াকান্দি এককালীন ১'৫০ ৮। মোহাঃ আবদুস সামাদ সাং জয়ভোগা পোঃ গাবতলী ফিৎরা ১০৲ ৯। ডাঃ মোহাঃ কাসেম আলী সাং সিচারপাড়া পোঃ ভেলুর পাড়া ফিৎরা ৩৫৲ ১০। মোহাঃ রইসুদ্দিন সাং মিলনের পাড়া পোঃ পাকুল্লা ফিৎরা ২০৲ ১১। মোহাঃ রজব আলী ফকির সাং তরফমেরু পোঃ গাবতলী ফিৎরা ১০৲ ১২। মওঃ মোহাঃ উসমান গণী, মুস্তাফাবিয়া মাদরাসা ফিৎরা ৬৲ ১৩। মোহাঃ মনির উদ্দীন সরকার সাং কামারপাড়া পোঃ ডেমাজানি ফিৎরা ৫৲ ১৪। মোহাঃ ফহিম উদ্দীন আখুঞ্জী হুয়াকুরা জামাত হইতে পোঃ হাট সেরপুর ফিৎরা ৩২'৪০।

যিলা রংপুর

আদায় মারফত জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট

ডক্টর মওঃ মোহাঃ আবদুল বারী সাহেব

১। মোহাঃ মেহের উল্লাহ ইমাম সেরুডাঙ্গা মসজিদ ফিৎরা ১৬২৲ ২। গিরাই জামাত হইতে ফিৎরা ৬৮'৫০ ৩। আবদুর রহমান সেরুডাঙ্গা যাকাত ৫৲ ৪। চন্দনপাট জামাত হইতে মারফত মৌঃ মোহাং করিম বখশ ফিৎরা ২৬৲ ৫। খড়িয়াবাদা জামাত হইতে মারফত মৌঃ আবদুল জব্বার পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৪৫৲ ৬। গোপালপুর জামাত হইতে আবদুল মালেক পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ৭। জীবনপুর জামাত হইতে মোহাঃ আনিছুদ্দীন ফকির পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ২৫৲ ৮। উলীপুর জামাত হইতে মারফত মোহাঃ এলাহী বখশ প্রধান পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ৯। শাখাহাটী বালুয়া জামাত হইতে মারফত মওঃ শাফায়াতুল্লাহ ফিৎরা ৪০৲ ১০। কুঠিপাড়া জামাত হইতে মোঃ আবদুল আজিজ মিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পোঃ সেরুডাঙ্গা ফিৎরা ২৫৲ ১১। মওলবী আবদুল মান্নান সেরুডাঙ্গা যাকাত ৩০৲ ১২। মোহাঃ আবুল কাসেম মিঞা সেরুডাঙ্গা যাকাত ৫৲ ১৩। চরবালুয়া জামাত হইতে মারফত আবদুল মালেক আখন্দ পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৭৫৲ ১৪। সিংজানি জামাত হইতে মারফত মোহাম্মদ আলী পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৪০৲ ১৫। পুন্তাইর জামাত হইতে মারফত মওঃ আবদুর রহমান পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ২৫৲ ১৬। পুন্তাইর জামাত হইতে মোহাঃ একরামুল্লা আখন্দ পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৬৲ ১৭। চরপাড়া জামাত হইতে আবদুল মালেক সরকার পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিত্‌রা ২৬৲।

অফিসে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১৮। মোহাঃ আরিফুল্লা আখন্দ সাং শক্তিপুর পোঃ কোচাশহর ফিতরা ১৫৲ ১৯। এস, এম, মুসলেমুদ্দিন সাং ফুলবাড়ী পোঃ গোবিন্দগঞ্জ ফিতরা ২৪৲ ২০। মৌঃ মোহাঃ কলিম উদ্দীন সাং পানবাড়ী পোঃ পাটগ্রাম ফিতরা ৭৲ ২১। মোহাঃ আবুবকর মোল্লা সাং পাঁচগাছিয়া শান্তিরাম ফিৎরা ৪৲ ২২। মোহাঃ গোলাম মাহমুদ খান ফিৎরা ৫৲ ২৩। মোহাঃ আনেস উদ্দিন মুন্‌শী ফিৎরা ২০৲ ২৪। মুন্‌শী মোহাঃ বছির উদ্দীন ফিৎরা ২৲ ২৫। মুন্‌শী মোহাঃ ইয়াকুবুদ্দিন সরকার সাং ছাপরহাটী পোঃ ধর্মপুর ফিৎরা ৮৲ ২৬। মার্ফত মৌঃ মোহাঃ এসারতুল্লাহ এবং মোহাম্মদ হবিবর রহমান যাকাত ২০৲ ২৭। মৌঃ মোহাঃ আমীর হামজা মোল্লা সাং শাহাবাগ মোল্লা পাড়া পোঃ বামনডাঙ্গা যাকাত ৩৲ ২৮। মওলবী মোহাঃ সিরাজুল হক সাং চাপাদহ পোঃ গাইবান্ধা বিভিন্ন স্থানের আদায় ফিৎরা ২৫৩'৩৫ ২৯। মোহাঃ আবদুল কাদের সরকার মহিমাগঞ্জ যাকাত ১০০৲ ৩০। মোহাঃ সেরাজউদ্দীন মণ্ডল সাং ও পোঃ চানপুরা ফিৎরা ৩০৲ ৩১। মোঃ হাসান আলী মুন্‌শী সাং শক্তিপুর পোঃ কোচাশহর ফিৎরা ২০৲ ৩২। মৌঃ মোহাঃ আলাবখশ মণ্ডল সাং চকচকিয়া পোঃ ভরতখালী ফিৎরা ৫৲ ৩৩। সেক্রেটারী জালালতাইর জামে মসজিদ পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ৩৪। মৌঃ মোঃ আবদুল কাইউম কবিরাজ ও মোহাঃ বছিরউদ্দীন সাং কুন্দাপাড়া পোঃ জুমারবাড়ী ফিৎরা ৫৲ ৩৫। মৌঃ মোহঃ আবদুল্লাহেল মান্নান সাং ভীম শহর পোঃ ভেণ্ডাবাড়ী ফিৎরা ৬৲ ৩৬। মওলবী মোহাঃ সিরাজুল হক সাং চাপাদহ পোঃ গাইবান্ধা বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় ফিৎরা ৯৯'৫০ ৩৭। মোহাঃ মুবারক আলী ইমাম শাহজাদপুর জামে মসজিদ পোঃ বাগদোয়ার ফিৎরা ৫৲ ৩৮। হাজী মোহাঃ নষল হোসেন মণ্ডল সাং কামদেব পোঃ বামনডাঙ্গা ফিৎরা ১৫৲।

যিলা দিনাজপুর

আদায় মারফত জমঈয়ত-প্রেসিডেণ্ট ডক্টর মওলানা আবদুল বারী সাহেব

১। মোহাঃ সিদ্দীক আলী প্রামাণিক চকমুসা জামাত হইতে ফিৎরা ১৫৲ ২। মিয়ার পাড়া জামাত হইতে মোহাঃ আনিছ উদ্দীন সরকার পোঃ নূরুল হুদা ফিৎরা ২০৲ ৩। চক বোয়ালিয়া জামাত হইতে মোহাঃ এলাহী বখশ সরদার পোঃ নূরুল হুদা কুরবানী ১৫৲ ৪। চেংগ্রাম জামাত হইতে মোঃ আব্বাস আলী মণ্ডল পোঃ পাক হিলি ফিৎরা ৪০৲ ৫। চেংগ্রাম জামাত হইতে শামসের আলী মণ্ডল ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৫৲ ৬। নওদা পাড়া জামাত হইতে মোহাঃ আফতাব উদ্দিন প্রধান পোঃ বোয়ালদার ফিৎরা ১৫৲ ৭। চড় চড়া জামাত হইতে মোহাঃ কেরামত আলী সরদার পোঃ ডাঙ্গা পাড়া ফিৎরা ১০০৲ ৮। নওপাড়া জামাত হইতে মোহাঃ রফিকু উদ্দীন মণ্ডল পোঃ বোয়ালদার ফিৎরা ৬০৲ ৯। বড় চড়া জামাত হইতে মোহাঃ রিয়াজ উদ্দীন মণ্ডল পোঃ ডাঙ্গাপাড়া ফিৎরা ২৭৫৲ ১০। বড় চড়া জামাত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইতে মোহাঃ লাল মিঞা মণ্ডল পোঃ ডাঙ্গাপাড়া ফিৎরা ৪০৲ ১১। নওপাড়া জামাত হইতে মনীর উদ্দীন আহমদ পোঃ দিনাজপুর ফিৎরা ৪০৲।

মনি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১২। ওবায়দুর রহমান আহমাদ সাং বালুয়া ডাঙ্গা ফিৎরা ৩'২০ ১৩। রিয়াজ উদ্দীন আহমাদ প্রোঃ মডার্ন মেডিক্যাল হাউস মালদহ পট্টি যাকাত ১০৲ ১৪। মোহাঃ এলাহী বখশ সরদার সাং ধোপাখোলা পোঃ নূরুল হুদা ফিৎরা ৭৩৲ ১৫। মোহাঃ কেরামতুল্লাহ নূতন বাজার পারবতিপুর ফিৎরা ১১'৬৯ ১৭। মৌঃ মোহাঃ হুরমুজ আলী শাহ সাং ও পোঃ হাকিম পুর ফিৎরা ১০৲

যিলা খুলনা

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। ডাঃ আবদুল ওয়াজেদ সাং ও পোঃ বোয়ালিয়া ফিৎরা ৫৲ ২। মোহাঃ কিসমত আলী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২০৲ ৩। মোহাঃ আনছারুজ্জামান সাং আখরাখোলা ফিৎরা ৭৲ ৪। মোহাঃ ওয়াজহুররহমান সাং ও পোঃ বোয়ালিয়া এককালীন ৪৲।

যিলা যশোর

১। শামসুদ্দিন আহমদ সাং দিগদানা পোঃ মালসিয়া এককালীন দান ১০৲ ২। মোহাঃ ভিখারুল ইসলাম ঝিনাইদহ টেলারিং হাউস পোঃ ঝিনাইদহ ফিৎরা ১০৲।

যিলা কুমিল্লা

অফিসে প্রাপ্ত

১। ডাঃ মোহাঃ আবদুল জলিল ভূঞা সাং রাধানগর পোঃ মহনপুর বাজার উশর ১২৲ ফিৎরা ৯৲ ২। মোহাঃ আমজাদ আলী পারুয়ারা জামাত হইতে পোঃ রামপুর ফিৎরা ৯৲।

যিলা ফরিদপুর

১। মোহাঃ আবদুল জলিল সাং ও পোঃ পাংসা যাকাত ১০০৲ ২। আলহাজ মৌঃ মোহাঃ লুৎফর রহমান সাং বহালতলী পোঃ কে, ডি, গোপালপুর ফিৎরা ১৭'৪৪।

পশ্চিম পাকিস্তান

১। মওলবী মোহাঃ মুশাররফ হোসাইন জামেয়ায়ে সলফিয়া লাইলপুর এককালীন ১৲।

www.ahlehadeethbd.org

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শীর অবিস্মরণীয় অবদান

ফিকাবন্দী

বনাম

অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি

তফ্‌সীর, হাদীস, ইলমে হাদীস, শরহে আহাদীস, ফিক্‌হ, আকায়িদ, ইল্‌মে কালাম, তারীখ, রিজাল প্রভৃতি বিষয়ে সর্বমোট ৭৭ খানা প্রামাণ্য মৌল গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত তথ্য সমৃদ্ধ এই গবেষণামূলক পুস্তকে আছে :—

মহামতি ইমামগণের আদর্শ ও নীতির জ্ঞানগর্ভ যুক্তিনির্ভর নিরপেক্ষ আলোচনা।

মূল্য : সাধারণ বাঁধাই : ২'০০

বোর্ড বাঁধাই : ২'৫০

পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহলে-হাদীস

কর্তৃক

প্রকাশিত ও পরিবেশিত পুস্তকের পরিচয়বহ

বিস্তারিত তালিকা---

(ভাল বই পড়ুন)

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ১০ (দশ) পয়সার ডাক টিকিটসহ চিঠি পাঠাইলে যে কেহ ঘরে বসিয়া উহা বিনামূল্যে পাইতে পারেন।

প্রাপ্তিস্থান :

৮৬ নং কাজী আলাউদ্দীন রোড ঢাকা—২

মোতিয়ারূক

মোতিয়ারূক বিভিন্ন রোগের বিশেষতঃ মোতিয়াবীনের [চক্ষের ছানির] মহৌষধ। মোতিয়ারূক ব্যবহারে অল্প দিনে অপারেশন ব্যতীত মোতিয়াবীন রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

মোতিয়ারূক চোখের দৃষ্টিক্ষীণতা, পরদা পড়া, ফুলিয়া যাওয়া, আচড় লাগা ও চক্ষু লাল হওয়া প্রভৃতির জন্য বিশেষ উপকারী।

মোতিয়ারূক দৃষ্টিশক্তি সতেজ করে, ফলে চশমা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।

মোতিয়ারূক যাবতীয় চক্ষু রোগের জন্য অব্যর্থ মহৌষধ।

ঔষধ ও বিস্তারিত তথ্যের জন্য লিখুন :

ম্যানেজার,

বায়তুল হিকমত লোহারীমণ্ডী, লাহোর, পশ্চিম পাকিস্তান।

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth
Phone : 45490
Regd. No. DA—130

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান
দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

• তর্জুমানুল হাদীসে ইস্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়।

• উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

• রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।

• অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।

• বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।

• রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।

• তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dhaka-2.

www.ahlehadeethbd.org